বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কম্পিউটার জগৎ

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

জানুয়ারি ২০২৩ বছর ৩২ সংখ্যা ৯

JANUARY 2023 YEAR 32 ISSUE 9

২০২৩ সালে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সেরা টুল

২০২৩ সালে আসতে চলেছে নতুন হোয়াটসঅ্যাপ ফিচার

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষ ছড়ানো বাকস্বাধীনতা নয়

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রযুক্তি কথন

লক্ষ্য এখন ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ

ASUS Vivobook 14/15/17

Wow the World with Smooth Power

Fueled to perform

Up to Intel® Core™ i7 processor with 16 GB of fast memory and 512 GB of speedy SSD storage

Easy on your eyes

Crisp and clear slim-bezel NanoEdge display with wide viewing angles, certified by TÜV Rheinland for low blue-light levels

Feature-packed for daily use

180° lay-flat hinge, physical webcam shield, modern colors and sleek geometric design

intel. CORE i7

Intel® Core™ i7 Processor
Learn more at: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-14-x1402-12th-gen-intel/

Exclusive Partner
Global Brand

মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
জানুয়ারি ২০২৩ বছর ৩২ সংখ্যা ৯
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন

সূচিপত্র

Advertisers' INDEX

02 Global Brand
04 Global Brand
25 Gigabyte Add
57 Ucc Ad

৩. সূচিপত্র

৫. সম্পাদকীয়

৬. লক্ষ্য এখন ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ
আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ২২তম জাতীয় সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চারটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো– স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

০৯. সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষ ছড়ানো বাকস্বাধীনতা নয়
সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর স্বাধীনতা কোনোভাবেই বাকস্বাধীনতা নয়। সম্প্রতি জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক ২৫ জন বিশেষজ্ঞ এক যৌথ বিবৃতিতে এ কথা জানান। প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

১৪. ২০২৩ সালে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সেরা টুল
অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ২০২২ সালের গবেষণা মতে– বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ফ্রিল্যান্সার ট্যালেন্টদের দেশ, যা বিশ্বের মোট অনলাইন মুক্ত পেশাজীবীদের ১৬ ভাগ। আর দেশে বর্তমানে ৬ লাখ ৫০ হাজারের বেশি ফ্রিল্যান্সার, ১৬০০ ফ্রিল্যান্সিং টিমভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং প্রতি বছর বাংলাদেশ অনলাইন কাজের মাধ্যমে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন **নাজমুল হাসান মজুমদার**।

২১. ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রযুক্তি কথন
'আমার চোখে বিজ্ঞান হলো অনিন্দ্যসুন্দর। গবেষণায় মগ্ন বিজ্ঞানী শুধু যন্ত্রপাতির কারিগর নন, প্রকৃতির রহস্যমালার বিমুগ্ধ তিনি এক শিশু'। এই কথাটি আমার নয় কিন্তু আমার খুব প্রিয় একজন বিখ্যাত নারী ব্যক্তিত্বের। যাকে আমি পছন্দ করি তার অসাধারণ মেধার জন্য, মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য, তার কথা ভাবলেই আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **রিদয় শাহরিয়ার খান**।

২৬. গুগল ক্রোমের কিছু টিপস
আজ কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকেই 'গুগল ক্রোম ব্রাউজার' (Google chrome browser) ব্যবহার করেন। কারণ, এই ওয়েব ব্রাউজার অনেক ফাস্ট এবং কিছু বিশেষ ফাঙ্কশন এখানে রয়েছে। সোজাভাবে বললে, যখন কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহারের কথা আসে, তখন ক্রোম ব্রাউজার সবাইর প্রিয়। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা শারমিন আক্তার ইতি।

৩০. মাধ্যমিক শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন **প্রকাশ কুমার দাস**।

৩২. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচটিএমএল থেকে গত ক্লাসের পর আজ আরো ২টি প্রয়োগমূলক/ব্যবহারিক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন **প্রকাশ কুমার দাস**।

৩৩. কিবোর্ড শর্টকাটে কমপিউটারে মাউস ছাড়া চলবে জিমেইল
আমাদের জীবনে Email একটা ভীষণ জরুরি বিষয়। একটা সময়ে দূরের বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে Email চালাচালি হতো। তবে হোয়াটসঅ্যাপের মতো একাধিক মেসেঞ্জার এসে সেই জায়গাটা দখল করেছে। তবে বহু ক্ষেত্রেই Email আজও অব্যর্থ। অফিস-আদালতের কাজ থেকে শুরু করে বহু ব্যক্তিগত কাজকর্মেই Email-এর বিকল্প নেই। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **শারমিন আক্তার ইতি**।

৩৫. ২০২৩ সালে আসতে চলেছে নতুন হোয়াটসঅ্যাপ ফিচার
বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় অধিকাংশ মানুষ নিজেদের বন্ধু-বান্ধব বা পরিজনদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নামক ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করছে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **রাশেদুল ইসলাম**।

৩৭. কীভাবে গুগল ফর্ম তৈরি করা যায় এবং গুগল ফর্ম তৈরির নিয়ম
কীভাবে গুগল ফর্ম তৈরি করা যায়? গুগল ফর্ম তৈরি করার নিয়ম কী? আজকের আর্টিকেলের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণটা জানতে চলেছি। আমেরিকাভিত্তিক বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা গুগল ইউজারদের সুবিধার্থে প্রায়শই তাদের প্ল্যাটফর্মে নানাবিধ কার্যকরী ফিচার যুক্ত করে থাকে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন রাশেদুল ইসলাম।

৪০. গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও এর কাজ কী এবং কীভাবে সেটিং করবেন
আগেকার সময়ের ইংরেজি ছবিগুলোতে আমরা দেখতাম যে সেখানে বিভিন্ন robots বা electrical equipment ও deviceগুলোকে voice-এর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া যেত। তবে এই প্রক্রিয়াকে বলা হতো 'voice based artificial intelligence'. ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **শারমিন আক্তার ইতি**।

৪৩. ySense দ্বারা কীভাবে অনলাইনে টাকা আয় করা যায়
যদি আপনি অনলাইনে আয় করার সহজ উপায় খুঁজছেন, তাহলে ySense ওয়েবসাইটটি আপনার অনেক কাজে আসতে পারে। বর্তমানে ySense হলো একটি অনেক জনপ্রিয় এবং সেরা অনলাইন ইনকাম সাইট যেটাকে অনেকেই ব্যবহার করে অনলাইনে টাকা ইনকাম করছেন। **ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন রাশেদুল ইসলাম**।

৪৬. মোবাইলে ভিডিও এডিটিং করার সেরা কিছু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস
মোবাইলে কীভাবে ভিডিও এডিট করা যায়? যদি আপনার মনেও এই প্রশ্নটি রয়েছে, তাহলে জেনে নিন সেরা মোবাইল ভিডিও এডিট করার সফটওয়্যারগুলোর বিষয়ে। এই ফ্রি ভিডিও এডিট করার অ্যাপসগুলো আপনারা Google Play Store থেকে ফ্রিতে download করতে পারবেন। **ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন শারমিন আক্তার ইতি**।

৪৯. কমপিউটার জগৎ এর খবর

SHARP

Be Original.

বিশ্বখ্যাত জাপানিজ ব্র্যান্ড

SHARP AR-7024D

24 CPM Digital B&W Photocopier
with Duplex & Network Print (Optional)

Exclusive Distributor:

Global Brand

www.globalbrand.com.bd

মাসিক কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন
নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
প্রধান নির্বাহী মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর

প্রচ্ছদ সমর রঞ্জন মিত্র
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান সরকার পিন্টু
অঙ্গসজ্জা সমর রঞ্জন মিত্র
রিপোর্টার স্থপতি বদরুল হায়দার
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের

যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Executive Editor Mohammad Abdul Haque Anu
Chief Executive Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz
Correspondent Md. Masudur Rahman

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : info@computerjagat.com.bd

সম্পাদকীয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৫টি সংস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। আর্থ-সামাজিক জরিপ, আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানে আর্থ-রিসোর্স টেকনোলজি স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয় তাঁরই নির্দেশে। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইটের আর্থ-স্টেশনের উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার মতো একজন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণয়ন এবং শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা ছিল তাঁর অত্যন্ত সুচিন্তিত ও দূরদর্শী উদ্যোগ। শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশে গৃহীত নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রমের দিকে তাকালে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি, যা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বিপ্লবে অংশগ্রহণের পথ দেখায়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ। মূলত এটি একটি ধারণাপত্র ও কর্মকৌশল– যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ও হবে বর্তমান সরকার কর্তৃক। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর 'ভিশন-২০২১'-এর মূল ভিত্তি হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। ব্যাপক ও বহুমুখী উন্নয়নে একের পর এক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন শুরু করা হয় একই সঙ্গে একাধিক মেগা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার ইতোমধ্যে সারা দেশে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি দিয়েছে এবং স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ করেছে মহাকাশে। দ্বিতীয় স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-২-এর কাজ চলছে। বর্তমানে ১৭ কোটি মানুষের হাতে ১৮ কোটি ৬০ লাখ মোবাইল সিম ব্যবহার হচ্ছে, ১৩ কোটি মানুষ ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

কল সেন্টারভিত্তিক সেবাপ্রাপ্তিতে ৯৯৯, যে কোনো তথ্য জানার জন্য ৩৩৩, কৃষক বন্ধু সেবাপ্রাপ্তিতে ৩৩৩১-সহ টেলিমেডিসিন সেবা এবং ব্লেন্ডেড লার্নিং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। বাংলাদেশের এই রূপান্তরের নেপথ্য কারিগর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পুত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের ১৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছে- যা বাস্তবায়িত হবে এই সময়ের মধ্যে। ২০২১ থকে ২০৪১-এর মধ্যে কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি হবে এর একটি অবকাঠামো, তদানুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য, যেন তারা নিজেদের অনুরূপভাবে গড়ে তুলতে পারে।

সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য ৪টি ভিত্তি সফলভাবে বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলো হলো– স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। এর পাশাপাশি হাতে নেওয়া হয়েছে ২১০০ বদ্বীপ পরিকল্পনা কেমন হবে, সেই পরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশে সব কাজ সম্পাদন করা হবে প্রযুক্তির মাধ্যমে। যেখানে প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে হবে দক্ষ।

এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ক্যাশলেস সোসাইটি। সরকার ইতোমধ্যে দেশে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি অবকাঠামো ও কানেক্টিভিটি, ই-গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশনের ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-২ উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নিয়েছে। ২০১৯ সালে সরকার ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ সরকারি সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। এর জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে আলাদা তহবিল।

এর পাশাপাশি আইডিয়া প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট (বিগ), শতবর্ষের শতআশা এবং স্টার্টআপ সার্কেল সৃষ্টি করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। বিনিয়োগের জন্য স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড নামে সরকার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সাইবার নিরাপত্তা সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও সার্ক দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ

লক্ষ্য এখন ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ

হীরেন পণ্ডিত

আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ২২তম জাতীয় সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চারটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো– স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। সরকার আগামীর বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, যেখানে প্রতিটি জনশক্তি স্মার্ট হবে। সবাই প্রতিটি কাজ অনলাইনে করতে শিখবে, ইকোনমি হবে ই-ইকোনমি, যাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন– আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মযোগ্যতা সবকিছুই ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে হবে। ই-এডুকেশন, ই-হেলথসহ সব কিছুতেই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা হবে। ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা তা করতে সক্ষম হব এবং সেটা মাথায় রেখেই কাজ চলছে।

আমাদের তরুণ সম্প্রদায় যত বেশি এই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা শিখবে, তারা তত দ্রুত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নানা অনুষঙ্গ ধারণ করে তরুণদের প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ ধরনের ৫৭টি ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবিশন সেন্টার স্থাপন এবং ১০টি ডিজিটাল ভিলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। ৯২টি হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের নির্মাণ করা হচ্ছে। সারা দেশে ৬ হাজার ৬৮৬টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ১৩ হাজারের বেশি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

তৃণমূল থেকে আসা নেতাকর্মীরাও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনার প্রতি আস্থার কথা জানান। তারা জানান, শেখ হাসিনাই দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছেন। সামনের স্মার্ট বাংলাদেশও শেখ হাসিনার সরকার করতে পারবে। ২০০৮ সালে শেখ হাসিনা আমাদের বলেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ দেবেন। আজ সত্যিই বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। নেত্রী যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছেন, সেটি শুধু শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই সম্ভব।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৫টি সংস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্য পদ লাভ করে। আর্থ-সামাজিক জরিপ, আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানে আর্থ-রিসোর্স টেকনোলজি স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয় তারই নির্দেশে। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইটের আর্থ-স্টেশনের উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ড. মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদার মতো একজন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণয়ন এবং শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা ছিল তার অত্যন্ত সুচিন্তিত ও দূরদর্শী উদ্যোগ। শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশে গৃহীত নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রমের দিকে তাকালে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি, যা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বিপ্লবে অংশগ্রহণের পথ দেখায়।

ডিজিটাল বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলাদেশে বিজ্ঞান, কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত যার হাত ধরে রচিত হয়েছিল, তা তুলে ধরাও আজ প্রাসঙ্গিক। ডিজিটাল বিপ্লবের শুরু ১৯৬৯ সাল প্রেক্ষাপেটে ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে। ইন্টারনেটের সাথে ডিভাইসের যুক্ততা মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদনে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে বিশ্বে উন্নয়ন দারুণ গতি পায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। কারণ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা। তার এ স্বপ্নের বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য সময় ▸▸

পান মাত্র সাড়ে তিন বছর। এই সময়ে প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ এমন কোনো খাত নেই যেখানে পরিকল্পিত উদ্যোগ ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন করেননি।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' দার্শনিক প্রত্যয়টির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১২ ডিসেম্বর ২০০৮, যখন বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা গড়ার' দৃঢ় অঙ্গীকারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার জননেত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেন। সেই নির্বাচনী অঙ্গীকারে বলা হয়, ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' পরিণত হবে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ আজ বিপ্লব সাধন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য সবার জন্য কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন এই চারটি সুনির্দিষ্ট প্রধান স্তম্ভ নির্ধারণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হয়েছে। সততা, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে মাত্র ১৪ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে ৪০ শতাংশ বিদ্যুতের দেশকে শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় এনেছেন। যেখানে এ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল, আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের যুগোপযোগী পরিকল্পনায় কোটি কল্পনা ও সুপরামর্শে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি ইউনিয়ন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দেশে বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটির বেশি এবং মোবাইল সংযোগের সংখ্যা ১৮ কোটির ওপরে।

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৮ হাজার ৮০০টি ডিজিটাল সেন্টারে প্রায় ১৬ হাজারের বেশি উদ্যোক্তা কাজ করছেন, যেখানে ৫০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন। এর ফলে একদিকে নারী-পুরুষের বৈষম্য, অন্যদিকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও গ্রাম-শহরের বৈষম্য দূর হচ্ছে। দেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশে ও স্টার্টআপদের উদ্ভাবনী সুযোগ কাজে লাগানোর পথ সুগম করতে সরকার আগামী পাঁচ বছরে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। মেধাবী তরুণ উদ্যোক্তাদের সুদ ও জামানতবিহীন ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট এবং ট্রেনিং, ইনকিউবেশন, মেন্টরিং এবং কোচিংসহ নানা সুবিধা দেওয়ার ফলে দশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে। বিকাশ, পাঠাও, চালডাল, শিওর ক্যাশ, সহজ, পেপারফ্লাইসহ ২ হাজার ৫০০ স্টার্টআপ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। যারা প্রায় আরো ১৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ১০ বছর আগেও এই কালচারের সাথে আমাদের তরুণরা পরিচিত ছিল না। মাত্র সাত বছরে এই খাতে ৭০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে।

বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে ভালো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০০৯ সালের আগে বাংলাদেশে সরকারি কোনো সেবাই ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সরকারি সব দপ্তরের প্রাথমিক সব তথ্য ও সেবা মিলছে ওয়েবসাইটে। সেই সাথে সরকারি সব তথ্য যাচাই-বাছাই ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন পরিষেবা ও আবেদনের যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। এরই মধ্যে আমরা ইন্টার-অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফরম 'বিনিময়' চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে গেছে প্রত্যেক গ্রাহকের হাতের মুঠোয়। ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রিল্যান্সিং থেকে আসা অর্থ আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে আধুনিক ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ সব কিছুই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল।

নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, শহর ও গ্রামের সেবা প্রাপ্তিতে দূরত্ব হ্রাস করার সবই ছিল আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ফলে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মতো উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থানও নিশ্চিত করা গেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও প্রযুক্তির কল্যাণে এখন গ্রামে বসেই যে কেউ চাইলেই ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করতে পারছে। এ সবই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রগতিশীল প্রযুক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতির ফলে। সে কারণেই এবারের ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'প্রগতিশীল প্রযুক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি'।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়নের পর আমরা এখন নতুন কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। সেটি হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি এই চারটি মূল ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ।

চলছে চতুর্থ বিপ্লবের সময়কাল। যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি, কারখানার উৎপাদন, কৃষিকাজসহ যাবতীয় দৈনন্দিন কাজকর্ম ও বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। প্রস্তুতি চলছে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে তৈরির। কিন্তু স্মার্ট যন্ত্র ও প্রযুক্তির সাথে সাথে নাগরিকদেরও চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিতে হতে হবে স্মার্ট। প্রতিনিয়তই আমরা আমাদের অজান্তে অনেক ভুল-ত্রুটি, অনিয়ম, অন্যায় ও অবিচার করে থাকি, যা একটু ইচ্ছা করলেই সংশোধন করা যায়। অবদান রাখতে পারি স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরিতে। যেমন– অনেকেই রাস্তার ওপর যেখানে- সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলেন।

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন ২০২১'-এর মূল ভিত্তি হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেন। তার ওপর বারবার হামলা এবং ভয়-ভীতির তোয়াক্কা না করে দেশের উন্নয়নের একের পর এক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সরকারের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, ২১০০ সালের ডেল্টা প্ল্যান এবং ২০২১ থেকে ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন করে দিয়ে গেলাম। অর্থাৎ ২১ থেকে ৪১ কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে তার একটা কাঠামো, পরিকল্পনা আমরা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ব-দ্বীপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পায়, দেশ উন্নত হয় এবং উন্নত দেশে স্বাধীনভাবে সুন্দরভাবে যেন তারা

স্মার্টলি বাঁচতে পারে। সেই ব্যবস্থাও করছি। এখন সব নির্ভর করছে আমাদের যুব সমাজের ওপর। তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের উন্নতি। এটাই ছিল আমাদের ২০১৮ এর নির্বাচনী ইশতেহার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি প্রেরণাদায়ী অঙ্গীকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেন। এই রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ বিপ্লব সাধন করেছে। যে গতিতে বিশ্বে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে, তা সত্যি অভাবনীয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় এবং আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ডিজিটাল অগ্রগতি থেকে একটুও পিছিয়ে নেই। অদম্য গতিতে আমরা চলছি তথ্য-প্রযুক্তির এক মহাসড়ক ধরে। আমাদের সাফল্যগাথা রয়েছে এ খাতে, যা সত্যি গৌরব ও আনন্দের। ডিজিটাল দেশ হিসেবে সারা বিশ্বের বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ

ডিজিটাল প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিজয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের প্রতিশ্রুত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'-এর সভায় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ভিশন বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

তথ্য-প্রযুক্তি উন্নয়নে সরকার ২০২১ সালে দেশে ৫জি ইন্টারনেট সেবা চালু এবং একই বছর হাওড়-বিল-চর ও পার্বত্য অঞ্চলে ক্যাবল বা স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৩ সালে সংযুক্ত হচ্ছে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল। মূলত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিস্তার ঘটছে ইন্টারনেটের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযোগের মাধ্যমে। সংশ্লিষ্টদের মতে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা তার পরবর্তী সময়কে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে ডিজিটাল সংযুক্তির জন্য যতটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন, সরকার তার অধিকাংশই সুসম্পন্ন করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বাহিনী সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার ধীরে ধীরে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য দক্ষ মানবশক্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে সে লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণা খাতে আরও বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা চাই দক্ষ মানবশক্তি গড়ে তুলতে। বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন, তার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ করে উন্নত করতে হবে। পাশাপাশি শিল্পায়নও আমাদের দরকার। আর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, সেটা আমাদের ধরা দরকার। তার উপযুক্ত দক্ষ মানবসম্পদও আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ বা একচল্লিশের উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজে সকলকে নিবিড় মনোনিবেশ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে নেতৃত্ব দিতে সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সেই সক্ষমতা আছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লকচেইন, আইওটি, ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ। একসাথে উদ্ভাবনের পথে একযোগে কাজ করতে হবে, তাহলেই আমরা এগিয়ে যাব। তিনি আরও বলেন, বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দেশে ৩৯টি হাইটেক পার্ক করা হয়েছে।

এসব পার্কে বিনিয়োগে কর অব্যাহতি, বিদেশিদের জন্য শতভাগ মালিকানার নিশ্চয়তা, আয়কর অব্যাহতিসহ নানা সুযোগ রাখা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অনেক ধরনের সুবিধা দেয়া হয়েছে। যারা ফ্যাক্টরি বা তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগে তৈরি অবকাঠামো সুবিধা নিতে চান, তারা এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন।' তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে চীন বা ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশের তৈরি মোবাইল হ্যান্ডসেট, হার্ডড্রাইভে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' দেখা যাবে এবং আইটি শিল্প রফতানি এক সময় পোশাক খাতকে ছাড়িয়ে যাবে।

ইন্টারনেটের উদ্ভবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। উন্নত দেশের জনগণ প্রথমে তারযুক্ত টেলিফোন ও বেতার ফোনের পর্যায়ে অগ্রসর হলেও মোবাইল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ মানুষ সরাসরি মোবাইল ফোনের জগতে প্রবেশ করে। স্মার্ট মোবাইল ফোন আবিষ্কারের ফলে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ সম্ভব হয়েছে। উক্ত সময়ে উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কমপিউটার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারে আধুনিক যন্ত্রপাতি দীর্ঘ সময় প্রচলিত মানবশক্তির অবস্থানকে দখলে নেয়।

ডিজিটাল বিপ্লবের আশীর্বাদে উৎপাদন ব্যবস্থায় কল্পনাতীত পরিবর্তন প্রত্যাশিত। উৎপাদনের জন্য মানুষকে যন্ত্র চালানোর পরিবর্তে যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও নিখুঁত ও নির্ভুল কর্ম সম্পাদন করার ভিত্তি রচনা করবে। পাশাপাশি চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রকাশনা ইত্যাদি খাতে এর দৃশ্যমান প্রভাব অধিকতর জোরালো হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আগাম ফসল হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের ১০ শতাংশ মানুষের পরিধেয় বস্ত্র এবং চশমার সাথে সংযুক্ত থাকবে ইন্টারনেট।

মানুষের শরীরে পাওয়া যাবে স্থাপনযোগ্য মোবাইল ফোন। ৯০ শতাংশ মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করবে। আমেরিকার ১০ শতাংশ গাড়ি হবে চালকবিহীন। ৩০ শতাংশ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের অডিট হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অডিটর দিয়ে। এমনকি কোম্পানির বোর্ডের একজন পরিচালক হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক কজ

ফিডব্যাক : hiren.bnnrc@gmail.com

ছবি : ইন্টারনেট

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষ ছড়ানো বাকস্বাধীনতা নয়

হীরেন পণ্ডিত

সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর স্বাধীনতা কোনোভাবেই বাকস্বাধীনতা নয়। সম্প্রতি জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক ২৫ জন বিশেষজ্ঞ এক যৌথ বিবৃতিতে এ কথা জানান।

বিবৃতিতে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সম্প্রতি টুইটার অধিগ্রহণের পর বর্ণবাদী শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছে। এর মাধ্যমে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। এসবের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জোরালো জবাবদিহির ব্যবস্থা প্রয়োজন।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নেটওয়ার্ক কন্টেজিয়ন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের' প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বিবৃতিতে বলেছে, টুইটার অধিগ্রহণের প্রথম দিনগুলোতে, বিশেষ করে অধিগ্রহণের প্রথম ১২ ঘণ্টায় ঘৃণ্য ও বর্ণবাদী একটি শব্দের ব্যবহার আগের চেয়ে প্রায় ৫০০ গুণ বেড়েছে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, টুইটার ওই বিদ্বেষমূলক প্রচারণাকে উপহাস বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল, সেখানে বিদ্বেষের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগের। আর তা মানবাধিকারকেন্দ্রিক সাড়া দেওয়ার দাবি রাখে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শুধু টুইটার নয়, মেটার মতো অন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর কাছেও এ ধরনের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য উদ্বেগের বিষয় নয়। বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এমন অনেকের দাবি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নীতির বিষয়ে অঙ্গীকার আর তা বাস্তবায়নে পার্থক্য আছে, বিশেষ করে ফেসবুকে নির্বাচনী বিভ্রান্তি, ষড়যন্ত্রের তত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা ও উসকানিমূলক বিজ্ঞাপন অনুমোদনের ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য। 'গ্লোবাল উইটনেস' ও 'সামঅফআস'-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, মেটা নির্দিষ্ট কিছু বিজ্ঞাপন আটকাতে পারে না।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অনেক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেটা ২০২০ সালে নজরদারি পর্ষদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয়। এই পর্ষদের কার্যকারিতা দেখতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। অনলাইনে জাতিগত বিদ্বেষের প্ররোচনাকে মোকাবেলা করার জন্য তাদের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা এবং সংশোধন করার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অব্যাহত প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। বিবৃতি দেওয়া জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আফ্রিকার বংশোদ্ভূত জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ, ব্যবসা, আন্তঃদেশীয় করপোরেশন ও মানবাধিকারবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি ও সদস্যরাও রয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিয়মের ভেতরে নিয়ে আসা জরুরি

এটি এখন বাস্তবতা যে, আমাদের দেশেও সমকালীন বিশ্বের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তা পেয়েছে। একদিকে এর অত্যধিক ব্যবহারিক গুরুত্ব, অন্যদিকে অপব্যবহারের মাত্রা বিভ্রান্তির বেড়াজালে পুরো সমাজে নির্মাণ করছে কদর্য-সংশয়-আশঙ্কার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাচীর। অপসংস্কৃতির মোড়কে রাজনীতি-ধর্ম-অর্থনীতি-সামগ্রিক সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর মিথ্যা ভিত্তিহীন প্রচারণা, সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডূকতা, অসহিষ্ণুতা, সহিংসতা, বিরোধ, বিচ্ছেদ জীবনপ্রবাহের সাবলীল গতিময়তায় প্রচণ্ড অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কথিত অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গণমাধ্যম কর্মীসহ পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবী-সুশীল নামধারী ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে নানামুখী নেতিবাচক বক্তব্য পরিবেশন অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করছে। এতে সামাজিক অসংগতি গণমানুষের জীবনে অসহনীয় দুর্ভোগ দীর্ঘায়িত করছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আচ্ছাদনে দুরভিসন্ধিমূলক তরুণ সমাজের সৃজন-মনন-মানবিক- নৈতিক চরিত্রের বিচ্যুতি ভবিষ্যৎ স্বাভাবিক সমাজ বিনির্মাণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে, তার গভীর বিশ্লেষণ অতীব জরুরি।

সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তক-বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিমানসের জীবনচরিত জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর পঠন-পাঠন থেকে দূরে সরিয়ে সামাজিক যোগাযোগনির্ভরতা যে ভয়াবহ বাস্তবতার ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছে, তা অনুধাবনে ব্যর্থ হলে সুন্দর ধরিত্রী কঠিন অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে– এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

২০১০ সালে বুকার পুরস্কার বিজয়ী খ্যাতিমান ব্রিটিশ লেখক হাওয়ার্ড জ্যাকসন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, '২০ বছরের মধ্যে শিশুদের মূর্খ বানাবে ফেসবুক-টুইটার। ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আধিপত্যের কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

শিশুরা অশিক্ষিত হবে। স্মার্টফোনের ব্যবহার এবং প্রচুর পরিমাণে ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নাটকীয়ভাবে তরুণ প্রজন্মের যোগাযোগের পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। আর এসবের কারণে তারা হারাচ্ছে বই পড়ার অভ্যাসও।' অপরাধবিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞদের মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইদানীং আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে।

এ মাধ্যম আমাদের মানবিক গুণাবলিকে প্রভাবিত করছে। মানি লন্ডারিং, আক্রমণাত্মক গেম, ধর্ষণের মতো অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে অনেকে। মানসিকভাবে অনেকেই আছে অস্থির অবস্থায়। এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে ক্রমেই রাগ-ক্রোধ-অবসাদ-বিষণ্নতা-একাকিত্ব-হতাশা-হৃদরোগসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার নিয়ে শঙ্কিত স্বয়ং ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মার্ক জাকারবার্গের ভাষ্যমতে, 'সোশ্যাল মিডিয়া সময় নষ্টের জন্য নয়। এটি সত্যিকারে উপকারে আসতে পারে, যদি এর সঠিক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আপনি যদি শুধু এখানে বসে থাকেন আর যা দেখানো হবে, তাই গলাধঃকরণ করেন, তাহলে তো হবে না।'

সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশে অবস্থান করে কথিত কিছু লোক দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে সাইবার যুদ্ধের সূচনা করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন মতে, ইতিবাচক অবদান রাখার পাশাপাশি প্রবাসী ও অভিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে এদের সরব উপস্থিতি ও দেশবিরোধী আপত্তিকর মন্তব্য-বক্তব্য প্রচারের কারণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

তারা যেসব দেশে অবস্থান করছে, সেসব দেশের নানা আইনি জটিলতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। এসব ঘৃণ্য কাজে নিয়োজিত-তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের তালিকা ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশনগুলোয় পাঠানো হয়েছে। ওইসব দেশের আইনের আওতায় এনে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর কাছে আবেদন জানানো হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সূত্রমতে, বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৭০ শতাংশ মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংযুক্ত, যার প্রায় ৯০ শতাংশই তরুণ। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, লিঙ্কডইন, স্কাইপে প্রভৃতি জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় ফেসবুক। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশের রয়েছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং এর একটি বিশাল অংশ কিশোর-কিশোরী।

বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপের ফলাফল অনুসারে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারের কারণে উল্লেখযোগ্য তরুণ ও তরুণী বিপথগামী-মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে– পড়াশোনায় মনোযোগ হারাচ্ছে– খেলাধুলা ছেড়ে দিয়ে রাত-দিন ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে। চরম স্খলন হচ্ছে শিক্ষা-নীতিনৈতিকতার। ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে সংঘাত-সহিংসতা-উগ্রবাদ। ভুয়া তথ্য সরবরাহ-ঘৃণা-বিদ্বেষ, যৌনতা ও অশ্লীলতা-চরিত্র হনন-মুদ্রা ও মানব পাচার-জুয়া-সাইবার সহিংসতাসহ নানা মাত্রিক অপরাধের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপরাধের ক্রমবর্ধনশীলতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন-চাপ প্রয়োগের ফলে ইউটিউব ও ফেসবুকের মতো অনেক সাইট তাদের নিজস্ব নিয়মে অগ্রহণযোগ্য ও ক্ষতিকর বিষয়বস্তু দ্রুত মুছে ফেলাসহ প্রথম প্রকাশ হওয়া প্রতিরোধের পদক্ষেপ নিয়েছে। ইউটিউব ও ফেসবুক কর্তৃপক্ষ নিয়মিত অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু অপসারণের তথ্য প্রকাশ করছে।

গুগলের মালিকানাধীন ভিডিও শেয়ারিং সাইটের তথ্যমতে, তারা ২০২০ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৮৮ লাখ ভিডিও, ৩৩ লাখ ক্ষতিকারক চ্যানেল ও ৫১ কোটি ৭০ লাখ অগ্রহণযোগ্য মন্তব্য অপসারণ করেছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা উল্লেখ্য সময়ে ৩ কোটি ৩০ লাখ ক্ষতিকারক বিষয় সরিয়ে নিলেও অগ্রহণযোগ্য ও ক্ষতিকর বিষয়বস্তুর আধিক্যের কারণে শুধু কোম্পানির একার পক্ষে এটি ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। নিয়ন্ত্রক কোম্পানিগুলোর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এটি দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে পরিচালিত প্রতিটি ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন বিনোদনমূলক প্ল্যাটফরমগুলোর জন্য বিটিআরসি থেকে কিছু শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধন নেওয়ার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– দেশে পরিচালিত যে কোনো ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অফিস বাংলাদেশে থাকতে হবে। সংবাদ-কিউরেটেড কনটেন্ট-ফিল্ম-ওয়েব সিরিজ রয়েছে এমন ওয়েবসাইটের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এনওসি বাধ্যতামূলক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশও আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গণমাধ্যমের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, জার্মান সরকার ২০১৮ সালে নেটজডিজি-এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিকে তাদের সাইটে প্রকাশিত আপত্তিকর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিযোগ পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা-বিষয়বস্তু প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা অপসারণ-কোম্পানিগুলোর কাজের বিবরণ সম্পর্কে প্রতি ছয় মাস অন্তর আপডেট প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ভারতে ২০২১ সালে প্রণীত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা মতে, ফেসবুক-টুইটার-হোয়াটসঅ্যাপ ও অন্যান্য যোগাযোগমাধ্যমের কর্তৃপক্ষকে ভারতীয় সরকার কোনো ব্যবহারকারীর পোস্ট মুছে দেওয়া এবং ব্যবহারকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশের অনুরোধ করতে পারবে। ঘৃণ্য ও হিংসাত্মক বিষয়বস্তু প্রকাশের কারণে সংস্থাগুলোর বৈশ্বিক টার্নওভারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক দণ্ড ও প্রযুক্তি নির্বাহীদের জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রেখে অস্ট্রেলিয়ায় ২০১৯ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ আইন করা হয়।

২০২১ সালের নভেম্বরে কার্যকর আইনে রাশিয়াকে জরুরি অবস্থায় বিশ্বব্যাপী ওয়েব সংযোগ বন্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং রাশিয়ার ডাটা আইনে সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলো কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ সার্ভারগুলোয় রাশিয়ানদের সম্পর্কে ডাটা সংরক্ষণ করতে পারবে। শিশু পর্নোগ্রাফি, হেট স্পিচ এবং বিনা সম্মতিতে কারও অন্তরঙ্গ ছবি প্রকাশ করাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে কানাডা সরকার কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ আইনে পুলিশ সোশ্যাল প্ল্যাটফরম এবং বক্তব্য পোস্টকারীর বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারবে।

চীন সাইবারস্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট বন্ধ ও জুয়া খেলাসহ ক্ষতিকারক নানা মোবাইল অ্যাপ অপসারণ করে থাকে। দেশটিতে থাকা কয়েক হাজার সাইবার পুলিশের কাজ হচ্ছে সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফরম এবং সংবেদনশীল স্ক্রিন বার্তাগুলোকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

মূলত প্রতিটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে এতদিনকার প্রচলিত রীতিনীতি-সমাজাদর্শ-সত্য-সুন্দর-কল্যাণ আনন্দের অনুষঙ্গভিত্তিক সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করে বিকৃত চিন্তাচেতনা-ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিগূঢ় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করছে। মিথ্যাচার-প্রতারণা-জালিয়াতি-অসংলগ্ন কর্মযজ্ঞের সমীকরণে প্রজন্ম কী পেতে যাচ্ছে, তা ভেবে দেখার এখনই উপযুক্ত সময়।

মাদকাসক্ত কতিপয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির মতো সমাজবিধ্বংসী যে কোনো ধরনের আচরণ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কালক্ষেপণ না করে পৃথিবী নামক এ গ্রহের যৌক্তিক ভবিষ্যৎ ভাবনা ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণে কর্মকৌশল প্রণয়ন উদ্ভূত সমস্যার পন্থা রোধ-নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সময়ের জোরালো দাবি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে।

আজকাল এ মাধ্যমকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। খুলে গেছে ই-কমার্সের দুয়ার। এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ঘিরেই গড়ে উঠছে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন সংগঠন। মোটকথা, জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব নেই। গত এক দশকে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। এর ফল হিসেবে আমরা এখন যোগাযোগমাধ্যমে এক অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছি। এ যোগাযোগমাধ্যমের যথার্থ ব্যবহার আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা অতি জরুরি। এর কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার আমাদের কতটা সামাজিক কিংবা কতটা অসামাজিক করে তুলছে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে। এ প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

জগতের প্রতিটি বিষয়েরই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই থাকে। কিন্তু যেকোনো বিষয়ের ইতিবাচক দিকগুলোকে সাদরে গ্রহণ করে সেগুলোকে আমরা কীভাবে কাজে লাগাচ্ছি সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল এ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদৌলতে ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিরাট মাধ্যমের সূচনা হয়েছে। এই যান্ত্রিক কর্মব্যস্ত জীবনে অনেকে নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় নানাবিধ পণ্য কিনতে দোকান, মার্কেটে যেতে পারেন না। তাদের এই ব্যস্ত জীবনে আশার আলো হয়ে এসেছে ই-কমার্স। বিভিন্ন নামিদামি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিংবা ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের বেঁচে থাকার অবলম্বন এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। যার ফলে তারা নিজেদের বিক্রয়যোগ্য পণ্যের প্রচার ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। এই ই-কমার্সের সুফল ভোগ করতে বর্তমানে বহু বেকার তরুণ উদ্যোক্তা হওয়ার দিকে ঝুঁকছে। এর ফলে অনেকেই এখন অনলাইন ব্যবসামুখী হচ্ছে ও সফলতার মুখ দেখছে।

আমাদের এই সত্যটি স্বীকার করে নেওয়া জরুরি যে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের বাস্তব জীবনের সম্পর্কে নেতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনছে ও আমাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে যোগাযোগে বিরাট অন্তরায় তৈরি করছে। যে কারো সাথে মনের ভাব বিনিময়ের জন্য সামনে বসে বলা সর্বোত্তম। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির ফলে আমরা ভার্চুয়ালি মনের ভাব আদান-প্রদানেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রযুক্তির ওপর এই নির্ভরশীলতা আমাদের প্রতিনিয়ত বাস্তব জীবন থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে ক্রমেই আমাদের যান্ত্রিক করে তুলছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন দেশ যা করছে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এখন চেষ্টা চলছে কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বেপরোয়া কাজকর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। এটিকে আবার অনেকে দেখছেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের চেষ্টা হিসেবে।

সোশ্যাল মিডিয়া মানুষকে এখন মতপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক দেশেই কর্তৃত্ববাদী সরকার সেটা পছন্দ করছে না। কাজেই এ ধরনের আইন করার পেছনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত করার অভিসন্ধি দেখছেন অনেক সমালোচক।

ফেসবুক বা ইউটিউবের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মগুলো এতদিন ধরে দাবি করে এসেছে যে, তাদের প্রতিষ্ঠানে এক ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে যেখানে তারা নিজেরাই আপত্তিকর বিষয়বস্তু সরিয়ে নেয়।

ইউটিউব দাবি করে, তাদের সাইটে যখন কোনো আপত্তিকর কনটেন্ট দেয়া হয়, তারা সেটি জানার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। ২০১৮ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ইউটিউব প্রায় ৭৮ লাখ ভিডিও তাদের সাইট থেকে অপসারণ করেছে। এর মধ্যে ৮১ শতাংশই সরানো হয়েছে যন্ত্রের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এই ভিডিওগুলোর তিন-চতুর্থাংশই কেউ দেখার আগেই সরিয়ে ফেলা হয়।

শুধুমাত্র আপত্তিকর ভিডিও সরিয়ে নেয়ার জন্য সারা বিশ্বে ইউটিউব দশ হাজার লোক নিয়োগ করেছে। তাদের কাজ মনিটরিং করা এবং আপত্তিকর ভিডিও সরিয়ে নেয়া। ফেসবুক (যারা ইনস্টাগ্রামেরও মালিক) জানিয়েছে, তাদের প্রতিষ্ঠানে এরকম কাজের জন্য আছে ৩০ হাজার লোক।

শুধু গত বছরের অক্টোবর হতে ডিসেম্বরের মধ্যেই ফেসবুক ১ কোটি ৫৪ লাখ সহিংস কনটেন্ট সরিয়ে নিয়েছে তাদের সাইট থেকে। আগের তিন মাসের তুলনায় এটা প্রায় ৭৯ লাখ বেশি। কিছু কনটেন্ট কেউ দেখে ফেলার আগেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শনাক্ত করা যায়। ফেসবুক দাবি করছে, সন্ত্রাসবাদী প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ কনটেন্টই স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি দিয়ে শনাক্ত করা হয়েছে। তারপর সেগুলো মুছে দেয়া হয়েছে।

প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কেউ যখন কারও নগ্ন ছবি বা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় বা কোনো জঙ্গি মতাদর্শের কিছু শেয়ার করে তখন এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোকে এতদিন দায়ী করা যেত না। এজন্য আইনি ব্যবস্থা নেয়া যেত কেবল সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন অনেক দেশেই আইন বদলানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে, অনেকে আইন করেও ফেলেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। এর ▸▸

উদ্দেশ্য ক্ষতিকর কোনো কনটেন্ট কোনো সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ পেলে তার জন্য কোম্পানির কর্মকর্তাদেরও যেন দায়ী করা যায়।

ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় নিয়ম ভঙ্গকারী সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিপুল অংকের জরিমানা থেকে শুরু করে তাদের সেবা পুরোপুরি বন্ধ বা ব্লক করে দেয়ার কথাও রয়েছে।

ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার থেকে শুরু করে নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া যারা ব্যবহার করেন তাদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের কথা ভাবছে। এর সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের সাথে এজন্য আলোচনা-পরামর্শ গ্রহণ চলবে আগামী ১ জুলাই পর্যন্ত।

ব্রিটেনের বর্তমান আইনে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না। ব্রিটিশ সংস্কৃতিমন্ত্রী বলছেন, এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। তিনি চান ব্রিটেনে এমন আইন তৈরি করা হোক, যাতে করে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো বাধ্য হয় এরকম অবৈধ কনটেন্ট সরিয়ে নিতে।

জার্মানিতে ২০১৮ সালের শুরু থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে এক নতুন আইন কার্যকর হয়। জার্মানিতে যেসব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের বিশ লাখের বেশি ব্যবহারকারী আছে তারা সবাই এই আইনের আওতায় পড়বে।

জার্মানির এই নতুন আইনে বলা আছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো কনটেন্ট সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা তদন্ত এবং পর্যালোচনা করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো এর ফলে বাধ্য হয়েছে সেই ব্যবস্থা করতে। কেউ যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কোনো কনটেন্ট শেয়ার করে, যা এই আইনের বিরোধী, সেজন্য তাকে ৫০ লাখ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিকে জরিমানা করা যাবে ৫ কোটি ইউরো পর্যন্ত।

জার্মানিতে আইনটি কার্যকর হওয়ার পর প্রথম বছরে ব্যবহারকারীদের দিক থেকে ৭১৪টি অভিযোগ আসে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের কাছে অভিযোগ করার পরও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপত্তিকর পোস্ট সরিয়ে নেয়া হয়নি বা ব্লক করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছিলেন এরা।

জার্মানির ফেডারেল বিচার মন্ত্রণালয় বিবিসিকে জানিয়েছে, আইনটি কার্যকর হওয়ার পর বছরের অন্তত ২৫ হাজার অভিযোগ আসবে বলে তারা ধারণা করেছিল। কিন্তু অভিযোগ এসেছিল একেবারেই কম। আর যেসব অভিযোগ এসেছে, তার কোনোটির ক্ষেত্রেই কাউকে জরিমানা দিতে হয়নি।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর কনটেন্টের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনা করছে। বিশেষ করে জঙ্গিবাদে উৎসাহ জোগায় যেসব ভিডিও, তার বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে জেনারেল ডাটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (জিডিপিআর) নামে এক নতুন আইন কার্যকর হয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানি এবং প্রতিষ্ঠান কীভাবে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করবে সে বিষয়েই মূলত এই আইন।

নতুন আইনে এজন্য দায়িত্বটা এখন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ঘাড়েই বর্তাবে। কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা সেটা দেখার এবং নিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকবে তাদেরই।

অস্ট্রেলিয়ায় এক কঠোর আইন চালু করা হয়েছে যাতে সহিংস এবং জঘন্য কোনো কিছু অনলাইনে শেয়ার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন লঙ্ঘন করলে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ এনে জেল-জরিমানার বিধানও রাখা হয়েছে।

২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনলাইন সেফটি আইন নামে আরেকটি আইনে একজন 'ই-সেফটি কমিশনারের' পদ তৈরি করা হয়। ই-সেফটি কমিশনার সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করতে পারেন আপত্তিকর কনটেন্ট সরিয়ে নিতে। এজন্য তিনি সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিকে ৪৮ ঘণ্টার নোটিস দিতে পারেন। জরিমানা করতে পারেন ৫ লাখ ২৫ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার পর্যন্ত। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে এই জরিমানা হতে পারে ১ লাখ ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত।

টুইটার, গুগল বা হোয়াটসঅ্যাপ চীনে নিষিদ্ধ। তবে সেখানে একই ধরনের কিছু চীনা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে। যেমন ওয়েইবো, বাইদু এবং উইচ্যাট। চীনে কিছু ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আছে। কিন্তু চীনা কর্তৃপক্ষ সেগুলোর ব্যবহারও সীমিত করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

চীনের হাজার হাজার সাইবার পুলিশ আছে। এরা ২৪ ঘণ্টাই নজরদারি চালায় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ওপর।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে বিধিমালা ও মানবাধিকার রাজনীতি

গুগলের মালিকানাধীন ভিডিও শেয়ারিং সাইটটি বলেছে, ২০১৯ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৮৮ লাখ ভিডিও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বলেছে, এই তিন মাস সময়ে তারা ৩ কোটি ৩০ লাখ ক্ষতিকারক বিষয় সরিয়ে নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রক কোম্পানিগুলোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এটি দিন দিন প্রায় বল্গাহীন হয়ে উঠছে।

কানাডা সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে আইন তৈরি করেছে। এতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেআইনি এবং ক্ষতিকর কোনো বক্তব্য প্রচারিত হলে পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং বক্তব্য পোস্টকারীর বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারবে। আইনে পোস্টকারী এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় ধরনের জরিমানা এবং কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কানাডার আইনটিতে তিনটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশু পর্নোগ্রাফি, হেট স্পিচ এবং বিনা সম্মতিতে কারো অন্তরঙ্গ ছবি প্রকাশ করাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সম্প্রতি একটি বিষয় খুবই আলোচনা হচ্ছে। তা হচ্ছে ইন্টারনেটে ক্ষতিকারক কনটেন্ট নিয়ে। ক্ষতিকারক বলতে পর্নোগ্রাফি, অসত্য ও মনগড়া তথ্য সংবলিত রিপোর্ট, সমাজের সাথে সঙ্গতিহীন ছবি বা ভিডিও ক্লিপ, ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম; যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদিতে প্রচার করা হচ্ছে এসব ক্ষতিকারক কনটেন্ট। যার যা খুশি লিখে দিচ্ছে। যেমন খুশি ছবি বা ভিডিও আপলোড করছে। গোপনে বা সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে ছেড়ে দিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এসব ক্ষতিকারক কনটেন্ট আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিপথে চালিত করছে। সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে, তা গড়াচ্ছে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পর্যন্ত। আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কর্তৃপক্ষের কৃ

পার ওপর নির্ভরশীল। তারা তাদের মতো করে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড বানায়। সেটা আমাদের মেনে নিতে হয়।

সারা দুনিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর ব্যাপক প্রসারে একদিকে যেমন মানুষ অনেক সুফল পাচ্ছে, তেমনি ক্ষতিকারক এই দিকটি নিয়ে উদ্বিগ্নও হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের সব দেশই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন। সবাই যার যার মতো করে চেষ্টা করছে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার। সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে এখন তোলপাড় চলছে সারা দুনিয়ায়। যে কেউ যে কোনো বিষয়ে যা খুশি বলে দিতে পারে। আইনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না। এ কারণে সোশ্যাল মিডিয়ার রাশ টেনে ধরার চেষ্টা চলছে অনেক দেশেই। 'সরকার চাইলেই সবকিছু করতে পারে না'– পারে না এ কারণে যে, দেশের সব জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কর্তৃপক্ষই বিদেশি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে না

আমাদের দেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অশুভ ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ আরোপে আইন প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি তো রুদ্ধ করার বিষয় নয়। সারা পৃথিবীই এখন ডিজিটাল যোগাযোগে নিজেদের যুক্ত রেখেছে। বিবিধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কার্যকর রয়েছে সর্বত্র। এর সুফলও পাচ্ছি আমরা। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারের নানা সুযোগও রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে রেডিও-টেলিভিশনের চেয়ে গুগল, টুইটার, ফেসবুক, টিকটক বড়সংখ্যক মানুষের হাতের কাছে। কোটি কোটি মানুষের হাতে রয়েছে স্মার্টফোন। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বয়সের মানুষকে নানা রকম অপরাধের সাথে যুক্ত করতে পারছে। যুক্ত করছে নানা আসক্তিতে। জঙ্গিবাদ ও বিভিন্ন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা নিজেদের অপকর্মের হাতিয়ার বানাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে। নানা গুজব ছড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে তোলায় ভূমিকা রাখছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চা থেকে প্রজন্মের মন সরিয়ে নিচ্ছে অন্ধকারের দিকে।

সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে দেশবিরোধী নানা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যৌন হয়রানির মাধ্যমও এখন হয়ে উঠছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। টুইটার, টিকটকের মতো নানা অ্যাপ ব্যবহার করে উঠতি বয়সের কিশোর-তরুণরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। দায়িত্বহীন পরিবারগুলো সার্থক কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। সুতরাং আইন করে এসব নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে সামনে ঘোর অন্ধকার। যে প্রচারণায় রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাকে প্রতিরোধ করা উচিত।

সামাজিক মাধ্যম নিয়ে আইন সময়োপযোগী

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে আইন প্রণয়নের দিকে এগোচ্ছে সরকার। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সংশ্লিষ্টরা সরকারের এমন উদ্যোগকে বলছেন সময়োপযোগী।

বিশ্বের অনেক দেশের মতোই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বার্থরক্ষায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য এমন আইন জরুরি বলেও মনে করছেন অনেকে।

আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসছে। রাষ্ট্র ও সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ করে ছড়ানো হচ্ছে অপপ্রচার, গুজব ও মিথ্যা তথ্য। এমনকি এসব মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে সংঘবদ্ধ অপরাধের যোগাযোগমাধ্যম হিসেবেও।

আর এ ধরনের অপরাধ মোকাবেলায় এবং দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর জোরালো সহায়তা পাচ্ছে না সরকার। অপরাধীদের শনাক্ত করতে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর 'দয়ার' ওপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে অনেকটাই। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এ বিষয়ে শক্তিশালী আইন না থাকা।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কাছে পাঠানো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে মাত্র ৪৫ শতাংশ আবেদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রতারণার ব্যবসাও এখন জমজমাট হয়ে উঠছে। ফেসবুকের কিছু আইডি দেখলেই বোঝা যায় সেগুলো ফেইক (নকল), বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। ওই ধরনের আইডির প্রোফাইল পিকচার ও কভার ফটো হিসেবে ব্যবহৃত ছবিগুলো যথাযথ বলে মনে হয় না। ওসব আইডিতে যেসব বিষয় পোস্ট করা হয় তাও আপত্তিকর। তা সত্ত্বেও এ ধরনের আইডি থেকে আসা 'ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট' অনেক সচেতন ব্যক্তিও গ্রহণ করেন। শুদ্ধাচারী ব্যক্তিদের বন্ধুত্বের তালিকায় ফেইক আইডিধারীদের নাম দেখে অন্যরাও ওসব বন্ধুত্বের অনুরোধ গ্রহণ করেন। অনেক সচেতন মানুষও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে বোধহীন হয়ে যান। আর ভুয়া আইডিধারীরা তো তা-ই চায়, অপেক্ষা করতে থাকে মাহেন্দ্রক্ষণের, সুযোগ বুঝে ভাব জমিয়ে আম-ছালা সবই লুটে নেয়।

যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন দশের মানুষের কাছ থেকে অহরহ 'ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট' আসে। ওইসব বিদেশির প্রোফাইল ঘাঁটলে বন্ধু তালিকায় দুই-একজন বাংলাদেশি ছাড়া তাদের দেশের বা সমাজের কারও নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে প্রশ্ন জাগা উচিত– শুধু দুই-চারজন বাংলাদেশিই কেন সেই বিদেশির বন্ধুত্বের তালিকায়? তাদের কি নিজস্ব কোনো সার্কেল নেই? হাজার হাজার মাইল দূরের দেশের কারও কাছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর কারণ কী? এ ধরনের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ করার আগে আমাদের মাথায় কি এ বিষয়গুলো উঁকি দেয় না? এগুলো চিন্তায় না আনলে পদে পদে প্রতারিত হতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উপকারিতা ও উপযোগিতা বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিনিয়ত এসব মাধ্যমের নতুন নতুন ফিচার মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ ও সাবলীল করছে। কিন্তু কারও অপরিণামদর্শী আচরণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণে বিপদ ঘটলে যত দোষ নন্দঘোষের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আসলে যা করা উচিত তা হলো, এ মাধ্যমে বিচরণের সময় সতর্কতার বিষয়টি মাথায় রাখা। ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যতক্ষণ থাকা হবে, ততক্ষণ যেন এর মাধ্যমে ভালো কিছু করতে পারা যায়, সেই চিন্তা থাকতে হবে। এ মাধ্যমকে জ্ঞান আহরণ, পরিচ্ছন্ন বিনোদন, নির্ভেজাল ভালোবাসার মঞ্চ এবং মানুষের শুভ ইচ্ছা, সৎ চিন্তা ও মহৎ কাজগুলোকে আরও রাঙিয়ে তোলার ক্যানভাসে পরিণত করতে হবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক কজ

ফিডব্যাক : hiren.bnnrc@gmail.com

ছবি : ইন্টারনেট

২০২৩ সালে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সেরা টুল

নাজমুল হাসান মজুমদার

অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ২০২২ সালের গবেষণা মতে– বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ফ্রিল্যান্সার ট্যালেন্টদের দেশ, যা বিশ্বের মোট অনলাইন মুক্ত পেশাজীবীদের ১৬ ভাগ। আর দেশে বর্তমানে ৬ লাখ ৫০ হাজারের বেশি ফ্রিল্যান্সার, ১৬০০ ফ্রিল্যান্সিং টিমভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং প্রতি বছর বাংলাদেশ অনলাইন কাজের মাধ্যমে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

ফ্রিল্যান্সারদের অনলাইন কাজ পেতে এবং কাজের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে ২০২৩ সালে নতুন যারা এই খাত পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তাদের জন্য কিছু ফ্রিল্যান্সিংয়ের উপযোগী টুলের কথা উল্লেখ করা হলো।

স্ল্যাক

ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্ল্যাক ফিল্যান্সারদের জন্য ভালো ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ টুল। বিশেষ করে যারা প্রফেশনাল এবং প্রতিষ্ঠানগত যোগাযোগের জন্য নিরাপদ মাধ্যম চান, তাদের জন্য ভয়েস, ভিডিও কল, টেক্সট মেসেজিং, মিডিয়া এবং ব্যক্তিগত চ্যাটের সুব্যবস্থাসহ ভালো নিরাপত্তার কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন প্রোগ্রাম টুল স্ল্যাক। ২০২১ সালে ১৫৬০০০ প্রতিষ্ঠান স্ল্যাক ব্যবহার করে এবং তাদের ১৮ মিলিয়ন অ্যাকটিভ ব্যবহারকারী রয়েছেন। একই বছর প্রতিষ্ঠানটি ৯০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাৎসরিক আয় করে। স্ল্যাকের এপিআই সিস্টেম ব্যবহারকারীদের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, এবং স্বয়ংক্রিয় প্রসেস সরবরাহ করে– যা ইউজারের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিফিকেশন প্রেরণ করে। স্ল্যাক লিনআক্স, ম্যাকওএস, উইন্ডোজ এবং আইওএস'র মতো অপারেটিং সিস্টেমে পরিচালিত হয়। ৪ টি প্ল্যানে 'স্ল্যাক' টুলটি ব্যবহার করতে পারে; যার মধ্যে ফ্রি, এবং প্রতি মাসে প্রো প্ল্যান ৭.২৫ ও বিজনেস ১২.৫০ মার্কিন ডলার এবং এন্টারপ্রাইজ গ্রিড প্ল্যানে ব্যবহার করতে পারেন।

ফিচার : ফ্রি ভার্সনে ১০টি অ্যাপ এবং অন্যান্য প্ল্যানে আনলিমিটেড অ্যাপ ইন্টিগ্রেট করতে পারেন।

- এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স)-নির্ভর মিটিং প্ল্যানার, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং এবং ক্রস কোম্পানি কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্ম। হাডল সিস্টেম থাকাতে দ্রুত লাইভ কনভার্সন করা যায়, এটি ২ জন অংশগ্রহণকারী বিনামূল্যে এবং ৫০ জন পেইড প্ল্যানে ব্যবহার করতে পারেন। এতে স্ক্রিন শেয়ার এবং অন্যদের ইনভাইট করতে পারেন।
- স্ল্যাক টিম কমিউনিটি, গ্রুপ, অথবা টিমকে একটি ইউআরএলের মাধ্যমে ওয়ার্কস্পেসে জয়েন করতে সহায়তা করে। মেসেজ বোর্ড, সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ এতে কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে রয়েছে।
- আরসি স্টাইল ফিচার অফার করে স্ল্যাক, যাতে বিভিন্ন টপিক, প্রাইভেট গ্রুপ, সরাসরি মেসেজের ওপর চ্যাটরুম

রয়েছে। কনটেন্ট যেমন ফাইল, কনভার্সন এগুলো সার্চ করা যায়, মেসেজে ব্যবহারকারীরা ইমোজি যোগ করতে পারেন।
- স্ল্যাক ব্যবহারকারীদের কাস্টমাইজ চ্যাটবট যোগ করার সুযোগ দেয়, যা নোটিফিকেশন অথবা রিমাইন্ডার প্রেরণ করে, সুনির্দিষ্টভাবে কাস্টম রেসপন্স সরবরাহ করে।

গ্রামারলি

বিখ্যাত 'টাইম' ম্যাগাজিনের ২০২২ সালের মোস্ট ইনফ্লুয়েশিয়াল ১০০ কোম্পানির তালিকাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স (এআই)-নির্ভর ব্যাকরণের শুদ্ধতা এবং বানান যাচাইয়ে গ্রামারলি টুলটি স্থান পায়। ২০০৯ সালে এলেক্স সিভচেনকো, ডিমা লিডার এবং ম্যাক্স লিটভিন ইংলিশ রাইটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রামারলি টুল কোম্পানি শুরু করে। গ্রামারলিডটকম থেকে যে কেউ ফ্রি কিংবা পেইড ভার্সনের টুলটি কিনে ব্যবহার করতে পারবেন। ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠানটি ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। প্রতিদিন ৩০ মিলিয়নের ওপর মানুষ এবং ৫০ হাজারের বেশি টিম গ্রামারলি টুলটির ওপর নির্ভর করে রিয়েল টাইম সাজেশন নিয়ে লেখার মান যাচাই এবং আরও আর্টিকেলের মান উন্নয়নে ব্যবহার করছেন। ২০১৫ সালে বিনামূল্যের অনলাইনে লেখার শুদ্ধতা ঠিক করতে ব্রাউজার এক্সটেনশন চালু করে। ফ্রিল্যান্সার রাইটারদের জন্য আর্টিকেলের মান উন্নয়নে বিশেষায়িত টুলটির পেইড ভার্সনে বাৎসরিক চার্জ ১৩৯.৯৫ মার্কিন ডলার যেটা প্রতি মাসে ১১.৬৬ মার্কিন ডলার, কোয়ার্টারলি প্রতি মাসে ১৯.৯৮ মার্কিন ডলার এবং শুধুমাত্র মাসিক প্ল্যান ব্যবহার করতে চাইলে ২৯.৯৫ মার্কিন ডলার গ্রামারলিতে পেমেন্ট করতে হবে।

ফিচার

- ওয়েব টুল প্রক্রিয়াতে টুল ওপেন করে কনটেন্ট কপি পেস্ট করে গ্রামারলিতে যোগ করে নিন। প্রথমে ড্যাশবোর্ডে নিউ পেজ বাটনে ক্লিক করে সম্পন্ন কনটেন্ট যোগ করে নিন, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো কনটেন্ট স্ক্যান হবে এবং পর্যবেক্ষণ করে শুদ্ধ করবে।
- ডেস্কটপ অ্যাপ উইন্ডোজ অথবা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমে ভালোভাবে কাজ করে, একবার অ্যাপটি ডাউনলোড

আপনার সিস্টেমে করলে অনলাইনের মতো ব্যবহার করতে পারবেন। ফোনে ব্যবহার করতে পারেন ডিভাইসে অ্যাপ ইনস্টল করে।

- মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যার কমপিউটারে ইনস্টল করা থাকলে ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করার পরে লেখা লিখলে ব্যাকরণ যাচাই করে ঠিক করতে পারবেন। এবং ব্রাউজারে এক্সটেনশন যোগ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে কনটেন্টের মান যাচাই করতে পারবেন, এমনকি যখন জিমেইলে কোনো ইমেইল লিখবেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেখা যাচাই করতে পারবেন।
- ব্যাকরণ এবং যতি চিহ্নবিষয়ক কোনো ভুল যদি কনটেন্টে থাকে তাহলে গ্রামারলি সেই ভুলগুলো, যতিচিহ্নের ভুল এবং বাক্য বিন্যাস কেমন হবে সেটা নির্ধারণ করে দেয়। বানানের ভুল নির্ধারণ এবং সেটার সঠিক বানান ঠিক করে দেয় এক ক্লিকে। যাতে করে পড়তে সহজবোধ্য হয় এবং লেখার মান উন্নয়নে সাজেশন প্রদান করে।
- ডকুমেন্ট স্ক্যান করে কপি কনটেন্ট খুঁজে বের করে এবং লেখা রিরাইট কিনা, কোন লাইনে কী সমস্যা সেটা নির্ধারণ করে ঠিক করে দেয়। এবং লেখার ধরন কেমন হলে ভালো হবে অর্থাৎ ব্যবসায়িক ভাবনা থেকে, ব্র্যান্ডিং ভয়েস ও টোন, কাস্টম নিয়ম, কোম্পানির জন্য লেখা প্রভৃতি দিক থেকে এটা ঠিক করা।
- গ্রামারলি প্রিমিয়াম ব্যবহারকারী ৯৯ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর কাছে টুলটি তাদের লেখাতে দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে, গ্রামারলি ফর এডুকেশনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখার দক্ষতা এবং রিভিশন অভ্যাস ভালো করে। আর অ্যাকাডেমিক লেখা উন্নতকরণ প্রফেশনাল লাইফে সঠিক শব্দের ব্যবহার জানা সঠিক ধাঁচে লেখা উপস্থাপন করতে পারাতে ৯৪ ভাগের রেজাল্ট গ্রেড উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। আর ৮৭ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর সপ্তাহে ১ ঘণ্টা সময় সাশ্রয় করা এবং ৯৭ ভাগ অ্যাকাডেমিক প্রফেশনালের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে টুলটি।
- গ্রামারলি ২৫৬ বিট এইএস ব্যবহার করে ফাইলের জন্য এবং এসএসএল বা টিএলএস ডাটা প্রেরণে ব্যবহার করে। এছাড়া টুলটি জিডিপিআর এবং সিসিপিএ'র অন্তর্ভুক্ত। আপনার ডাটা বা তথ্যকে সুরক্ষিত এবং নিরাপদ রাখবে।
- স্বল্প মূল্যের গ্রামারলি টুল ৯০ ভাগ ব্যবহারকারীর সময় বাঁচিয়েছে বলে টুলটির ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন। গ্রামারলি বিজনেস প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন টিমের যোগাযোগ ভালো করা, ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল লেভেলের যোগাযোগ উন্নত করেছে এবং গ্রামারলি ফর ডেভেলপারসের মাধ্যমে নতুন মাত্রা এসেছে।

পেপ্যাল

'কনফিনিটি' নামে ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ডিজিটাল ওয়ালেট চালু করে উদ্যোক্তা পিটার থেল, লুক নোসেক এবং ম্যাক্স লেভচিন। আর ২০০০ সালে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠানটির সাথে একীভূত হয়ে ২০০১ সালে 'পেপ্যাল' নামে ডিজিটাল পেমেন্ট লেনদেন প্রতিষ্ঠান যাত্রা করে। অর্থ আদান-প্রদানের জন্যে বিশ্বব্যাপী ৪২৬ মিলিয়নের বেশি মানুষ পেপ্যালের পরিষেবা গ্রহণ করে। যখন ক্রেডিট কার্ড, কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের সাথে একীভূত করবেন তখন অনলাইনে কেনাকাটাতে পেপ্যাল ব্যবহার করতে পারবেন। অনলাইন ক্রেতার ৩৬ ভাগ মানুষের কাছে অর্থ লেনদেনে বেশ জনপ্রিয় এবং নিরাপদ। ২০২১ সালে ২৫.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পেপ্যালের আয় ছিল।

ফিচার

- পেপ্যাল অনেকগুলো কার্ড লিংক করে আপনাকে পছন্দের কার্ড থেকে অর্থ প্রদান করতে সাহায্য করে, আর কেনার সময় রিওয়ার্ড পয়েন্ট বা পুরস্কার নিতে পারবেন।
- ফ্ল্যাশ ডিলস ও টিকিট সহজে নেয়া যায়, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের বিস্তারিত তথ্য প্রদান কেনাকাটাতে সময় সাপেক্ষ আর সেক্ষেত্রে পেপ্যাল দ্রুতগতিতে নিরাপদে চেকআউট করে দ্রুত প্রোডাক্ট কিনতে ভূমিকা রাখে। সেজন্যে ২৮ মিলিয়ন মার্চেন্টের আর্থিক লেনদেনে পেপ্যাল একটি আস্থার নাম।
- ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেপ্যাল ক্যাশ অ্যাকাউন্ট চালু হয়, যাতে পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংকে অর্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব। এতে আপনার ব্যালেন্স পেপ্যাল অ্যাকাউন্টে সরাসরি চলে যাবে।
- য়ার প্রোটেকশন ব্যবস্থা ক্রেতার পেমেন্টের জন্যে রয়েছে যেখানে এনক্রিপ্টেড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর রিটার্ন শিপিংয়ে রিফান্ড সুবিধা পাবেন।
- 'ই-চেক বা ইনস্ট্যান্ট ট্রান্সফার' ব্যবহারকারীদের জন্যে পেপ্যাল সিস্টেম চালু রেখেছে, যেখানে ইলেকট্রনিক চেক নির্ধারণ করে তারা কোনো কিছু ক্রয় করে। পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে ইচেক পেমেন্ট প্রক্রিয়াতে পেপ্যাল সেলারদের পেমেন্ট সম্পন্ন করে।
- পেপ্যাল ক্রেডিট যা ডিজিটাল রিউজেবল ক্রেডিট লাইন, যেটা ব্যবহার করে ৯৯ মার্কিন ডলার বা তার বেশি ক্রয়ে ব্যবহার করতে পারবেন এবং ৬ মাস পর্যন্ত ফ্রি ক্রেডিট কার্ড সুবিধা পাবেন, যা সাশ্রয়ী কেনাকাটাতে সুবিধা দিবে। ন্যূনতম ইন্টারেস্ট চার্জ ২ মার্কিন ডলার।
- ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে প্লাগইন ব্যবহার করে পেপ্যালের মাধ্যমে প্রোডাক্ট কিনতে ক্রেতাকে সহযোগিতা করতে পারেন, সেখানে 'ওয়াপ ই-কমার্স পেপ্যাল' ব্যবহার করলে সহজে ২৫টি দেশের যেকোনো একটি কারেন্সিতে লেনদেন সম্পন্নের সুযোগ দিতে পারবেন।

ক্যানভা

৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ট্রেলিয়ান গ্রাফিক ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠান 'ক্যানভা'র ১৯০টির বেশি দেশজুড়ে বর্তমানে ১০০ মিলিয়নের বেশি অ্যাকটিভ ব্যবহারকারী প্রতি মাসে রয়েছেন। ডিজাইন প্ল্যাটফর্মটি সোশ্যাল মিডিয়া গ্রাফিক, প্রেজেন্টেশন, পোস্টার, ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরিতে ব্যবহার হয়। বিশেষ করে যারা লোগো

ডিজাইন, ওয়েবসাইট, ইনফোগ্রাফিক তৈরিতে প্রফেশনাল নয় কিন্তু কাজের জন্যে ডিজাইনের কাজগুলো করা দরকার তাদের জন্যে আদর্শ পেইড ভার্সনের অনলাইন টুলটি। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত টুলটি 'ক্যানভা ফর এডুকেশন' ফ্রি ভার্সনের প্রোডাক্ট স্কুল পড়ুয়াদের জন্যে চালু করে।

ফিচার

- ফ্রি এবং প্রিমিয়াম মিলে ৬,০৫৬ ফন্ট ক্যানভাতে রয়েছে, তার মধ্যে ৯৮৫টি ইংরেজি ফন্ট।
- ৩.৫ বিলিয়ন ক্যানভা ডিজাইন ২০২১ সালে তৈরি হয়, এর মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ৮০টি ডিজাইন ক্যানভাতে তৈরি হয়। ২২৭ মিলিয়ন প্রেজেন্টেশন ডিজাইন তৈরি রয়েছে।
- ডিজাইনে শেয়ার ও কমেন্ট করা যায় ফেসবুক, টুইটার, পিন্টারেস্টের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এবং ৫ জিবি পর্যন্ত ক্লাউড স্টোরেজে ডিজাইন সংরক্ষণ করা যায়।
- ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক করা, ম্যাজিক রিসাইজ করতে পারবেন। ১০০ মিলিয়ন প্রিমিয়াম স্টক ফটো, ভিডিও, অডিও এবং গ্রাফিক আছে– যা ব্যবহার করে অ্যানিমেশন এবং ছবি ডিজাইন করতে পারবেন।
- ইমেজ ক্রপের সুবিধা আছে ভালো ফ্রেমিং ও কম্পোজিশনের জন্যে, লাইব্রেরি থেকে ছবি নিয়ে ফটোতে টেক্সট যোগ করতে পারবেন। ভালো ব্যাজ তৈরি করতে পারবেন।
- এডিটর থেকে ফিল্টার, কন্ট্রাস্ট, ব্লার, উজ্জ্বলতা যোগ করে ফটো ভালো করতে পারবেন। প্রি-ডিজাইন ট্যামপ্লেট দিয়ে প্রোজেক্ট কিংবা প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করতে পারবেন।
- আপনার নিজের ডিজাইনকৃত ছবি আপলোড করে রং এবং লোগো দিয়ে কাস্টমাইজ করে কভার, ইনফোগ্রাফিক্স, ডিজাইন করতে পারবেন।
- ভিডিও ট্যামপ্লেট ব্যবহার করে অনেক ধরনের এলিমেন্ট, টেক্সট, লে-আউট দিয়ে টিউটোরিয়াল ভিডিও তৈরি করতে পারেন।

জুম

ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম 'জুম' ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, মূলত দূরবর্তী মানুষদের সাথে অনলাইনে ব্যক্তিগত কিংবা ব্যবসায়িক মিটিং কিংবা স্ক্রিন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের কার্যক্রম একে অন্যের সাথে শেয়ার করে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য। ২০২২ সালে প্রতিদিন ৩০০ মিলিয়ন মানুষ জুমের মাধ্যমে নিজেদের মিটিং সম্পন্ন করেন এবং প্রতি বছর এখন ৩.৩ ট্রিলিয়ন মিনিট মিটিং জুমে হোস্ট করা হয়। ২০২১ সালে জুম ২.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। ৪টি প্ল্যানে যে কেউ ১০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত বিভিন্ন প্ল্যানে জুম সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন; তার মধ্যে ফ্রি, প্রো, বিজনেস এবং কন্টাক্ট সেলসে মিটিং, ক্লাউড স্টোরেজ ও টিম চ্যাট পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন।

ফিচার

- ভার্চুয়াল মিটিংয়ে এইচডি ভিডিও এবং অডিও সাপোর্ট নিয়ে ১ হাজারের মতো অংশগ্রহণকারী জুম অ্যাপে থাকতে এবং ৪৯ জনের পর্যন্ত ভিডিও স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে উচ্চমানের ভিডিও সুবিধা পাবেন।
- প্রাথমিকভাবে জুম ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপ, যখন আপনার ভিডিও ফিড শেয়ার করার প্রয়োজন পড়বে না, তখন অংশগ্রহণকারীরা তাদের ভিডিও শেয়ার করতে পারবেন। জুমে কমপিউটার অথবা ক্যামেরা ডিভাইস ব্যবহারের অনুমোদন লাগবে, এরপরে অন্য অংশগ্রহণকারীদের জন্যে ভিডিও ডিসপ্লে প্রদর্শন করে।
- কমিউনিকেশনে ২৫৬ বিট টিএলএস এনক্রিপশন ব্যবহার হয়, আর শেয়ার্ড কনটেন্ট এইএস ২৫৬ এনক্রিপশন। এতে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন ভালো থাকে জুমের নিরাপত্তার।
- জুম তাদের অ্যাপে বিল্টইন শিডিউল সিস্টেম নিয়ে এসেছে, এতে শিডিউল মিটিং এবং জুম থেকে ইনভাইট করা যায়। আপনি ইচ্ছে করলে অ্যাক্সেস, এডিট, এবং ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী শিডিউল মিটিং ম্যানেজ করতে পারেন। এছাড়া অন্য লোকদের শিডিউল মিটিংয়ে অনুমোদন দিতে পারবেন। আর ওয়েটিং রুম ফিচারের জন্যে অংশগ্রহণকারীরা অপেক্ষা করতে পারবেন।
- ক্রস প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং সুবিধা থাকায় ব্রাউজার, ডেস্কটপ, মোবাইল অ্যাপ যোগাযোগ করতে পারবেন ভিডিও কিংবা অডিও মিটিং চলাকালীন সময়ে ইনস্ট্যান্ট মেসেজ পাঠিয়ে।
- কাস্টম মিটিং আইডি দিতে পারবেন, এবং মিটিং রেকর্ড কমপিউটারে করতে পারবেন। ফাইল স্টোরেজে ফাইল আপলোড করতে পারবেন, যেমন– গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স, কিংবা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে।

এএইচরেফস

২০১০ সালে ওয়েব দুনিয়ার কিওয়ার্ড রিসার্চ, ব্যাকলিঙ্ক চেক, এসইও জগতে ডিপ লিঙ্ক পর্যবেক্ষণ, অনলাইন রিপুটেশন ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া পর্যবেক্ষণ, ইন্টারনেট মার্কেটিংয়ের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুরভিত্তিক এএইচরেফসডটকম ১৭১টি দেশের জন্যে ৭ বিলিয়নের বেশি কিওয়ার্ড তাদের এসইও ডাটাবেজে ধারণ করে। এই কিওয়ার্ড ডাটা বা তথ্য ১০টি ভিন্ন সার্চইঞ্জিন যেমন– গুগল, বিং, অ্যামাজন, ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে আসে এবং ১৩টি সার্ফ ফিচার টুলটিতে রয়েছে। শুধুমাত্র ইউএসের অ্যামাজন ডাটাবেজে ১০০ মিলিয়ন কিওয়ার্ড বিদ্যমান। এএইচরেফসের ৪টি প্ল্যান রয়েছে, যার মাধ্যমে লাইট ৯৯ মার্কিন ডলার, স্ট্যান্ডার্ড ১৯৯, অ্যাডভান্সড ৩৯৯ এবং এন্টারপ্রাইজ ৯৯৯ মার্কিন ডলার ব্যয়ে যেকেউ ব্যবহার করতে পারবেন।

ফিচার

- সাইট এক্সপ্লোরার ইন্টারফেস ফিচারটিতে কমপিটিটর ওয়েবসাইটের জন্যে পারফরম্যান্স এবং সার্চএবেলিটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। অর্গানিক ট্রাফিক রিসার্চ করা যায়, এর মাধ্যমে কোন কিওয়ার্ডের জন্যে সাইট র‍্যাংক দেবে এবং কত ট্রাফিক কিওয়ার্ডটি তৈরি করবে। এইচরেফসের মতে, ইউএসতে ১৫০ মিলিয়নের বেশি কিওয়ার্ড পর্যবেক্ষণ করা হয়। ব্যাকলিঙ্ক রিসার্চ যার মাধ্যমে যেকোনো ওয়েবসাইটের

ব্যাকলিঙ্ক প্রোফাইল চেকের ইউআরএল সাইট এক্সপ্লোরারের মাধ্যমে এন্টার করিয়ে। এটি দ্রুত ব্যাকলিঙ্ক ক্রলার এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ লাইভ ব্যাকলিঙ্ক ইনডেক্স যা ১৪ ট্রিলিয়নের ওপর লিঙ্ক। টার্গেট ওয়েবসাইটের ডোমেইন রেটিং কত এবং নির্দিষ্ট পেজের ইউআরএল রেটিং কত সেটা ০ থেকে ১০০-এর মধ্যে রেটিং ম্যাট্রিক্স পাবেন। পেইড কিওয়ার্ড রিসার্চ সুবিধাতে Pay Per Click-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন কেনা এবং কিওয়ার্ড বিডিং করতে পারবেন।

- সাইট অডিট ওয়েবসাইটের অনপেজ এসইও পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করে। এই টুল ওয়েবসাইটের সকল পেজ ক্রল করে এবং এসইওর সার্বিক স্কোর সরবরাহ করে, যার মাধ্যমে ওয়েবসাইটের প্রত্যেক পেজের শতাধিক ডাটা পয়েন্ট টেকনিক্যাল ইস্যু সম্পর্কে জানা যায়।
- কিওয়ার্ড এক্সপ্লোরার ৭ বিলিয়ন কিওয়ার্ড নিয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কিওয়ার্ড ডাটাবেজ অপারেট করে, যা প্রতি মাসে আপডেট হয়। টুলটি ক্লিকস্ট্রিম ডাটা ব্যবহার করে কিওয়ার্ড আইডিয়া, সার্চভলিউম ঠিক করা এবং কিওয়ার্ড প্রতি ক্লিক কত হয়েছে সেটা নির্ধারণ করতে। কিওয়ার্ড র‍্যাংক করা কেমন ডিফিকাল্ট সেটা ০ থেকে ১০০ স্কেলের মাধ্যমে রেটিংয়ে জানতে পারবেন।
- কনটেন্ট এক্সপ্লোরার ব্যবহারকারীদের ওয়েবসাইটের কনটেন্ট পারফরম্যান্স যাচাই করে এবং রেফারল ডোমেইন ও সোশ্যাল শেয়ার পর্যবেক্ষণ করে। এর সাথে ট্রাফিক ভ্যালু এবং অর্গানিক সার্চ অনুপাত প্রদর্শন করে।
- র‍্যাঙ্ক ট্র্যাকার ১৭০টি দেশজুড়ে গুগলের কিওয়ার্ডগুলোর র‍্যাঙ্ক পর্যবেক্ষণ করে ব্যবহারকারীরা দেশ, কমপিটিটর ইউআরএল, কিওয়ার্ডের মাধ্যমে কিওয়ার্ডের তথ্য জানতে পারেন। র‍্যাঙ্ক ট্রাকার ইন্টারাক্টিভ গ্রাফের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে ডাটা এবং এসইও পারফরম্যান্স সময় ধরে সরবরাহ করে।

মেইলচিম্প

১৪০ মিলিয়ন কাস্টমারকে মেইলচিম্প সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে ২০২২ সালে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকাভিত্তিক কোম্পানি 'মেইলচিম্প' বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েববেজড ইমেইল মার্কেটিং সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে ২০১৯ সালে ৩৪০ বিলিয়ন ইমেইল প্রেরণ করেন টুলটির ব্যবহারকারীরা। আপনার ইমেইল লিস্ট নিয়ন্ত্রণ, নিউজলেটার, স্বয়ংক্রিয় মার্কেটিং ক্যাম্পেইন পরিচালনা মেইলচিম্প সফটওয়্যার দেয়। আর ৪টি প্ল্যানে যেমন– প্রিমিয়ামে ২৯৯ মার্কিন ডলারে প্রতি মাসে ১৫০,০০০; স্ট্যান্ডার্ডে ১৪ ডলারে ৬ হাজার, এসেনশিয়াল ৯ মার্কিন ডলারে ৫ হাজার এবং ফ্রি প্ল্যানে আড়াই হাজার মেইল প্রতি মাসে প্রেরণ করতে পারবেন।

ফিচার

- মেইলচিম্পের কাস্টম জার্নি বিল্ডার' আপনার কাস্টমারের জন্যে একটি পথ ডিজাইন করে দিবে যাতে সেল বৃদ্ধি পায়, কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ তৈরি করতে পারবেন। এছাড়া ডায়নামিক কনটেন্ট ব্যক্তিগত ইমেইল তৈরি করে দিবে, যে ইউনিক কনটেন্ট বিভিন্ন গ্রাহকের কাছে একটি মাত্র ইমেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে।
- কাস্টমাইজেবল স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো অফার করে মেইলচিম্প, যার মাধ্যমে অডিয়েন্স, ই-কমার্স, মার্কেটিং এবং বিশেষ ইভেন্টে কভার করতে পারবেন। অটোরেস্পন্ডার ট্যামপ্লেট'র মাধ্যমে দ্রুত ব্যবসায়ীরা ইমেইল ফরম্যাট করে ইমেইল প্রেরণ করতে পারে। বিশ্বস্ত কাস্টমারদের পুরস্কৃত করার মেইল, অর্ডার নটিফিকেশন, ক্রয় করার খবর এবং কাস্টমার রিএনগেজমেন্ট ট্যামপ্লেট'র প্রোডাক্ট রিকমেন্ড করতে পারবেন।
- কিছু ইমেইল মার্কেটিং সফটওয়্যার শুধুমাত্র কিছু বেসিক তথ্য দিবে যেমন– ওপেন রেট, ক্লিক, বাউন্সরেট এবং প্রেরণের তথ্য। কিন্তু মেইলচিম্প মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম এমন একটি পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট দিবে যাতে প্রত্যেক ক্যাম্পেইনের রিটার্ন অন ইনভেস্ট (আরওআই) বুঝতে পারবেন। এতে অর্ডার, গড় অর্ডার রেভিনিউ, এবং সর্বমোট রিভিনিউ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া লাইক এবং শেয়ার, লোকেশন অনুযায়ী ম্যাপ, সাবস্ক্রাইবার যারা ইমেইল ওপেন করে এবং প্রথম ২৪ ঘন্টাতে ইমেইল প্রেরণের পরে পারফরম্যান্স কেমন হবে জানা যায়।
- সাইনআপ ফর্ম গুরুত্বপূর্ণ টাচপয়েন্ট, মেইলচিম্পে আপনি কাস্টমাইজ ফর্ম তৈরি করতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের লোগো যোগ করতে পারবেন। আপনার মোবাইল ডিভাইসের কন্টাক্ট থেকে মেইলচিম্প লিস্টে ইন্টিগ্রেট করতে পারেন।
- মেইলচিম্পের অ্যাডভান্সড কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম রয়েছে, যা সিআরএম সিস্টেমের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ম্যানুয়ালি কন্টাক্টদের লিস্ট করতে পারবেন।

আপওয়ার্ক

আপওয়ার্ক হচ্ছে বিশ্বব্যাপী আমেরিকানভিত্তিক ফ্রিল্যান্সারদের জন্যে হায়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। ২০১৩ সালে ইল্যান্স-ওডেস্ক একীভূত হওয়ার পরে ২০১৫ সালে 'আপওয়ার্ক' নামে রিব্র্যান্ডিং হয়। ২০২২ সালের মার্চে 'আপওয়ার্ক' টাইম ম্যাগাজিনের মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল ২০২২ সালের ১০০ কোম্পানির মধ্যে জায়গা পায়। ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত 'আপওয়ার্ক'তে ১২ মিলিয়ন রেজিস্টার্ড ফ্রিল্যান্সার ছিল। আর ২০২২ সালে দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত ৮০৭,০০০ জন অ্যাকটিভ ক্লায়েন্ট রয়েছেন। ডাটা অ্যানালিস্ট, ভিডিও এডিটর, অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট, কনটেন্ট রাইটার, গেম ডেভেলপার, ইউআই/ইউএক্স ডিজাইনার, এসইও এক্সপার্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওয়েব ডেভেলপার, গ্রাফিক ডিজাইনারের মতো অসংখ্য বিষয়ে চুক্তিভিত্তিক কাজ করার সুবিধা আপওয়ার্ক'র ফিল্যান্সাররা পান। প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে কেউ তার প্রোজেক্টের জন্যে দক্ষ ব্যক্তি কাজ করাতে খুঁজে পান এবং নির্দিষ্ট পেমেন্টের মাধ্যমে কাজ করে নেন।

ফিচার

- 'আপওয়ার্ক পেরোল' ১৬৫ দেশজুড়ে কাজ করে, বিভিন্ন এজেন্সির সাথে পার্টনার করা থাকে, যা 'এমপ্লয়ার অব রেকর্ড' হিসেবে কাজ করে এবং ইউএসের নিয়মকানুন অন্তর্ভুক্ত থাকবে আপনার ফ্রিল্যান্সার কোথাকার সেটার ওপর ভিত্তি করে। ফ্রিল্যান্সারদের ঘণ্টা ধরে আয় সিস্টেম থাকে, এবং আপওয়ার্ক এই অর্থ সপ্তাহ কিংবা মাসভিত্তিতে প্রদান করে। 'পেরোল' ফ্রিল্যান্সারদের কন্ট্রাক্টদের ২৩ ভাগ ব্যয় হয়, এবং ১৩ ভাগ 'পেরোল' ফি (ট্যাক্স ও সোশ্যাল সিকিউরিটি)। আর বাকি অর্থ আপওয়ার্ক'র প্রোসেসিং ফি।
- ফ্রিল্যান্সারদের লোকাল কারেন্সিতে অর্থ প্রদান করতে পারেন, যদিও অর্থের রেট ইউএসডিতে প্রদর্শিত হবে। একটি টাইম ট্র্যাকার টুল রয়েছে, যদি আপনি ফ্রিল্যান্সারদের ঘণ্টা কিংবা প্রোজেক্ট বেজড কাজ করান।
- ফ্রিল্যান্সার হায়ার করতে আপনি আপওয়ার্কতে জব পোস্ট করতে পারবেন, এবং আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সেটা প্রসেস করবে। যদি লগইন না করা থাকে তাহলে আগ্রহী প্রার্থীদের কন্টাক্ট তথ্য পাবেন, আর যদি লগইন করা থাকেন তাহলে জব ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে নিয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত জব ডেসক্রিপশন সম্পন্ন না হয়। আপনি পেরামিটার সেট করতে পারেন যেমন– কোন দেশের ফ্রিল্যান্সার নিবেন এবং কী দক্ষতা ও প্রোজেক্ট কত সময়, অর্থ দিবেন সেটা উল্লেখ করে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন।
- মিড কন্ট্রাক্ট ফিডব্যাক সেটআপ করতে পারেন, এতে ক্লায়েন্টের সাথে প্রাইভেট অথবা পাবলিক ফিডব্যাক সেট করা যায় প্রোজেক্ট সম্পন্নের আগে। এটি ফ্রিল্যান্সার অথবা এজেন্সির কাজের বিস্তারিত তথ্য প্রদর্শন করে।
- কনফিগার মাইলস্টোন, এতে ফিক্সড রেট জব, তারিখ, অথবা ধাপ উল্লেখ করে দিতে পারেন। এতে সুনির্দিষ্টভাবে আপনার কাজ সম্পন্নের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। মাইলস্টোনে প্রোজেক্ট ফান্ড এসক্রোতে রাখা হয়, এবং সেখান থেকে রিলিজ হয়। যদি ফ্রিল্যান্সার কোনো কারণে কন্ট্রাক্ট সম্পন্ন করতে না পারেন তাহলে এসক্রো অর্থ রিফান্ড করতে পারেন।
- আপওয়ার্কের মেসেজ অ্যাপ স্ল্যাক কিংবা অন্য কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্মগুলোর মতো কাজ করে। এটি কাজ সুসংগঠিত উপায়ে করতে এবং ডিসকাশন নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় এবং গ্রুপ অথবা ফ্রিল্যান্সার দ্বারা সার্চ করতে পারবেন। রিয়েল টাইমে যোগাযোগ, ফাইল অথবা শেয়ার ডকুমেন্টতে একীভূত করতে সাহায্য করে। গ্রুপকে রুম বলে, এগুলো প্রোজেক্ট অথবা একজনের সাথে একজন কনভার্সন সেট করতে পারে।

অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর

কমপিউটার ব্যবহার করে ইলাস্ট্রেশন, ড্রয়িং এবং আর্টওয়ার্ক তৈরির জন্যে ভেক্টর গ্রাফিক্স সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর। ১৯৮৭ সালে প্রথম ইলাস্ট্রেটর রিলিজ পায়, এবং নিয়মিত আপডেটেড অ্যাপ্লিকেশনটির ভার্সন রিলিজ হয় এবং বর্তমানে এটি অ্যাডব ক্রিয়েটিভ ক্লাউডের একটি অংশ। ২০২২ সালের অক্টোবর ১৮ তারিখে সর্বশেষ ম্যাক বা উইন্ডোজের জন্যে ২০২৩ (২৭.০) ভার্সন রিলিজ পায়। বিজনেস কার্ড, প্রোডাক্ট প্যাকেজিং, ফ্যাশনবিষয়ক ট্যামপ্লেট এবং ডিজাইন তৈরিতে পিক্সেল পারফেক্ট নিয়ে আসে ক্রিয়েটিভ অ্যাসেট হিসেবে অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর।

ফিচার

- লেয়ারকম্পস ফিচারটি একই ইলাস্ট্রেটর ফাইলের বিভিন্ন ভিউ তৈরি করে। এটি বিভিন্ন ডিজাইন এবং লে-আউট প্রদর্শনের জন্যে পারফেক্ট। লেয়ার কম্প প্যানেলের টেক্সট যোগ করে একেকটি লেয়ারকম্প তৈরি করতে হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল লেয়ারকম্প ভিউ আপডেট করা যায়।
- আর্টবোর্ড টুল একটি ফাইলে একাধিক আর্টবোর্ড তৈরি করতে পারে। এটি ওয়েবসাইট বিভিন্ন পেজ ডিজাইনে ব্যবহার হয়।
- ব্লব ব্রাশ টুল শেপ আঁকে, এবং এটি একক পাথে সীমাবদ্ধ থাকে না। ওয়াটারকালার ইফেক্ট, এবং ফ্রিফর্ম লুক শেপ তৈরির জন্যে আদর্শ, এটি নিয়মিত স্ট্রক পথ তৈরি করে।
- গ্রাফিক স্টাইল টুল সেটিংসে স্টাইল অথবা অপশন সেট হিসেবে অবজেক্ট অথবা গ্রুপে ইলাস্ট্রেটর ফাইলে সংরক্ষিত হয়। অন্য অবজেক্টে দ্রুত একই ডিজাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন কয়েক ক্লিকে।
- ইলাস্ট্রেটরে ফাইল ফরম্যাট হিসেবে পিডিএফ, ইপিএস, ডব্লিউএমএফ, ভিএমএল, এসভিজি, বিএমপি, জেপিইজি, জিফ, পিএনজি, পিএসডিতে সংরক্ষণ করা যায়।
- গ্রাফিক স্টাইল টুলসে স্টাইল সংরক্ষিত হয় অবজেক্ট অথবা গ্রুপ হিসেবে, এই উপায়ে দ্রুত স্কই ডিজাইনে অবজেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এছাড়া পেন্সিল, পেন টুলের মাধ্যমে রিয়েলিস্টিক ইফেক্ট ব্যবহার করে ড্রয়িং করতে পারেন।
- কালার পিকার টুল, ড্রপ শেডো, টাইপকিট ইন্টিগ্রেশন, শেপ বিল্ডার, অবজেক্ট তৈরিতে ব্যবহার হয়। সিলেকশন টুলের মাধ্যমে ইলাস্ট্রেটর ফাইলে অবজেক্ট স্কেল, ঘুরানোর কাজ প্যানেলের মাধ্যমে করতে পারবেন।
- মেশ ফিচার জিওম্যাট্রিক প্যাটার্ন তৈরি এবং শেপ সম্পাদনা করতে, সিম্বল এডিট, স্কেলেবল ভেক্টর গ্রাফিক সাপোর্ট করে।

এভারনোট

নোট নেয়া এবং টাস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্যে 'এভারনোট' অ্যাপ্লিকেশনটি ২০০০ সালে তৈরি হয়, সি# এবং সি++ প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের নোট নেয়া এবং স্টোরের জন্যে সফটওয়্যারটি করা। ম্যাকওএস, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এবং অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে পরিচালিত ছবি, অডিও এবং ওয়েব কনটেন্ট এমবেড করে সংরক্ষণ করা যায়। ফ্রি, পার্সোনাল (৮.৯৯ মার্কিন ডলার), প্রফেশনাল (১০.৯৯ মার্কিন ডলার) এবং টিম প্ল্যান (১৪.৯৯ মার্কিন ডলার) এই ৪টি প্ল্যানে প্রতি মাসে ব্যবহারকারীরা এভারনোট ব্যবহার করতে পারেন।

ফিচার

- ব্রাউজার এক্সটেনশনে ওয়েব ক্লিপার রয়েছে যা ওয়েবপেজ, আর্টিকেল, ইমেজ, স্ক্রিন ক্যাপচার, পিডিএফ। নোটবুকের অধীনে আপনি ইচ্ছে করলে সংরক্ষণ করতে পারেন। ডকুমেন্ট স্ক্যান এবং সংরক্ষণ করতে পারেন যা আইডি কার্ড, বিজনেস ফাইল থাকে। এটি গুগল ক্যালেন্ডার, জিমেইল, গুগল ড্রাইভ, স্ল্যাক, মাইক্রোসফট টিমস এবং সেলসফোর্সের মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইন্টিগ্রেশন করে।
- ফ্রি প্ল্যানে ২টি ডিভাইস পর্যন্ত নোট নিতে পারেন, প্রতি মাসে ৬০ এমবি আপলোড, ২৫ এমবি সর্বোচ্চ নোট গ্রহণ, ক্লিপ ওয়েবপেজ, পিডিএফ, ফাইল, ফটো, ইমেজ এবং ডকুমেন্ট যোগ করতে পারেন।
- পার্সোনাল প্ল্যানে অনেকগুলো ডিভাইসে নোট নেয়া, ১০ জিবি আপলোড প্রতি মাসে করা যায়। সর্বোচ্চ ২০০ এমবি নোট করা, কাস্টমাইজ হোম ড্যাশবোর্ড এবং অতিরিক্ত উইজার্ড এক্সেস রয়েছে। কাস্টম ট্যামপ্লেট তৈরি, মার্কআপ ইমেজ এবং পিডিএফ, ইমেজের ভেতর টেক্সট করা এবং ডক, পিডিএফ করা যায়।
- প্রফেশনাল প্ল্যানে প্রতি মাসে ২০ জিবি কনটেন্ট আপলোড করা যাবে। পার্সোনাল ও ওয়ার্কপ্লেস গুগল ক্যালেন্ডার অ্যাকাউন্ট যোগ সুবিধা, সহজে উন্নতি ট্র্যাক করতে পারবেন। স্ল্যাক, সেলসফোর্স, মাইক্রোসফটের মতো টুলগুলোর সাথে একীভূতভাবে কাজ করে।
- জিওগ্রাফিক সার্চ ব্যবহার করে নোট বের করতে পারবেন লোকেশনের ওপর ভিত্তি করে এভারনোটে।

হটস্যুয়েট

বিশ্বে এই মুহূর্তে ৪.৭৪ বিলিয়ন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী রয়েছেন, আর ব্যবসায়িক কিংবা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে একই সময়ে পোস্ট করা সময়সাপেক্ষ; আর এজন্যে 'হটস্যুয়েট' সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম সবচেয়ে উপযুক্ত। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'হটস্যুয়েট'-এ বর্তমানে ১৮ মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছেন; আর ১৭৫টি দেশ থেকে ৪৯,৮৬১টি কোম্পানি প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে টুইটার, ফেসবুক, ইনস্ট্রাগ্রাম, লিঙ্কডইন, পিন্টারেস্ট, ইউটিউবের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোকে ইন্টিগ্রেট করে 'হটস্যুয়েট' থেকে পোস্ট পাবলিশিং, অ্যানালাইসিস, বিজ্ঞাপন এবং পর্যবেক্ষণের মতো কাজ করে স্বল্প সময়ে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছায়। ৪টি প্ল্যানে প্রফেশনালে ৪৯ মার্কিন ডলার, টিমে ২৪৯ ডলার, বিজনেস প্ল্যানে ৭৩৯ মার্কিন ডলার এবং এন্টারপ্রাইজে কাস্টম আকারে 'হটস্যুয়েট' মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যায়।

ফিচার

- দ্রুত এবং শিডিউল পোস্ট করার জন্যে পয়েন্ট এন্ড ক্লিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে পোস্ট করা যায়। এবং বিল্টইন লাইব্রেরির থেকে মিডিয়া ফাইল আপলোড করা যায়।
- একটি করে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে পোস্ট একবার করে পোস্ট দেয়া থেকে অনেকগুলো নেটওয়ার্কে একসাথে পোস্ট দেয়াতে সময় বাঁচে। আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিজ্ঞাপন পরিচালনা করে দ্রুত বিজ্ঞাপন করা যায়।
- নিরাপদের সাথে কনটেন্ট শেয়ার করে সোশ্যাল রিচ করা, এনগেজমেন্ট বুস্ট হয়। অর্গানিক ও পেইড সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্টের মাধ্যমে অ্যানালিটিক্স, কাস্টমাইজ ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে কনভার্সন, লিড, এবং সেল তৈরি হয়। কমপিটিটর সম্পর্কে তথ্য জেনে রিয়েল টাইম ডাটা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

অফিস টাইম

রোবাস্ট ফিচার রিচ টাইমিং ট্র্যাকিং টুল 'অফিস টাইম' ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যবসা, স্টার্টআপের জন্যে ডিজাইন করে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ক্ষেত্রে টাইম ট্র্যাকিং টুলটি ব্যবহার করা যায়। 'অফিস টাইম' বিভিন্ন রকম ফিচার ও টুলে সজ্জিত, যেমন– ওভারটাইম ক্যালকুলেশন, অফলাইন টাইম ট্র্যাকিং, মাল্টিপল বিলিং রেট, মোবাইল টাইম ট্র্যাকিং এবং ইনভয়েস, স্বয়ংক্রিয় সময় ধারণ সলিউশন প্রদান করে। ৩টি প্ল্যান যেমন– সানসাইনে ৬৯ মার্কিন ডলার, ফ্রিল্যান্সারে ৭ মার্কিন ডলার এবং বিজনেস প্ল্যানে ১২ মার্কিন ডলারে 'অফিস টাইম' প্রতি মাসে ব্যবহার করা যায়।

ফিচার

- টাইম ট্র্যাকার অফিস টাইমের কোর টুল, যেটা প্রতি মিনিটের সময় ধারণ করে। একবার আপনি লাইন আইটেম তৈরি করলে এবং প্লে বাটন প্রেস করেন। তখন রিয়েল টাইম খেয়াল করতে পারবেন, আর অ্যাকটিভ টাইমার স্ট্যাটাস মেন্যু প্রদর্শন করে এতে করে প্রোজেক্ট ম্যাঞ্জ করা সহজ হয়।
- রিমাইন্ডার ফিচার থাকাতে স্বল্প সময় পরে মেসেজ পাবেন, পপআপের মেসেজের মাধ্যমে অ্যাপ থেকে মেসেজ পাবেন।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় রেকর্ড করার সুবিধা রয়েছে, যখন ইচ্ছে শুরু এবং থামাতে পারবেন। আর ইনভয়েস সলিউশন এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

ড্রপবক্স

আমেরিকান ফাইল হোস্টিং সার্ভিস 'ড্রপবক্স' ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাউড স্টোরেজ, ফাইল সিনক্রোনাইজ, পার্সোনাল ক্লাউডের মতো পরিষেবাগুলো অনলাইন স্টোরেজ প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে পাওয়া যায়। ড্রপবক্স বিজনেসে ৩০০,০০০ অ্যাপস যেমন– স্ল্যাক, জুম, গুগল ডকস, মাইক্রোসফট অফিসের মতো সফটওয়্যার একীভূত থাকে। ২০২১ সালে ড্রপবক্স ২.১৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। 'ড্রপবক্স' ৫টি প্ল্যানে– প্লাস-এ ১১.৯৯ মার্কিন ডলার, ফ্যামিলিতে ১৯.৯৯, প্রফেশনালে ১৯.৯৯, স্ট্যান্ডার্ডে ১৮.০০ এবং অ্যাডভান্সড-এ ৩০.০০ মার্কিন ডলার প্রতি মাসে ব্যবহার করা যায়।

ফিচার : ড্রপবক্স ফাইলসমূহকে একটি কেন্দ্রীয় জায়গায় এনে একটি বিশেষ ফোল্ডার ব্যবহারকারীদের জন্যে কমপিউটারে তৈরি করে। ফোল্ডারের কনটেন্ট ড্রপবক্স সার্ভারে সিনক্রোনাইজ হয়, এবং কমপিউটার কিংবা অন্য ডিভাইসে থাকে যখন ড্রপবক্স ইনস্টল করা হয়।

- আপনি চাইলে ১০০ জিবি ফাইল নিরাপদে শেয়ার করতে পারেন 'ড্রপবক্স বিজনেস' ফিচার ব্যবহার করে। এতে লিংক পারমিশন থাকে, পাসওয়ার্ড সেট, ডেট সমাপ্তি এবং ডাউনলোড নোটিফিকেশন থাকে।

- ড্রপবক্স বিজনেস পাওয়ারফুল অ্যাডমিন কন্সোল ফিচার সরবরাহ করে, টিম কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, কানেক্টেড ডিভাইস প্রদর্শন, শেয়ারিং কার্যক্রম নিরীক্ষা, ফাইল শেয়ার ট্র্যাক করে ফিল্টার করে।
- এন্টারপ্রাইজ লেবেল সিকিউরিটি ড্রপবক্স বিজনেসে থাকে। এতে এসএসএল এনক্রিপশন, ২৫৬ এইএস, ফাইল ট্র্যাকিং, নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন, অ্যাপ্লিকেশন লেভেল কন্ট্রোল, দুই ধাপের ভেরিফিকেশন, সিঙ্গেল সাইন অন (এসএসও) রয়েছে।

অ্যাডব ড্রিমওয়েভার

অ্যাডব ইঙ্কের একটি প্রোপাইটরি ডেভেলপমেন্ট টুল অ্যাডব ড্রিমওয়েভার, যা ম্যাক্রোমিডিয়া কর্তৃক ১৯৯৭ সালে তৈরি করা হয় এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ত তারা এর উন্নয়নে কাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাডব সিস্টেম এটি কিনে নেয়। ওয়েব ডেভেলপারদের জন্যে আদর্শ একটি টুল, যাতে সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট, সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং ভাষা এবং বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক যেমন– এএসপি ডট নেট, পিএইচপি, জাভাস্ক্রিপ্ট, এইচটিএমএলের মতো প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো কোড করা যায়।

ফিচার

- ডেভেলপারদের রেসপনসিভ ডিজাইন অথবা অ্যাডাপটিভ ব্যবহার করে একাধিক ডিভাইসের জন্যে স্ক্রিন তৈরি করতে পারবেন, গ্রিড সিস্টেমে বিভিন্ন ডিভাইসের উপযোগী করে উচ্চতা এবং প্রশস্ততা অনুযায়ী গ্রিড লে-আউট তৈরি করতে পারবেন। এগুলো পরিবর্তন করা, এবং একক লে-আউট বিভিন্ন ডিভাইসের জন্যে বিভিন্ন ফাইলে সংরক্ষিত করা যায়।
- ড্রিমওয়েভার সিএমএস অফার করে সঠিক পরিবেশ এবং সাবলীল ওয়েবপেজ ডিজাইন করতে। সিএমএস টুল যেমন– ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা এবং দ্রুপাল ডায়নামিক কনটেন্ট নির্মাণ এবং কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণে সাপোর্ট করে। সিএমএস ইউজার সেশন ট্র্যাক, সার্চ কোয়েরি নিয়ন্ত্রণ, ফিডব্যাক সংগ্রহ করে।
- স্টাইলিং সাপোর্ট করে, অর্থাৎ ক্যাসক্যাডিং স্টাইল শিট ওয়েবসাইট আরও সুন্দর প্রদর্শিত হয় সেটা প্রদর্শন করে। এটি স্ক্রিন লে-আউট কভার করে, ফন্ট ফিচার সুবিধা দেয়, ড্রিম ওয়েভারে একীভূত অবস্থায় সিএসএস টুল থাকে, যেখানে পাশাপাশি কোড এবং ওয়েবসাইট ভিউ পাশাপাশি দেখা যায়।
- ড্রিম ওয়েভার ইন্ট্রিগেট করে সিফ (ক্রোমিয়াম এমবেড ফ্রেমওয়ার্ক) ওয়েব ডিজাইন ফিচারে, যাতে ডেভেলপার অ্যাপ্লিকেশনের অংশ হিসেবে ওয়েব ব্রাউজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে এইচটিএম, সিএসএস এবং জেএস কনটেন্টের সাথে। এটি ম্যাক, উইন্ডোজ, লিনআক্সের মতো অপারেটিং সিস্টেম রান করে এবং সি++, পাইথন, জাভা, গো ল্যাংগুয়েজ সাপোর্ট করে।
- ভাইব্রেন্ট কোডিং সাপোর্ট করে, অর্থাৎ যখন এইচটিএমএল, জাভাস্ক্রিপ্ট, পিএইচপি, প্রোটোটাইপ, জেকোয়েরির মতো কোড ভাষা ব্যবহার করতে যাবেন তখন সেটা সাজেশন করবে, এবং কোড টাইপ করবেন তখন সম্ভাব্য ট্যাগ প্রদর্শন করবে এবং ডেভেলপারদের স্ক্রলডাউনের মাধ্যমে সেটা বাছাই করতে পারবে। এতে সময় সাশ্রয় হবে।
- ডেভেলপারদের একাধিক প্রোগ্রামিং ভাষা তাদের ওয়েবপেজে ব্যবহার করতে পারেন, বিশেষ করে নতুন যারা প্রোগ্রামার তারা যাতে সহজে খুঁজে পেতে পারেন সেজন্যে বিভিন্ন মার্কআপ ভাষা বিভিন্ন রঙে প্রদর্শিত হয়, এতে ওয়েব ডেভেলপারদের জন্যে ওয়েবসাইট তৈরির কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহজ হয় এবং ডিভাগ ভিন্নভাবে হয় কজ

ফিডব্যাক : nazmulmajumder@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us

The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast...
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রযুক্তি কথন

রিদয় শাহরিয়ার খান

'আমার চোখে বিজ্ঞান হলো অনিন্দ্যসুন্দর। গবেষণায় মগ্ন বিজ্ঞানী শুধু যন্ত্রপাতির কারিগর নন, প্রকৃতির রহস্যমালার বিমুগ্ধ তিনি এক শিশু'। এই কথাটি আমার নয় কিন্তু আমার খুব প্রিয় একজন বিখ্যাত নারী ব্যক্তিত্বের। যাকে আমি পছন্দ করি তার অসাধারণ মেধার জন্য, মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য, তার কথা ভাবলেই আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। কে তিনি? নিশ্চয়ই আপনাদের শুনতে ইচ্ছা করছে। তিনি আর কেউ নন, দারিদ্র্যের সাথে বেড়ে উঠা এক অপরিসীম সাহসী মহিলা মারি স্ক্লোদভস্কা-কুরি যিনি ইচ্ছা করলেই তার অভাবনীয় মেধাকে কাজে লাগিয়ে ছিনিয়ে নিতে পারতেন দুনিয়ার সকল সুখ, হতে পারতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিত্তশালী মানুষগুলোর মাঝে অন্যতম, কিন্তু তিনি তা করেননি বরং মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের সকল সুখ, মেধা, শ্রম। আর ফলশ্রুতিতে তিনি কী পেয়েছেন? তিনি পেয়েছেন মানুষের একরাশ ভালোবাসা, যা তাকে মানুষের মাঝে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি যদি বিখ্যাতই না হবেন, মানুষের ভালোবাসাই না পাবেন, তবে আমি কি তার মৃত্যুর এতদিন পর (তার মৃত্যু হয় ১৯৩৪ সালের ৪ জুলাই) তাকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতাম, নিশ্চয়ই না! আমার মতো ক্ষুদ্র সাধারণ মানুষই যদি তাকে মনে রাখে তার মৃত্যুর এতদিন পর যদি তিনি আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে পারেন তাহলে বাকি বিশ্বের কাছে তিনি কেমন জনপ্রিয় বুঝে নিন। যাই হোক, তার সম্পর্কে এতকিছু বললাম কিন্তু তিনি কী জন্য এত বিখ্যাত দেখুন, তাই এখনো বলিনি। হ্যাঁ, তিনি বিখ্যাত ছিলেন 'পোলোনিয়াম' ও 'রেডিয়াম' আবিষ্কারের জন্য। শুধু তাই নয়, তিনি রেডিয়াম বিকিরণ সম্পর্কে সারাজীবন গবেষণা করেছেন, যার মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল পারমাণবিক শক্তির সূত্র। তিনি দেখিয়ে ছিলেন রেডিয়ামের বিকিরণ ইউরেনিয়ামের চেয়ে বহু লক্ষ গুণ শক্তিশালী। পরবর্তীতে দেখা গেল তার আবিস্কৃত রেডিয়াম রশ্মি দুরারোগ্য ক্যান্সারের চিকিৎসায় খুব কার্যকরী। দুনিয়ার সকল হাসপাতালে দেখা দিল রেডিয়ামের চাহিদা। ১৯০৩ সালে তিনি ইউরেনিয়াম বিকিরণ সম্পর্কে গবেষণার জন্য তার স্বামী পিয়ের কুরির সাথে যৌথভাবে পেলেন নোবেল পুরস্কার। ১৯১১ সালে তিনি আবার পেলেন নোবেল পুরস্কার, আর এবারের কারণ পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার। সারা পৃথিবীতে এরকম মানুষের সংখ্যা খুব কম যারা দুই দুইবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আর নারীদের ক্ষেত্রে তো এরকম ব্যক্তিত্ব বিরল। তিনি ইচ্ছা করলেই তার এ আবিষ্কার প্যাটেন্ট করে বহু টাকা আয় করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তার আবিষ্কার মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কি তখন ঘূর্ণাক্ষরেও কল্পনা করেছিলেন তার গবেষণালব্ধ ইউরেনিয়ামই ভবিষ্যতে মানুষের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু হিসেবে দেখা দেবে, পারমাণবিক বোমার রূপে! ভবিষ্যৎ, হুমকি এ ভবিষ্যৎ আসলেই অনিশ্চিত। ভবিষ্যতে কী হবে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু ধারণা করতে দোষ কোথায়! অন্তত আমরা ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের তৈরি তো করতে পারব। আর আজকে আমার এ দীর্ঘ ভূমিকার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি। হ্যাঁ, আজ আমি আপনাদের ভবিষ্যতের ও নিকট ভবিষ্যতের কতগুলো প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব, যা খুব নিকট ভবিষ্যতেই হয়তো আমাদের দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হতে পারে। সৌভাগ্য বলছি এ অর্থে যে, আজ আমি যে ভবিষ্যৎ বা নিকট ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগুলো নিয়ে বলব তার কিছু কিছু মানবসভ্যতার জন্য কল্যাণকর হলেও এখানে এমন কিছু প্রযুক্তি নিয়েও কথা বলব যেগুলো মানবসভ্যতার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে আর এখানেই দুর্ভাগ্যের অবতারণা। অনেক কথা বলে ফেললাম, চলুন এবার মূল উল্লেখ করি।

উড়ন্ত গাড়ি

উড়ন্ত গাড়ি! হ্যাঁ, এই উড়ন্ত গাড়িই হতে যাচ্ছে আপনার ভবিষ্যতের বাহন। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। আজকাল হলিউডের মুভিগুলোতে যে ধরনের উড়ন্ত গাড়ি আমরা হরহামেশাই দেখি, তার একটির মালিক হতে পারেন আপনি। না, আমি ঘুমিয়ে নেই! জেগেই আছি। তবে হ্যাঁ, এই উড়ন্ত গাড়ির বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র ৩০-৩৫ বছর! লগি অ্যারোস্পেস (Logi AeroSpace) নামের একটি প্রতিষ্ঠান, আরো কয়েকটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে পরিকল্পনা করেছে এমন একটি গাড়ি বানানোর জন্য যা আকাশে উড়তে পারবে।

আর এই গাড়িটির নাম রাখা হয়েছে "টাইরানোস"। এই গাড়িটি হবে ৪-হুইলার গাড়ি, যার ছোট ছোট ৪টি ঘূর্ণায়মান পাখা থাকবে। আর এই পাখাগুলোই গাড়িটিকে বাতাসে ভেসে থাকতে সাহায্য করবে। ৪ সিটের এ গাড়িটি হবে অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন এবং খুব সহজেই এটি তার পথের বাধাগুলোকে দূর করে সাবলীলভাবে আকাশে উড়তে পারবে। সবচেয়ে মজার কথা, "টাইরানোস"কে আকাশের উড়ানোর জন্য আপনাকে পাইলট হওয়ার প্রয়োজন হবে না বা বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণও নিতে হবে না। এটি অন্য যেকোন সাধারণ গাড়ির মতোই চালানো যাবে এবং এর চেহারা হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

গাড়িটি তৈরি করেছে ক্লেইন ভিসন। আর সেই গাড়ি নিয়েই বিভিন্ন মহলে রীতিমতো হইহই রব উঠেছে। গাড়িটিকে বলা হচ্ছে এয়ারকার। জানজটের শহরে এয়ারকার কী ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, দেখে নিন। বিশ্বের প্রথম পেট্রল দ্বারা চালিত উড়ন্ত গাড়িটি (Petrol Powered Flying Car) প্রকাশ্যে এসেছে। গাড়িটি তৈরি করেছে ক্লেইন ভিসন (Klein Vision)। আর সেই গাড়ি নিয়েই বিভিন্ন মহলে রীতিমতো হইহই রব উঠেছে। গাড়িটিকে বলা হচ্ছে এয়ারকার (AirCar)। মানুষ ফ্লাইটে চড়তে এখন একপ্রকার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটা উড়ন্ত গাড়িতে চড়ার এবং সেটি নিজের করে নেওয়ার তার শখ বহু দিনের। ক্লেইন ভিসন প্রথম সংস্থা হিসেবে একটি উড়ন্ত গাড়ি নিয়ে এসেছে যা পেট্রল দ্বারা চালিত। পাশাপাশি আরও একাধিক সংস্থা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উড়ন্ত গাড়ি নিয়ে কাজ করছে। সম্প্রতি এয়ারকার উড়ন্ত গাড়িটি আকাশে ওড়ার জন্য কতটা যোগ্য, তার প্রমাণ দিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কতটা ক্ষমতাশালী এই উড়ন্ত গাড়ি, কী কী তাক লাগানো ফিচার্স রয়েছে, সেই সব তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

ক্লেইন ভিশনের এই উড়ন্ত গাড়িটি তার প্রতিযোগীদের থেকে বাস্তবসম্মত উপায়ে অনেকটাই এগিয়ে। গত বছর জুনেই স্লোভাকিয়ান শহর থেকে নিতারা (ব্রাতিস্লাভার রাজধানী) পর্যন্ত ৬০ মাইলের জার্নি সফলভাবে অতিক্রম করেছিল এবং সমগ্র জার্নিটাই সে উড়ে গিয়েছিল। এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পরক্ষণেই গাড়িটি সুইচ মোড অন করে চাকার সাহায্যেই শহরে রাস্তায় চলেছিল। নিরাপত্তা এবং পারফরম্যান্সের নিরিখে অনেকগুলো টেস্টিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় উড়ন্ত গাড়িকে, যার সবগুলোই সফল ভাবে করতে সক্ষম হয়েছে এয়ারকার।

একটি রিপোর্ট থেকে সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, কেবলমাত্র স্লোভাকিয়া অথরিটিই এর মধ্যে ৭০ ঘণ্টার ফ্লাইট টেস্ট করে দেখেছে এই গাড়িটির। তারপরই ইউরোপিয়ান অ্যাভিয়েশন সেফটি এজেন্সি এটিকে ছাড়পত্র দেয় এবং স্লোভাকিয়ার সরকারও এটিকে কমার্শিয়ালি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ গাড়িটি বিক্রি হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছে।

সাধারণ মানুষ এয়ারকার ব্যবহার করতে পারবেন?

ক্লেইন ভিসনের এই এয়ারকার বা উড়ন্ত গাড়িটি এমনই একটি গাড়ি, যার কার্যকারিতা রয়েছে বৃহত্তর জনগণের পরিষেবার জন্য এবং শুধুমাত্র অতি ধনী এবং বিখ্যাতদের জন্যই একটি বিকল্প হিসেবে মনে করলে চলবে না বলে সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এয়ারকারের ডুয়াল মোবিলিটি ক্যারেক্টার সাহায্য করতে পারে যে কোনো শহরের বড় রাস্তায় যখন খুবই ভিড়ভাট্টা থাকবে, তখন খুব সহজেই তা এড়াতে সাহায্য করবে চালককে। পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতেও ব্যাপক ভাবে সহায়ক হতে পারে এয়ারকার। এমন সমালোচকও আছেন যারা বায়ুপথে যানজটের সম্ভাবনা এবং কীভাবে এয়ার লেনের গতিবিধি সংজ্ঞায়িত করতে হবে তার নির্ধারণে তর্ক করছেন, তখন অন্যরা বলছেন যে উড়ন্ত গাড়িগুলো হেলিকপ্টারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার ফলে যে সুবিধা হতে পারে তা হলো– হেলিকপ্টার রাস্তাঘাটে চলতে পারে না। কিন্তু এই উড়ন্ত গাড়ি কাউকে দূরবর্তী স্থান আকাশপথে থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে আবার রাস্তা দিয়ে যাতায়াতেরও সুবিধা করে দেবে।

এয়ারকার ফিচার্স

ক্লেইন ভিসনের এই উড়ন্ত গাড়ি বা এয়ারকারের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৭০ কিলোমিটার। এই ফ্লাইং কার ১০০০ কিলোমিটার এরিয়াল ডিসট্যান্স কভার করতে পারে ৮,২০০ ফুট উচ্চতায়। সংস্থার তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, এই এয়ারকার কিছু ইন-এয়ার ম্যানুভারেও সক্ষম। এই উড়ন্ত গাড়িটির পাওয়ারের দিকটি নিশ্চিত করছে একটি ১৪০ এইচপি ১.৬ লিটারের চারটি সিলিন্ডারের বিএমডব্লিউ ইঞ্জিন। ফিক্সড প্রপেলার রয়েছে এবং সেই সাথে দেওয়া হয়েছে ব্যালিস্টিক প্যারাস্যুটও।

জীবন্ত অ্যান্ড্রয়েড! নাকি মানুষ

এরা কি মানুষ? নাকি অ্যান্ড্রয়েড! আমি প্রায় নিশ্চিত করে বলে দিতে পারি, উপরে যদি "অ্যান্ড্রয়েড" কথা আমি উল্লেখ করে না দিতাম, তবে অনেকেই এটি বুঝতেই পারত না উপরের ছবিগুলো দুজন অ্যান্ড্রয়েড মহিলার। এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন হতে পারে এই "অ্যান্ড্রয়েড" জিনিসটা আবার কী! অ্যান্ড্রয়েড (Android) হচ্ছে

মানুষের মতো হুবুহু দেখতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রমানব, যা যন্ত্র হলেও এদের আচার-আচরণে সাধারণত মানুষের ব্যক্তিত্বই প্রতিফলিত হয়। জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, কে কার চেয়ে ভালো অ্যান্ড্রয়েড বানাতে পারে। উপরের যে ছবিগুলো দেখছেন, এগুলো কিন্তু কল্পনার ছবি নয় বরং নিখাদ বাস্তবতা। এই রোবটরূপী অ্যান্ড্রয়েডগুলো মুখে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, এমনকি বেশ সাবলীলভাবে হাঁটা-চলাও করতে পারে। কিন্তু মানুষের মন কি এত সহজেই খুশি হয়। না, কখনই না। বরং মানুষ এখন চাইছে এমন একটা রোবট বানাতে, যা মানুষের মতো নয়, প্রায় মানুষই হবে। কিন্তু এটাও কি সম্ভব! বিজ্ঞানীরা তো বলছেন– হ্যাঁ, এটা সম্ভব। আর তারা যে শুধু বলছেন তাই নয়, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণাও শুরু করে দিয়েছেন। তবে বিজ্ঞানীরা কোনো সময় বেঁধে দিতে চাচ্ছেন না। তারা শুধু বলছেন, অপেক্ষা করুন, নিকট ভবিষ্যতেই হয়তো আমরা হাজির হব অবাক করা সে প্রযুক্তি নিয়ে, যা আপনাদের সবকিছু আবার নতুন করে ভাবার রসদ জোগাবে। চলুন না, তবে আমরা অপেক্ষা করি, আর নিজেদের প্রস্তুত করি সেই সময়ের জন্য। আর তাছাড়া আমাদের সবারই তো জানা আছে সেই ছোটবেলায় পড়া প্রবাদটি– "সবুরে মেওয়া (এক ধরনের ফল) ফলে"।

রোবট হোক আপনার চলার সঙ্গী (কল্পনাপ্রসূত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি)

অ্যাসিমো (ASIMO) রোবটের নাম আমরা কমবেশি সবাই শুনেছি। এ রোবটগুলো দেখতে অনেকটাই মানুষের মতো। তবে বর্তমানের অ্যাসিমো রোবটগুলো শুধু দেখতেই মানুষের মতো, কাজে-কর্মে এরা মানুষের ধারেকাছেও নেই। কিন্তু, কল্পনা করা হচ্ছে, এই রোবটগুলোর ৮ম জেনারেশন হবে প্রায়ই মানুষের মতো। যারা সব কাজই মানুষের মতো করে করার চেষ্টা করবে। তবে এ রোবটগুলোর প্রধান কাজ হবে মানুষকে গাড়ি চালনায় সহায়তা করা। এরা অনেকটা প্রফেশনাল ড্রাইভারের মতো কাজ করবে। সামনের কোনো বিপদের ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করে দিবে। এটি হবে আপনার নিরাপদ ভ্রমণের সঙ্গী। প্রয়োজনে এরা ভ্রমণের সময় আপনার কার সিকনেস দূর করার জন্য আপনার সাথে আপন বন্ধুর মতোই কথাবার্তা চালাতে পারবে। এদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে, আকস্মিক বিপদের সময় এরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির দায়িত্ব আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেবে। তবে এই রোবটগুলোকে খুব সহসাই বাস্তবে দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বাস্তবে এদের পাওয়ার জন্য মনে হয় আমাদের দীর্ঘ অপেক্ষাই করতে হবে (তবে এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়, আমরা পারি আর না পারি, আমাদের সন্তান ঠিকই এদের দেখতে পারবে)।

জিএফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অটো চার্জার

চার্জার! এটা আবার লেখার মতো কোনো জিনিস হলো নাকি? হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, অবাক করা ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ব্যাপারটির সাথে চার্জার জিনিসটা মোটেও মানানসই না। তবে এটা যদি হয় বিশেষ ধরনের চার্জার, তাহলে অবশ্যই এটা উল্লেখ করার মতো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে। কীভাবে? তবে শুনুন। আমরা এখন প্রায়ই অনেক গাড়ির কথা শুনি যেগুলো বিদ্যুত শক্তিতে চলে। কিন্তু এই গাড়িগুলোর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল যে, এরা যেহেতু চার্জে চলে, সেহেতু বেশিদূর যেতে পারত না। কিছুদূর চলার পর চার্জ শেষ হয়ে যেত, ফলে আবার ব্যাটারি চার্জ করার প্রয়োজন দেখা দিত। এতে করে অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে, এমন জায়গায় এই গাড়িগুলো ব্যবহার করা যেত না। এতে করে গাড়িগুলোর উপযোগিতা আমরা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারছিলাম না। কিন্তু এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এমন একটি চার্জার তৈরি করা হয়েছে, যা দিয়ে মাত্র সাড়ে ৩ মিনিটে পুরো ব্যাটারির ৫০ শতাংশ চার্জ করা সম্ভব হবে, আর যদি ৮ মিনিট চার্জ দেওয়া হয়, তবে পুরো ৮০ শতাংশ ব্যাটারি চার্জ করা সম্ভব হবে। বুঝুন তাহলে অবস্থা, আপনি কোথাও যাচ্ছেন, এমন সময় গাড়ির ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেল অর্ধেক পথে, তখন আর আপনাকে ভয় পেতে হবে না। মাত্র ৩ মিনিট অপেক্ষা করুন এবং আপনার গাড়ির ব্যাটারিকে চলার উপযোগী করে নিন। মাঝখান দিয়ে আপনি একটু বিশ্রামের সুযোগও পেলেন। এ বছর মার্চেই এই গাড়ি বাজারে আসার কথা ছিল, এতদিনে মনে হয় অনেকেই এর সুবিধা ভোগ করাও শুরু করে দিয়েছে। তবে আরেকটু অপেক্ষা করুন, নিকট ভবিষ্যতেই এর আরো উন্নত রূপ আসার কথা রয়েছে।

স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অ্যাটাক ড্রোন (ভবিষ্যতের মারণাস্ত্র)

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অ্যাটাক ড্রোন বানাতে পারবে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে অ্যাটাক ড্রোন কী? অ্যাটাক ড্রোন হচ্ছে পাইলটবিহীন এক

ধরনের এয়ারক্রাফট, যারা শত্রুর এলাকায় আক্রমণ করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারে, যা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে, তারা ২০৪৭ সালের মধ্যে এমন একটি অ্যাটাক ড্রোন বানাতে সক্ষম হবে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারবে এবং হামলা চালানোর আগেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যেখানে সে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে যাচ্ছে, সেখানে তার হামলা করা উচিত হবে, নাকি হবে না। এর পরিচালনায় কোনোরূপ রিমোট কন্ট্রোল বা মানুষের প্রয়োজন হবে না। এটি হবে এক কথায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অ্যাটাক ড্রোন বিশেষ, যা আমাদের জন্য ভয়ংকর একটি পৃথিবীর ইঙ্গিতই বহন করছে।

অবাক করা মারণাস্ত্র (কল্পনা থেকে বাস্তবের অপেক্ষায়)

হুম্, ঠিকই ধরেছেন, এটি একটি ট্যাংক। আপনাকে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এবং আপনি বেশ কিছু সময় পেয়েছেন ভাবার জন্য। কিন্তু প্রথমেই যদি আপনাকে বলা না হতো, আর আপনার অবস্থান যদি এখন হতো কোনো ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্র তবে বলেন দেখি হঠাৎ করে আপনি কি বুঝতে পারতেন যে এটি ট্যাংক। মনে হয়, উত্তরটি হবে না। আসলে এটি হলো নিকট ভবিষ্যতের ট্যাংক, যা খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে। এই ধরনের ট্যাংকগুলো ক্যামোফ্লেজ অবস্থায় থাকা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে থেকে বুঝতে পারাটা খুব কঠিন ব্যাপার। এই ট্যাংকগুলো হবে প্রচণ্ড ভয়ংকর এবং শক্তিশালী। আর কে এটি তৈরি করছে? উত্তর– ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী।

এবার আসি এই ছবিতে। আরে আরে এটা আবার কী? কাগজের বানানো প্লেন নাকি? হ্যাঁ, উত্তর পুরোপুরি ঠিক। তবে এটি সাধারণ বিমান নয়। এটি খুব কাছের ভবিষ্যতের যুদ্ধবিমান। এটিও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর জন্য তৈরি করা হচ্ছে। এই যুদ্ধবিমানগুলো একই সাথে প্রচুর ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে পারবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো রাডারের পক্ষে সম্ভব হবে না এদের খুঁজে বের করার। তাহলেই ভেবে দেখুন, কী ভয়ংকর একটা নিষ্ঠুর পৃথিবীর সম্মুখীন আমরা হতে যাচ্ছি।

নাহ্, অনেক তো মন খারাপ করা খবর দিলাম। এবার আপনাদের একটা ভালো খবর দিয়ে শেষ করি। আপনারা অবশ্য খবরটা জানেন। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন বাংলাদেশের জেনেটিক্স বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম ঢাকাতেই পাটের জিনোম আবিষ্কার করেছেন। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। কিন্তু আপনারা অনেকেই জানেন না ভবিষ্যতে এ প্রযুক্তি আমাদের কী কাজে লাগবে। তাদের জন্য বলছি, এটি সারা দেশের পাটচাষিদের জন্য দারুণ একটা সংবাদ। কেননা, এর ফলে আমরা আমাদের পাটকে করতে পারব আরো লাভজনক এবং দেশের শিল্পকে করতে পারব আরো উন্নত। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, কী আছে এ পাটের জিনোমে? পাটের জিনোম আবিষ্কারের ফলে সম্ভব হয়েছে এর জন্মরহস্য সম্পর্কে জানার। এখন আমরা পাটকে আমাদের মতো করে জিনেটিক্যালি ডিজাইন করে নিতে পারব। ফলে সম্ভব হবে আরো উন্নত মানের পাটের চাষ করার, রোগসহিষ্ণু পাট আবিষ্কার করার। শুধু তাই নয়, পাটের জিনোম সম্পর্কে জানার ফলে এর জাগ দেওয়া (পানিতে পাট ফেলে রেখে পচানোর প্রক্রিয়া) এবং সেচের খরচকেও প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর এ প্রযুক্তির ফলে অচিরেই আমাদের দেশের পক্ষে সম্ভব হবে পাটশিল্পের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার।

আসলে, এ থেকেই প্রমাণিত হয় আমরা বাঙালিরা সব পারি। আমাদেরও আছে মেধা, আমরাও দিতে পারি শ্রম, শুধু একটু সুযোগের অপেক্ষা। আর তাহলেই ভবিষ্যতের পৃথিবীকে আমরা বদলে দিতে পারব, পারব নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এদেশের মুখ উজ্জ্বল করতে, আর বিশ্বকে উপহার দিতে পারব একটি সুন্দর প্রযুক্তিময় পৃথিবী কজ

ফিডব্যাক : ridoyshahriar.k@gmail.com

- Support 13th and 12th Gen Cpu
- Dual Channel DDR5
- Advanced Thermal Design
- 5*PCIe 5.0/4.0 M.2 Connectors

Z790 AORUS MASTER

- Support 13th and 12th Gen Cpu
- Dual Channel DDR5
- Intel® 2.5GbE LAN
- PCIe 5.0 M.2 Slots

Z790 AERO G

- Support 13th and 12th Gen Cpu
- Dual Channel DDR5
- Twin 16+1+2 Digital VRM Design
- 4*PCIe 4.0 x4 M.2 Connectors

Z790 AORUS ELITE AX

- Support 13th and 12th Gen Cpu
- Dual Channel DDR5
- Advanced Thermal Design
- 5*PCIe 5.0/4.0 M.2 Connectors

X670E AORUS MASTER

RTX 4090 GAMING OC

RTX 4080 AERO OC

RTX 3060 WINDFORCE OC

RTX 3050 EAGLE OC

GIGABYTE
G24F

- Edge Type
- 23.8" SS IPS
- 1920 x 1080 (FHD)
- 165Hz/OC 170Hz
- 120% sRGB

GIGABYTE
M32U

- Edge Type
- 31.5" SS IPS
- 3840 x 2160 (UHD)
- Display 144Hz
- 123% sRGB

GIGABYTE
M27Q P

- Edge Type
- 27"SS IPS
- 2560 x 1440(QHD)
- 165Hz/OC 170Hz
- 98% DCI-P3

CLUBG1IT.COM.BD
GIGABYTE.COM
01730-317768
/AORUS_BD
/CLUBG1IT
/AORUSBD
/GROUP/CLUBG1GAMING
/AORUSBANGLADESH

GIGABYTE™

গুগল ক্রোমের কিছু টিপস

শারমিন আক্তার ইতি

আজ কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই 'গুগল ক্রোম ব্রাউজার' (Google chrome browser) ব্যবহার করেন। কারণ, এই ওয়েব ব্রাউজার অনেক ফাস্ট এবং কিছু বিশেষ ফাঙ্কশন এখানে রয়েছে। সোজাভাবে বললে, যখন কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহারের কথা আসে, তখন ক্রোম ব্রাউজার সবাইর প্রিয়।

গুগল ক্রোম ব্রাউজারকে ২০০৮ সালে Google দ্বারা মার্কেটে শুরু (launch) করা হয়েছিল। সব ধরনের ইন্টারনেট ব্রাউজারের মধ্যে এই ব্রাউজার সব থেকে বেশি user-friendly.

আজ দেশ-বিদেশের অনেক জায়গা থেকে ক্রোম ব্রাউজার অনেক বেশি পরিমাণে লোকেরা ব্যবহার করেন। প্রায় ২-৩ বছরের থেকেও বেশি সময় হয়ে গেছে যে, Google chrome দুনিয়ার সেরা no.1 ব্রাউজার হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার হওয়ার পরেও গুগল ক্রোমে এমন কিছু লুকিয়ে থাকা টিপস এবং ফিচারস রয়েছে, যেগুলোর বিষয়ে এখনো লোকেরা জানেন না।

তাই এই আর্টিকেলে ক্রোম ব্রাউজারের সেই লুকিয়ে থাকা এবং আগে না জানা টিপস এবং ট্রিকসের ব্যাপারে জেনে নেব, যেগুলো অনেক সহজে আপনিও ব্যবহার করতে পারবেন।

লুকিয়ে থাকা সেরা গুগল ক্রোম টিপস এবং ফিচারস

গুগল ক্রোমে এমন অনেক ফিচারস (features) বা ফাঙ্কশন (function) লুকিয়ে রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে অনেকেই জানেন না। এবং সেই ফিচারগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি আমরা জেনে নেব। এই টিপস (tips) বা টিউটোরিয়ালগুলোর (tutorial) মধ্যে এমন ফিচারস রয়েছে, যেগুলো ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহারে আপনার অভিজ্ঞতা (experience) আরো অনেক সহজ এবং সরল করে দেবে।

Google chrome-এর এই টিপস বা ফিচারগুলো (features) আপনারা ক্রোমের ডেস্কটপ ভার্সনে ব্যবহার করতে পারবেন। ক্রোমের মোবাইল ভার্সনে এই ফিচারগুলো (feature) ব্যবহার করা যাবে না।

১. গেম (Game) খেলার ফিচার : আপনারা হয়তো ক্রোমের এই ফিচারটির ব্যাপারে অবশ্যই জানেন না। আপনারা নিজের Chrome browser-এ গেম (game) খেলতে পারবেন ইন্টারনেট কানেক্ট (connect) না থাকা অবস্থায়। যদি আপনার কমপিউটারে ইন্টারনেট কানেক্ট করা না থাকে এবং সেই সময় যদি আপনি ব্রাউজারে কোনো ওয়েবসাইট টাইপ করে সার্চ করেন, তাহলে আপনাকে "No internet" লেখা একটি পেজ দেখানো হবে। এবং পেজেটির ওপরে একটি dinosaur-এর ছবি দেখতে পাবেন। যখন আপনি আপনার কমপিউটারের কিবোর্ডে "space bar"-এ প্রেস করবেন, তখন গুগল ক্রোমে সেই গেম চালু হয়ে যাবে। আসলে অনেক সময় কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় হঠাৎ নেট কানেকশন (connection) ডিসকানেক্ট (disconnect) হওয়ার সুযোগ থাকে।

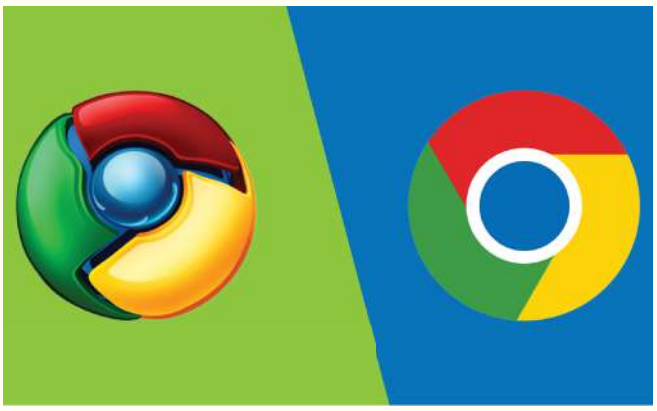

তাই আপনার ইন্টারনেট কানেকশন আবার ঘুরে আশা সময় অব্দি আপনার মনোরঞ্জনের (entertainment) জন্য গেম খেলার এই ফিচার ক্রোম ব্রাউজারে দেয়া হয়েছে।

২. Open multiple pages on startup : আপনি যদি ব্রাউজারের startup options set করতে চান, তাহলে সেটাও সম্ভব। ক্রোম ব্রাউজার কমপিউটারে ওপেন করার সাথে সাথে যদি আপনি কিছু সেট করা বা কিছু নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) খুলে নিতে চান, তাহলে একটি সাধারণ অপশন (option) দ্বারা সেটা সম্ভব।

সবচেয়ে প্রথমেই ক্রোমের ওপরে ডান দিকে থাকা "3 dot icon"-এ ক্লিক করুন এবং তারপর সেখান থেকে "Settings" অপশনে ক্লিক করুন। তাছাড়া Chrome Settings-এ যাওয়ার জন্য ব্রাউজারের URL বক্সে "chrome://settings/" লিখে Enter প্রেস করলেও হবে।

এবার settings option-এ গিয়ে একেবারে নিচে শেষের দিকে আপনারা "On startup"-এর ট্যাব দেখবেন।

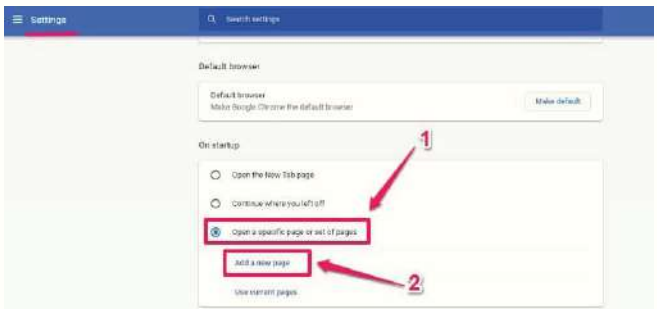

On startup-এর নিচে ৩ নম্বর অপশন "Open a specific page or set of pages"-এ ক্লিক করতে হবে। অপশনে ক্লিক করার পর নিচে "Add a new page" লেখা আরো একটি অপশন এসে যাবে।

এখন Add a new page-এর অপশনে ক্লিক করে আপনারা যেই ওয়েবসাইটগুলো (website) ব্রাউজার খোলার সাথে সাথে নিজে নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে নিতে চান, সেগুলোর URL address এক এক করে দিয়ে "Add" অপশনে ক্লিক করে দিন।

এখন যখনি আপনি কমপিউটারে ক্রোম ব্রাউজার খুলেন, তখন নিজে নিজেই আপনার দেয়া ওয়েবসাইটগুলো ব্রাউজারে লোড (load) হয়ে যাবে বা খুলে যাবে।

Google chrome browser-এর এই ফিচার (feature) ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে আপনারা নিজের কাজ অনেক সহজ বানিয়ে ফেলতে পারবেন।

৩. Re-open recently closed tabs : এখন অনেক সময় আমরা ব্রাউজারে বন্ধ (close) করা ট্যাব (tab) আবার ফিরে পেতে চাই।

অরুন, আপনি একটি আর্টিকেল পড়ছেন কোনো ওয়েবসাইটে এবং হঠাৎ ভুলে আপনি সেই ট্যাবটি ক্লোজ (close) করে দিলেন। এখন ভুলে হোক কি জেনে-বুঝেই হোক, আপনি যদি আবার সেই ট্যাব (tab) ঘুরে পেতে চান, তাহলে সেটা সম্ভব। গুগল ক্রোম ওপেন করে আপনার কেবল "Ctrl + Shift + T" এই কিবোর্ডের শর্টকাট কোডটি ব্যবহার করতে হবে। এতে একেবারে শেষে close করা ট্যাব আবার আপনার ব্রাউজারে খুলে যাবে।

৪. Enable secret mode in chrome : গুগল ক্রোমে "Incognito window" বলে একটি অপশন রয়েছে। এই অপশন ব্যবহার করলে একটি নতুন ব্রাউজার উইন্ডো (browser window) ওপেন হয়ে যাবে, যেখানে আপনি গোপনে ওয়েবসাইট খুলতে বা ব্যবহার করতে পারবেন।

আপনার ডিভাইস বা কমপিউটার যদি অন্য কেউ ব্যবহার করে থাকে, তাহলে সে আপনার ব্যবহার করা ওয়েবসাইটের ডিটেইলস বা তার সাথে জড়িত অন্য যেকোনো information খুঁজে পাবে।

তাহলে ক্রোম ব্রাউজারের এই "Incognito window" ফিচারটি ব্যবহার করার জন্য আপনার কেবল একটি শর্টকাট কিবোর্ডে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সেটা হলো "Ctrl + Shift + N".

Note : তাছাড়া Chrome-এর Menu-তেও এই "New Incognito Window" অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন। এই শর্টকাট কোড ব্যবহার করলেই নতুন করে একটি Chrome window ওপেন হয়ে যাবে, যেখানে আপনারা secretly বা privately ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন।

৫. Navigate/switch between tabs : অনেক সময় আমরা একসাথে অনেক ট্যাব (tab) খুলে আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট ব্রাউজারে ব্যবহার করি বা ওপেন করি।

এক্ষেত্রে বারবার আলাদা আলাদা ট্যাবে বা ট্যাবের ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য আমাদের মাউস (mouse) ব্যবহার করে ব্রাউজারের ট্যাবে (tab) ক্লিক করার দরকার নেই।

আমরা "Ctrl + Tab" শর্টকাট কোডটি কিবোর্ডে অ্যাপ্লাই করেই অনেক সহজে খুলে থাকা ট্যাবগুলোতে একে একে যেতে পারি মাউস ব্যবহার না করেই।

৬. Use Google Chrome extensions : আপনারা হয়তো ব্রাউজার এক্সটেনশন কি ব্যাপারে জানেন না। যদি তাই হয় তাহলে জেনে নিন ব্রাউজার এক্সটেনশন (browser extension) এক ধরনের প্লাগইন (plugin) যেগুলো ব্যবহার করে আপনারা আপনার ক্রোম ওয়েব ব্রাউজারকে আরো বেশি শক্তিশালী বানিয়ে তাতে unlimited ফিচারস এবং ফাঙ্কশন যোগ করতে পারবেন।

যেভাবে স্মার্টফোনে আমরা বিভিন্ন অ্যাপস (apps) ইনস্টল (install) করে আলাদা আলাদা নতুন features বা functions মোবাইলে যোগ করে নেই, ঠিক সেভাবেই আপনি আপনার ইন্টারনেট ব্রাউজারে extension plugin ইনস্টল করে নতুন নতুন ফিচারস বা ফাঙ্কশন ব্যবহার করতে পারবেন।

কিছু সাধারণ ফাঙ্কশন বা ফিচারস যেগুলো ক্রোম এক্সটেনশন ইনস্টল দ্বারা আপনি করতে পারবেন, সেগুলো হলো–

১. নিজের ওয়েব ব্রাউজারে আলাদা আলাদা থিমের (themes)-এর ব্যবহার।

২. গুগলের সব ধরনের প্রোডাক্টের এক্সটেনশন পেয়ে যাবেন। (Google translate, Google hangouts, Google dictionary, Office editing tools, Google drive এবং আরো অনেক)।

৩. বিভিন্ন office editing extensions লেখালেখির কাজের জন্য।

৪. কমপিউটারের স্ক্রিন রেকর্ডিং এক্সটেনশন দ্বারা স্ক্রিনের ভিডিও নেয়া।

৫. Password remember extensions দ্বারা সব ধরনের পাসওয়ার্ড মনে রাখতে পারবেন।

৬. Online Image editing plugins ব্যবহার করে স্ক্রিনশট নিন এবং এডিট করুন।

৭. আপনারা সব ধরনের অনলাইন কাজের জন্য একটি এক্সটেনশন বা প্লাগইন অবশ্যই পেয়ে যাবেন।

এখন প্রশ্ন হলো, গুগল ক্রোমে এক্সটেনশন ইনস্টল করবেন কীভাবে।

ক্রোম ব্রাউজারে এক্সটেনশন কীভাবে ইনস্টল করবেন

আপনার ওয়েব ব্রাউজারে বিভিন্ন রকমের কাজের এক্সটেনশন বা প্লাগইন ইনস্টল করার জন্য প্রথমেই নিজের ব্রাউজার থেকে "Chrome web store"-এর ওয়েবসাইটে যান। এখন Chrome বিন store-এর ওয়েবসাইটে আপনারা অনেক রকমের আলাদা আলাদা এক্সটেনশন বা প্লাগইন দেখবেন।

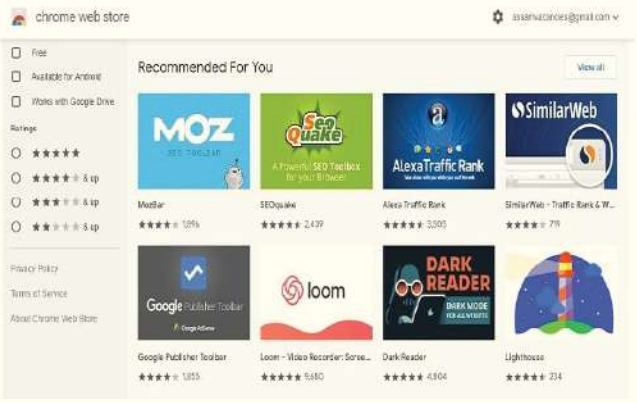

আপনার যেরকম প্লাগইন বা এক্সটেনশন কাজের বলে মনে হচ্ছে, সেটাতে ক্লিক করুন এবং তারপর "Add to chrome" অপশনে ক্লিক করলেই সেই প্লাগইন গুগল ক্রোম ব্রাউজারে ডাউনলোড হয়ে যাবে।

ডাউনলোড হওয়া প্লাগইনে ক্লিক করলেই সেই প্লাগইন ক্রোম ব্রাউজারে ইনস্টল হয়ে যাবে। তারপর আপনি সেই এক্সটেনশন সোজা ব্রাউজার থেকেই ব্যবহার করতে পারবেন।

মনে রাখবেন, ক্রোম ওয়েব স্টোরে থাকা সার্চ বক্সে আপনি আপনার মনমতো বা চাহিদা হিসেবে শব্দ (word) লিখে সার্চ করলেই

সেই শব্দের সাথে জড়িত সব ধরনের প্লাগইন বা এক্সটেনশন পেয়ে যাবেন।

আপনার ব্রাউজারে ইনস্টল থাকা সব এক্সটেনশনের লিস্ট বা তালিকা দেখার জন্য ব্রাউজারের URL বক্সে "chrome://extensions/" লিখে সার্চ করলেই সব ডিটেইলস (details) পেয়ে যাবেন।

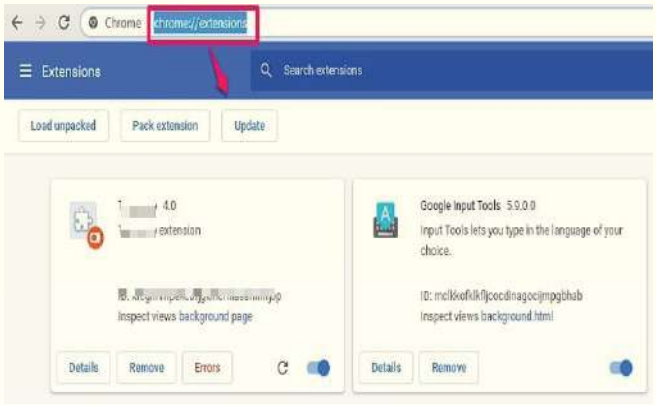

তাই এখন বিভিন্ন রকমের এক্সটেনশন প্লাগইন ইনস্টল করে নিজের ক্রোম ব্রাউজারকে একটি শক্তিশালী অ্যাপ্লিকেশনে বদলে দিন।

৭. Clear browser history and details : মনে রাখবেন, আপনি আপনার ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে যেসব ওয়েবসাইটে যান বা ভিসিট করেন, সেগুলোর ডিটেইলস (details) ঘেঁটেও আপনার ব্রাউজারের হিস্ট্রিতে (browser history) দেখে নিতে পারবেন।

তাই আপনি যদি না চান যে ইন্টারনেটে আপনার ভিজিট করা ওয়েবসাইটের ব্যাপারে যদি কেউ না জানুক, তাহলে আপনার গুগল ক্রোমের একটি ফাঙ্কশন (function) ব্যবহার করতে হবে।

সেটা হলো "Clear browsing data" অপশন। এই ফিচার বা অপশন ব্যবহার করে আপনি আপনার ব্রাউজার দ্বারা যেসব ওয়েবসাইটে গেছেন সেই ব্যাপারে সবটাই ডিলিট হয়ে যাবে। এবং পরে কেউ খুলে দেখলেও আগেই আপনার ভিজিট করা ওয়েবসাইটগুলোর বিষয়ে জানতে পারবেন না।

গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে তারপর কিবোর্ডে "Shift + Ctrl + Delete" বাটন একসাথে প্রেস করলে বা ব্রাউজারের URL address বক্সে "chrome://settings/clearBrowserData" লিখে enter প্রেস করলেই আপনারা "Clear browsing data" অপশন পেয়ে যাবেন।

এখন যেভাবে আপনি ওপরে দেখতে পাচ্ছেন, প্রথমেই আপনার Time range option থেকে বেছে নিতে হবে যে, আপনি কত পুরোনো ব্রাউজিং ডাটা (browsing data) ডিলিট করতে চান। আপনি ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ বা প্রথম থেকে শেষ অব্দি পুরো সময়ের সবটাই browsing history ডিলিট করতে পারবেন। তারপর মনে রাখবেন যাতে বাঁ দিকে থাকা তিনটি অপশনে যেন সিলেক্ট করা থাকে।

এখন নিচে থাকা "Clear data" অপশনে ক্লিক করলেই আপনার ক্রোম ওয়েব ব্রাউজারের সব পুরোনো "browsing history" বা "browsing data" ডিলিট হয়ে যাবে।

৮. Unit converter and calculator : আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না আপনার ক্রোম ওয়েব ব্রাউজার একটি সহজ ক্যালকুলেটর (calculator) বা কনভার্টার (converter) হিসেবে কাজ করতে পারে।

Google chrome ওপেন করে তার URL address বক্সে আপনি যেই ইউনিট (unit) কনভার্ট করতে চান, সেটা লিখে সমান চিহ্ন "=" দিলেই আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। ধরুন, আপনি ১০০০ গ্রামে কত কিলোগ্রাম (কম) হবে সেটা জানতে চান। তাহলে সোজা ব্রাউজারের URL Address বক্সে "১০০০ grams =" লিখতে হবে। এতে ক্রোম ব্রাউজার নিজে নিজেই আপনাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর নিচে দিয়ে দেবে।

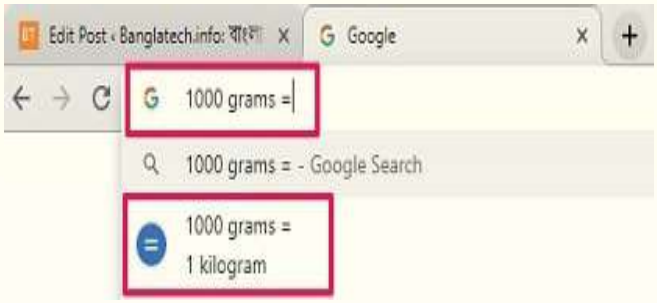

ওপরের ছবিতে দেখতেই পারছেন ১০০০ গ্রামে কত কিলোগ্রাম সেটা ক্রোম আপনাকে দিয়ে দিয়েছে। আপনারা কেবল গ্রাম বা কিলোগ্রামের ব্যাপারে নয়, অনেক রকমের বিষয় নিয়ে এই কনভার্ট করতে পারবেন। যেমন মিটার থেকে কিলোমিটার, যেকোনো কারেন্সি (currency) কনভার্ট করা এবং এরকম আরো অনেক জিনিস কনভার্ট সহজেই করতে পারবেন।

ঠিক এভাবেই আপনি যদি ক্রোমকে একটি ক্যালকুলেটর হিসেবে ব্যবহার করতে চান, তাহলে সেটাও সম্ভব।

৯. ক্রোম ব্রাউজারকে notepad হিসেবে ব্যবহার : যদি আপনারা গুগল ক্রোম ব্রাউজারকে একটি নোটপ্যাড (notepad) হিসেবে ব্যবহার করতে চান, তাহলে ব্রাউজারের URL address বক্সে "data:text/html,<html contenteditable>" লিখে এন্টার প্রেস করে দিন। এখন আপনার ইন্টারনেট ব্রাউজারটি একটি টেক্সট (text) এডিটর (Editor) বা নোটপ্যাড হিসেবে কাজ করা শুরু করবে।

১০. Upload or change chrome background : যদি আপনারা Google chrome ওয়েব ব্রাউজারের background image বদলাতে চান, তাহলে সেটা অবশ্যই সম্ভব। আপনি নিজের মনমতো একটি background image বেছে নিতে পারবেন বা নিজের কমপিউটার থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ছবি আপলোড করে নিতে পারবেন।

ক্রোমে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ চেঞ্জ করার জন্য প্রথমে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করুন।

এখন browser ওপেন করার পর একেবারে নিচে ডানদিকে "Customize" লেখা একটি অপশন দেখবেন যেটাতে আপনাদের ক্লিক করতে হবে। Customize অপশনে ক্লিক করার পর এখন আপনারা "Customize this page" বলে একটি নতুন অপসন দেখবেন।

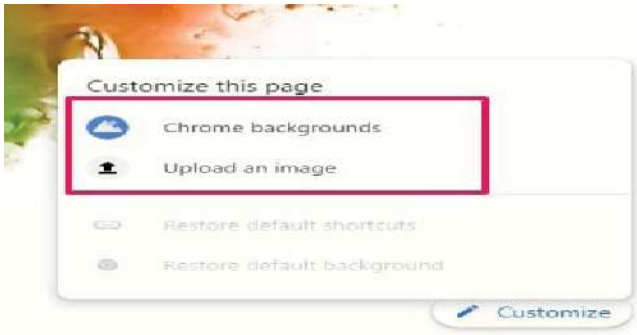

এখন ব্রাউজারের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য আপনি "Chrome background" অপশনে ক্লিক করে আগের থেকেই থাকা background imageগুলো থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারবেন।

তাছাড়া আপনি "Upload an image" অপশনে ক্লিক করে নিজের কমপিউটার থেকে আপনার নিজের একটি ছবি আপলোড করে ক্রোমের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সেট করতে পারবেন।

শেষ কথা

তাহলে পাঠকবৃন্দ, আশা করি আজকের এই google chrome browser secret tips এবং tricks আর্টিকেলটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। এবং এই টিপসগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আপনাদের অনেক কাজেও আসবে কজ

ফিডব্যাক : mehrinety3131@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing

LIVE YouTube LIVE
Web Conferencing Solution
StreamingLive

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us

The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast...
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com

মাধ্যমিক শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

প্রকাশ কুমার দাস

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তৃতীয় অধ্যায়- আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট

৭৬। বিশ্বব্যাপী ক্যারিয়ার গঠনের একটি বড় ক্ষেত্র কোনটি?
ক. কম্পিউটার খ. জব সাইট
গ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঘ. পত্রিকা
সঠিক উত্তর: গ

৭৭। আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স কোন ধরনের ক্যারিয়ার?
ক. কম্পিউটার খ. ওয়েবসাইট নির্মাণ
গ. ইন্টারনেট ঘ. আইসিটি
সঠিক উত্তর: ঘ

৭৮। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোন ধরনের ক্যারিয়ার?
ক. আইসিটি খ. রোবোটিক
গ. ব্যবসা ঘ. ইন্টারনেট
সঠিক উত্তর: ক

৭৯। প্রোগ্রামিং করতে হলে অবশ্যই কোন বিষয়টি জানা প্রয়োজন?
ক. ইন্টারনেট খ. ওয়েব
গ. কম্পিউটার ঘ. প্রোগ্রামিং ভাষা
সঠিক উত্তর: ঘ

৮০। আইসিটিতে মোট কতটি ক্যারিয়ারের ক্ষেত্র রয়েছে?
ক. ৫০টি খ. ১০০টি
গ. শতশত ঘ. হাজার হাজার
সঠিক উত্তর: ঘ

৮১। প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় কী দিয়ে?
ক. হার্ডওয়্যার খ. সফটওয়্যার
গ. ইন্টারনেট ঘ. অ্যাপস
সঠিক উত্তর: খ

৮২। স্মার্টফোনের বিভিন্ন অ্যাপস কোনটির মাধ্যমের করা?
ক. এমএসওয়ার্ড খ. এমএসএক্সেল
গ. নেটওয়ার্ক ঘ. প্রোগ্রামিং
সঠিক উত্তর: ঘ

৮৩। অ্যাপস মূলত কী?
ক. হার্ডওয়্যার খ. কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন
গ. সফটওয়্যার ঘ ইন্টারনেট
সঠিক উত্তর: গ

৮৪। ভবিষ্যতে সবকিছুই পরিচালিত হবে কিসের মাধ্যমে?
ক. নেটওয়ার্কের মাধ্যমে
খ. ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে
গ. মোবাইলের মাধ্যমে
ঘ. কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে
সঠিক উত্তর: ঘ

৮৫। কোনটির কার্যক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে?
ক. নেটওয়ার্ক খ. অপটিক্যাল ফাইবার
গ. ইলেকট্রনিক ডিভাইস ঘ. ই-পাব
সঠিক উত্তর: গ

৮৬। বর্তমানে কোন সাইটে প্রোগ্রামিং করার বিশাল সুযোগ রয়েছে?
ক. ফেসবুকে খ. ই-মেইল সাইটে
গ. ফ্রিল্যান্সিং সাইটে ঘ. টুইটারে
সঠিক উত্তর: গ

৮৭। মাইক্রোসফট কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক. গেমস নির্মাণ প্রতিষ্ঠান খ. সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান
গ. হার্ডওয়্যার প্রতিষ্ঠান ঘ. কারখানা
সঠিক উত্তর: খ

৮৮। ফেসবুক কী?
ক. ই-মেইল
খ. ফ্রিল্যান্সিং সাইট
গ. সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে
ঘ. তথ্য খোঁজার সাইট
সঠিক উত্তর: গ

৮৯। সফটওয়্যার ফার্ম খুলতে হলে কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি?
ক. হার্ডওয়্যার খ. প্রোগ্রামিং
গ. কল সেন্টার ঘ. ইন্টারনেট
সঠিক উত্তর: খ

৯০। গুগল কী ধরনের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান?
ক. অফিস সফটওয়্যার খ. সফটওয়্যার
গ. সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ঘ. হার্ডওয়্যার
সঠিক উত্তর: খ

৯১। বিশ্বব্যাপি কর্মসংস্থানের বাজার উন্মুক্ত করেছে-
ক. ডেটা খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
গ. কম্পিউটার ঘ. প্রোগ্রামিং
সঠিক উত্তর: খ

৯২। আইসিটির সর্বমুখী ব্যবহারের কারণে–
i. চাকরির ক্ষেত্র কমে যাচ্ছে
ii. কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে যোগদান করা সম্ভব হচ্ছে
iii. নিজেই কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
সঠিক উত্তর: গ

৯৩। কোনটির মাধ্যমে এক দেশে বসেই অন্য দেশের কাজ করা যায়?
ক. ইন্টারনেট খ. টেলিভিশন
গ. কীবোর্ড ঘ. রেডিও
সঠিক উত্তর: ক

৯৪। কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজে না করে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে করিয়ে নেয়াকে কী বলে?
ক. ফ্রিল্যান্সার খ. প্রোগ্রামিং
গ. নেটওয়ার্কিং ঘ. আউটসোর্সিং
সঠিক উত্তর: ঘ

৯৫। কোন ধরনের কাজে বিশেষ স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়?
ক. ব্যাংকিং খ. ফ্রিল্যান্সিং
গ. প্রোগ্রামিং ঘ. ব্যবসায়-বাণিজ্য
সঠিক উত্তর: খ

৯৬। শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী কোন শিল্পকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে?
ক. ইন্টারনেট খ. ফ্রিল্যান্সিং
গ. মোবাইল ঘ. কম্পিউটার
সঠিক উত্তর: খ

৯৭। যারা ফ্রিল্যান্সিং পেশায় জড়িত তাদের কী বলা হয়?
ক. ইঞ্জিনিয়ার খ. প্রোগ্রামার
গ. আরপানেট ঘ. ফ্রিল্যান্সার
সঠিক উত্তর: ঘ

৯৮। ফ্রিল্যান্সিং কোনটি নির্ভর?
ক. ব্যক্তি খ. অনলাইন
গ. পেশা ঘ. বায়ার
সঠিক উত্তর: খ

৯৯। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার সুবিধা হলো–
i. ঘরে বসে কাজ করা যায়
ii. দক্ষতার ভিত্তিতেই আয়ের পরিমাণ
iii. মাধ্যমিক পাস করলেই কাজের আবেদন করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
সঠিক উত্তর: ক

১০০। কোন ক্ষেত্রে যখন ইচ্ছা তখন কাজ করার স্বাধীনতা রয়েছে?
ক. ফ্রিল্যান্সিং খ. কল সেন্টারের চাকরি
গ. শিক্ষা প্রদান ঘ. হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং
সঠিক উত্তর: ক কজ

ফিডব্যাক : *prokashkumar08@yahoo.com*

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us

The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast…
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে আলোচনা

প্রকাশ কুমার দাস

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায়-৪ ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচটিএমএল থেকে গত ক্লাসের পর আজ আরো ২টি প্রয়োগমূলক/ব্যবহারিক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা

৩। নিচের টেবিলটি তৈরির HTML কোড লিখ।

DAS		
KUMAR	DAS	
PROKASH	KUMAR	DAS

উত্তর: উক্ত টেবিলটি তৈরির জন্য Notepad ওপেন করে HTML কোড লেখা হলো :

```
<html>
  <head>
   </head>
<body>
 <table border="1">
<tr>
  <td align="center"> DAS </td>
 </tr>

<table  border="1">
<tr>
  <td align="center"> KUMAR </td>
  <td align="center"> DAS </td>
 </tr>

<table border="1">
<tr>
  <td align="center"> PROKASH </td>
  <td align="center"> KUMAR </td>
  <td align="center"> DAS </td>
 </tr>
</body>
</table>
</html>
```

File মেনু থেকে Save এ ক্লিক করতে হবে। Save As ডায়ালগ বক্স আসবে। উক্ত Save As ডায়ালগ বক্সে যে নামে ফাইলটি সংরক্ষণ করা হবে সেই নাম লিখতে হবে (যেমন- Comp3.html)।
এখন যেকোনো ব্রাউজার থেকে Comp3 নামে ক্লিক করে আউটপুট পাওয়া যাবে।

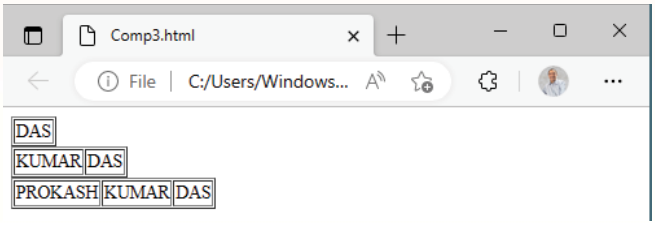

৪। নিচের টেবিলটি তৈরির HTML কোড লিখ।

		BOOK
	ICT	BOOK
HSC	ICT	BOOK

উত্তর: উক্ত টেবিলটি তৈরির জন্য Notepad ওপেন করে HTML কোড লেখা হলো :

```
<html>
  <head>
   </head>
<body>
 <p align="right"> <table border="1"> </p>
<tr>
  <td align="center"> BOOK </td>
 </tr>

<table  border="1">
<tr>
  <td align="center"> ICT </td>
  <td align="center"> BOOK </td>
 </tr>

<table border="1">
<tr>
  <td align="center"> HSC </td>
  <td align="center"> ICT </td>
  <td align="center"> BOOK </td>
 </tr>
</body>
</table>
</html>
```

File মেনু থেকে Save এ ক্লিক করতে হবে। Save As ডায়ালগ বক্স আসবে। উক্ত Save As ডায়ালগ বক্সে যে নামে ফাইলটি সংরক্ষণ করা হবে সেই নাম লিখতে হবে (যেমন- Comp4.html)।
এখন যেকোনো ব্রাউজার থেকে Comp4 নামে ক্লিক করে আউটপুট পাওয়া যাবে।

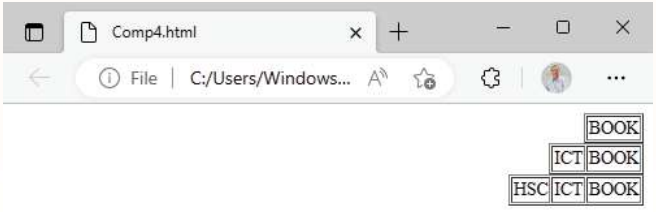

কজ

ফিডব্যাক : prokashkumar08@yahoo.com

কিবোর্ড শর্টকাটে কমপিউটারে মাউস ছাড়া চলবে জিমেইল

শারমিন আক্তার ইতি

আমাদের জীবনে Email একটা ভীষণ জরুরি বিষয়। একটা সময়ে দূরের বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে Email চালাচালি হতো। তবে হোয়াটসঅ্যাপের মতো একাধিক মেসেঞ্জার এসে সেই জায়গাটা দখল করেছে। তবে বহু ক্ষেত্রেই Email আজও অব্যর্থ। অফিস-আদালতের কাজ থেকে শুরু করে বহু ব্যক্তিগত কাজকর্মেই Email-এর বিকল্প নেই। আর এই Email-এর দুনিয়ায় 'দাদা' বলা যেতে পারে Gmail-কে। Google-এর এই Email সার্ভিসটি কার্যত আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তার আরও একটি বড় কারণ অবশ্যই Google-এর অন্য প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে সহজ সংযোগ। Gmail-এর অ্যাকাউন্ট থাকলে সহজেই ব্যবহার করা যায় Google drive থেকে শুরু করে Google Doc-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্ম। এমনকি Gmail-এর অ্যাকাউন্ট দিয়ে ব্যাকআপ নেওয়া সম্ভব আপনার মোবাইল ও ল্যাপটপের সব তথ্যও। আর এসব সুবিধার প্রথম তালাচাবি কিন্তু Gmail-এর অ্যাকাউন্ট। Gmail-এর এসব খুঁটিনাটি তো আপনাদের সবারই জানা। কিন্তু Gmail-এর সহজ শর্টকাটগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন কী? এগুলো আয়ত্তে থাকলে কিন্তু Gmail ব্যবহার করা আরও সহজ হতে চলেছে আপনার পক্ষে।

'Control + C' বা 'Control + V', এমন নানা শর্টকাট তো হামেশাই ব্যবহার করে থাকেন আপনার ল্যাপটপ বা কমপিউটারে। মুহূর্তে কপি হয়ে পছন্দের জায়গায় পেস্ট হয়ে যাবে প্রয়োজনীয় টেক্সট বা ফাইলটি। কিন্তু কোনো কোনো শর্টকাট কি ব্যবহার করলে এক নিমেষে সেরে ফেলা যাবে Gmail-এর রাজ্যের কাজ। আর তার জন্য মাউজ ছোঁয়ারও প্রয়োজন হবে না। Gmail-এ কিন্তু এমন অসংখ্য শর্টকাটের ছড়াছড়ি। কী কী সেসব? আসুন এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক।

কম্পোজ করুন আপনার Email

মেইন উইন্ডোতে থাকার জন্য ব্যবহার করুন 'shift+Esc' এই কিবোর্ড শর্টকাটটি। শুধু 'Esc' টিপলেই পৌঁছে যাবেন কম্পোজ অপশনে। সেখান থেকে 'Ctrl + .' এবং 'Ctrl + ,' -এর মতো কি প্রেস করে আপনি পরবর্তী কিংবা আগের চ্যাটে যাতায়াত করতে পারবেন। Gmail-এ গিয়ে মেইল কম্পোজ করার পর সেন্ড করার সহজ অপশনের কথা জানেন কি? তার জন্য আবার খেটেখুটে মাউসে হাত দেওয়া কিংবা কার্সর নাড়ানাড়ি করার প্রয়োজন নেই মোটেই। শুধুমাত্র কিবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করেই হতে পারে আপনার কার্যসিদ্ধি। কিবোর্ড থেকেই প্রেস করুন 'Ctrl + Enter' এই কি-দুটি। দেখবেন ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে আপনার Emailটি।

রিসিপেন্ট অ্যাড করতে দরকার নেই মাউসের

নিশ্চয়ই ভাবছেন, মেলটি কাকে পাঠাবেন, কাকে Bcc-তে রাখবেন, সেসব ঠিক করার জন্য মাউসের দরকার হবেই। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এসব ক্ষেত্রেও মাউসের দরকার হবে না মোটেই। কিবোর্ড থেকেই সেট করে দেওয়া যাবে সেসবও। cc রিসিপেন্ট অ্যাড করার জন্য কিবোর্ড থেকে প্রেস করুন 'Ctrl + Shift + c' এই কি-কম্বোটি। 'Ctrl + Shift + b' কি টিপলেই পৌঁছে যাবেন Bcc recipients অ্যাড করার অপশনে। ড্রাফট মুছে ফেলার জন্য টিপুন 'Ctrl + Shift + d' এই কি-কম্বো।

কিবোর্ড শর্টকাটেই ইনসার্ট করুন লিঙ্ক

আপনার কম্পোজ করা Email-এর ভিতরে কোনো লিঙ্ক ইনসার্ট করতে টিপুন ‘Ctrl + k’। অনেক সময়ই লেখার সময় বানান ভুল থেকে যায়। সেসব সমেত মেইল চলে গেলে কিন্তু আপনার ইমপ্রেশনের বারোটা। বানান ভুল ঠিক করতেও রয়েছে ‘Ctrl + ;’-এর মতো একাধিক কি-অপশন। বানানের সাজেশন পেতে একসাথে টিপুন ‘Ctrl + m’ এই দুটি কি।

স্টোরেজ ফাঁকা করুন কিবোর্ড ছুঁয়েই

Google ১৫ এই করে স্টোরেজ স্পেস দিলেও বহু সময়ই ওই জায়গায় বিপুল তথ্যভাণ্ডার আঁটাতে হিমশিম খেতে হয় আমাদের। এদিকে খুঁজে খুঁজে বড় বড় Emailগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া কিন্তু বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিবোর্ড শর্টকাটের সাহায্য নিয়ে সেই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারেন এক নিমেষে। আপনার Gmail inbox-এর সার্চ বারে গিয়ে লিখুন ‘Size:XM’। এই X শব্দটি দিয়ে মেগাবাইটের সাইজ বোঝানো হয়। ১০, ২০ এই সব ডিজিটের সাহায্যে বিভিন্ন আকার বা MB-এর ফাইলের কাছে পৌঁছে সেগুলো উড়িয়ে দিতে পারবেন সহজেই।

Gmail-এর রিপ্লাইও দেওয়া যাবে এক নিমেষে

মেইলের উত্তর দিতে চান মাউস না ছুঁয়ে। তা-ও সম্ভব Gmail-এ। কিবোর্ডে গিয়ে প্রেস করুন ‘Shift + Enter’ এই দুটি কি। এই শর্টকাট দিয়ে আপনি সরাসরি উত্তর দিতে পারবেন মেইলের। একই রকম শর্টকাট কাজ করে Google Chat-এও। কোলন তথা ‘ : ’ কি প্রেস করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন পছন্দসই কোনো ইমোজি। আগের মেলের উত্তর দিতে ওপর দিকের অ্যারো কি-টি প্রেস করুন কিবোর্ড থেকে।

আরও পড়ুন : কিবোর্ডের এই শর্টকাটগুলো না জানলে জেনে নিন!

এতদিনে আমরা জেনেই গেছি কোনো ভুল কিছু করে ফেললে সেখান থেকে ফেরার একটাই পথ ‘Ctrl + z’। এই কিবোর্ড শর্টকাট দিয়ে পৌঁছনো যায় আনডু অপশনে। ভুল করে আনডু করে ফেললেও শোধরানোর অপশন রয়েছে কিবোর্ডে। রিডু করার জন্য প্রেস করুন ‘Ctrl + Y’ কি-কম্বো। এই কি-গুলো একইভাবে কাজ করে Gmail বা Google-এর অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ও অ্যাপ্লিকেশনে। ফন্ট ঠিক করা থেকে লেখার আকার ছোট-বড় করা, এমনকি বোল্ড, ইটালিকস বা আন্ডারলাইন– সব কাজের জন্যই নির্ধারণ করা রয়েছে কিবোর্ড শর্টকাট। এমনকি কোনো টেক্সট স্ট্রাইক করতে পারেন কিবোর্ড থেকেই। প্রেস করুন

‘Alt + Shift + 5’। দেখবেন আপনার সিলেক্ট করা টেক্সটির পেট কেটে গিয়েছে আপনা-আপনিই।

Windows-এ রয়েছে গুচ্ছের Shortcut! স্মার্ট ওয়ার্ক করে মিলবে বাহবা

শর্টকাট আছে শর্টকাটেই : নিশ্চয়ই ভাবছেন কী করে মনে রাখবেন এসব হাজার রকমের শর্টকাট। তার উত্তরও রয়েছে শর্টকাটেই। সব শর্টকাটের হদিস পেতে Gmail-এ গিয়ে টিপুন ‘Shift + ?’ এই দুটি কি। দেখবেন সব শর্টকাটের তথ্য আপনা-আপনিই এসে গিয়েছে আপনার স্ক্রিনজুড়ে, যা দেখে আপনি ফের ঝালিয়ে নিতে পারেন আপনার স্মৃতিভাণ্ডারকে। তাই আপাতত শর্টকাটের সাত সতেরো মনে রাখতে না পারলেও ভুলবেন না এই মাস্টার-কি দুটিকে। আর একবার শর্টকাটে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে Gmail-এর কাজ যে আরও সহজ হয়ে যেতে চলেছে, তা বলা যেতে পারে নিশ্চিতভাবেই কজ

ফিডব্যাক : mehrinety3131@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing
LIVE
YouTube LIVE
Web Conferencing Solution
StreamingLive
Starting From
Only 15,000 BDT
About Us
The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.
Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel
The program we live webcast...
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event
01670223187
01711936465
comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com

২০২৩ সালে আসতে চলেছে নতুন হোয়াটসঅ্যাপ ফিচার

রাশেদুল ইসলাম

আসতে চলেছে এই নতুন হোয়াটসঅ্যাপ ফিচারগুলো।

বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় অধিকাংশ মানুষ নিজেদের বন্ধু-বান্ধব বা পরিজনদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নামক ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করছে।

মূলত অন্যান্য কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্মের তুলনায় অধিক সুযোগ-সুবিধা এবং অগুণিতক কার্যকরী ফিচার অফার করার দরুন মেটা-মালিকানাধীন এই অ্যাপটিকে আপন করে নিয়েছে একাধিক দেশের নিবাসীরা।

যেমন কয়েক মাস আগে উক্ত অ্যাপটি ইউজারদের সুবিধার্থে ২ জিবি পর্যন্ত সাইজের মিডিয়া ফাইল শেয়ার করার ফিচার চালু করেছিল।

একই সাথে একত্রে একাধিক গ্রুপ সংযুক্ত করার জন্য 'কমিউনিটিজ', 'ভিউ ওয়ান্স' প্রাইভেসি ফিচারের অধীনে ছবি ও ভিডিও পাঠানো, ৩২ জনের সাথে একসাথে ভিডিও কলিং করা, ১০২৪ জন মেম্বারকে গ্রুপে অ্যাড করা এবং মেসেজ রিঅ্যাকশনের মতো একাধিক বৈশিষ্ট্যকে সম্প্রতি এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হয়েছিল।

আর এখন কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে যে, একটা বিশাল আসন্ন ফিচারের ফর্দ তৈরি করেছেন মেটা-কর্ণধার মার্ক জুকারবার্গ।

ফলে চলতি বছরের শেষের দিকে এবং ২০২৩ সাল জুড়ে হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস ও পার্সোনাল উভয় সংস্করণেই একগুচ্ছ নতুন ফিচারের উপস্থিতি নজরে পড়বে।

২০২৩ সালের আপকামিং হোয়াটসঅ্যাপ ফিচারের তালিকা

এই প্রতিবেদনে 'কনফার্মড' ফিচারগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন আন্ডার-ডেভেলপমেন্ট ফিচারকেও শামিল করা হয়েছে, যার বিশদ নিম্নরূপ।

১. স্ক্রিনশট ব্লক : মেটা-মালিকাধীন এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি বর্তমানে 'স্ক্রিনশট ব্লক' নামক একটি বিশেষ ফিচারের বিটা টেস্টিং পরিচালনা করছে। কার্যকারিতার কথা বললে, স্ক্রিনশট-ব্লকিং ফিচারটি ইউজারদের 'ভিউ ওয়ান্স' বিকল্পের অধীনে প্রেরিত ভিডিও এবং ছবির স্ক্রিনশট নিতে বাধা দেবে।

সোজা কথায় বললে, অধিক নিরাপত্তার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে মিডিয়া ফাইলের ক্ষেত্রে 'স্ক্রিন রেকর্ডিং অ্যান্ড ক্যাপচারিং রেস্ট্রিকশন' এনাবল করার সুবিধা প্রদান করবে ইউজারদের।

২০২২ সালের শেষের দিকে বা ২০২৩ সালের শুরুতে হোয়াটসঅ্যাপ ইউজাররা স্ক্রিনশট ব্লক ফিচার অ্যাক্সেস করার সুবিধা পেয়ে যেতে পারেন।

২. ক্লিকযোগ্য হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস লিঙ্ক : এই বৈশিষ্ট্যটির সাহায্যে ইউজাররা ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের 'স্টোরি'র মতো হোয়াটসঅ্যাপেও স্ট্যাটাস আপলোড করার সময়ে ক্যাপশনে হাইপারলিঙ্ক URL এনাবল করতে পারেন।

যার দরুন স্ট্যাটাস ভিউয়াররা সরাসরি লিংকে ক্লিক করার মাধ্যমে URL অ্যাক্সেস করতে পারবেন।

৩. হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস প্রিমিয়াম : আর এবার দেখাদেখি হোয়াটসঅ্যাপও তাদের বিজনেস অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক একটি প্রিমিয়াম পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যার দরুন হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস ইউজাররা অন্যদের থেকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা অ্যাক্সেস করতে পারবেন।

যেমন– কাস্টম বিজনেস লিঙ্ক তৈরি এবং একই অ্যাকাউন্টকে চারটির বেশি ডিভাইসে ব্যবহার করার মতো বিকল্প উপলব্ধ হতে পারে এই ফিচারের অধীনে।

৪. হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস ভার্সনের জন্য বিজনেস টুল ট্যাব : খুব শীঘ্রই হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস ইউজাররা তাদের অ্যাপের হোম স্ক্রিনের উপর দিকে বিজনেস টুল নামে একটি নতুন ট্যাব দেখতে পাবেন।

এই নতুন ট্যাবটি ইন-অ্যাপ সেটিংসে না গিয়ে বরং হোম স্ক্রিন থেকেই ঝটপট বিজনেস টুলগুলোকে অ্যাক্সেস করতে দেবে ইউজারদের।

এমনকি আসন্ন ট্যাবে কোম্পানির প্রোফাইল, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক অ্যাড কানেক্টিভিটিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫. অবতার : ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে ইতিমধ্যেই লঞ্চ হওয়া অবতার ফিচার খুব শীঘ্রই দেখা যেতে পারে হোয়াটসঅ্যাপেও।

হোয়াটসঅ্যাপের ফিচার ট্র্যাকিং সাইট WABetaInfo, এই আসন্ন ফিচারের আগমনের খবর প্রকাশ্যে এনেছে।

রিপোর্ট অনুসারে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ভিডিও কল করার সময় একটি মাস্কড স্টিকার হিসাবে অবতারগুলোকে ব্যবহার করা যাবে।

৬. কম্প্যানিয়ন মোড– মাল্টি-ডিভাইস স্ক্যান : হোয়াটসঅ্যাপে আসন্ন কম্প্যানিয়ন মোড ইউজারদের তাদের বিদ্যমান অ্যাকাউন্টকে ট্যাবলেটসহ আরেকটি সেকেন্ডারি মোবাইল ডিভাইসের সাথে লিঙ্ক করার অনুমতি দেবে।

এছাড়া ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইউজাররা শুধুমাত্র একটি বিকল্প পান যা হলো হোয়াটসঅ্যাপের ওয়েব ভার্সন।

৭. প্রেরিত মেসেজ ডিলিট করার সময়সীমা বর্ধিত করা হবে : হোয়াটসঅ্যাপ তাদের 'ডিলিট ফর এভরিওয়ান' বিকল্পের সময়সীমা আপডেট করতে পারে।

উক্ত মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি বর্তমানে মেসেজ পাঠানোর পরবর্তী ১ ঘণ্টা, ৮ মিনিট এবং ১৬ সেকেন্ড পর্যন্ত তা ডিলিট করার সুবিধা দিতো। তবে আসন্ন আপডেট রোলআউট হওয়ার পর হোয়াটসঅ্যাপ ইউজাররা সম্ভবত ২ দিন ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় পাবেন প্রেরিত মেসেজ ডিলিট করার।

আসলে ভুলবশত কোনো টেক্সট পাঠিয়ে দিলে তা দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ইউজাররা যাতে তা ডিলিট করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই মেটা-মালিকাধীন অ্যাপটির এই পদক্ষেপ।

৮. গ্রুপে প্রেরিত অবাঞ্ছিত মেসেজ ডিলিট করতে পারবে অ্যাডমিন : একটি গ্রুপের সাথে একাধিক সদস্য যুক্ত থাকেন। আর একের অধিক মানুষের সমাগম যেখানে, সেখানে নানাবিধ মতামত বা বাক্যালাপ তো চলতেই থাকবে।

এবার কোনো সদস্য যদি বেফাঁস কোনো মন্তব্য করে বা ভুল কিছু পাঠায় গ্রুপে তবে মেসেজটি সেই সদস্য ভিন্ন আর কেউ ডিলিট করতে পারত না।

কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ এমন একটি ফিচার আনার কথা ভাবছে, যার মাধ্যমে গ্রুপ অ্যাডমিন যেকোনো সদস্য দ্বারা প্রেরিত মেসেজ ডিলিট করার বিশেষ অধিকার পাবেন।

এই ক্ষমতা শুধুই গ্রুপ অ্যাডমিন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, অন্য সদস্যের কাছে উপলব্ধ হবে না।

৯. হোয়াটসঅ্যাপে ডিলিট করা মেসেজ পুনরুদ্ধার করা : হোয়াটসঅ্যাপ ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে 'রিট্রিভ ডিলিট মেসেজ' নামক একটি ফিচারকে আনুষ্ঠানিকভাবে রোলআউট করে দেবে। তবে এই মুহূর্তে আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি শুধুমাত্র বেটা ইউজারদের জন্যই উপলব্ধ। তবে সফল বেটা টেস্টিংয়ের পর এই ফিচারের অ্যাক্সেস প্রত্যেক দেশের হোয়াটসঅ্যাপ ইউজাররা পাবেন কজ

ফিডব্যাক : cyberpoint0404@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing

LIVE
YouTube LIVE
Web Conferencing Solution
StreamingLive

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us

The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast…
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com

কীভাবে গুগল ফর্ম তৈরি করা যায় এবং গুগল ফর্ম তৈরির নিয়ম

রাশেদুল ইসলাম

কীভাবে গুগল ফর্ম তৈরি করা যায়? গুগল ফর্ম তৈরি করার নিয়ম কী? আজকের আর্টিকেলের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণটা জানতে চলেছি। আমেরিকাভিত্তিক বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা গুগল ইউজারদের সুবিধার্থে প্রায়শই তাদের প্ল্যাটফর্মে নানাবিধ কার্যকরী ফিচার যুক্ত করে থাকে।

গুগল টেক জায়ান্টটির সার্চ ইঞ্জিনে গেলে পেজের ঠিক ওপরে ডান কোণে একগুচ্ছ বিকল্প সমন্বিত একটি ড্রপডাউন মেনু পাওয়া যাবে। যার মধ্যে নিত্যদিনের খবরাখবর পাওয়ার অ্যাপ থেকে শুরু করে ম্যাপস, অনলাইন ভিডিও চ্যাটিংয়ের অপশন-মিট, এমনকি ব্যবসা পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রোফাইল তৈরির টুল পেয়ে যাবেন।

এক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশ্য যদি থাকে অনলাইনে একটি ফর্ম তৈরি করার তাহলেও আপনাকে নিরাশ করবে না গুগল।

গুগল অ্যাকাউন্টের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ড্রাইভে গিয়ে আপনারা 'গুগল ফর্ম' (Google Forms) নামক একটি টুল পেয়ে যাবেন। এর সাহায্যে আপনি ইচ্ছানুসারে কাস্টমাইজ ডিজাইনসহ খুবই সহজ একটি পদ্ধতি অনুসরণে আকর্ষণীয় ফর্ম বানাতে পারবেন।

তবে সবথেকে মজার বিষয় হলো, আপনি এই ফর্ম ইমেইলসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করতে পারবেন এবং উত্তরদাতাদের সব ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ হয়ে যাবে আপনার গুগল ড্রাইভে।

ফলে কম খাটনিতে সহজে কাজ হাসিল করার অন্যতম উপায় হলো গুগল ফর্ম। এক্ষেত্রে আপনি যদি Google Docs-এ কীভাবে অনলাইনে ফর্ম তৈরি করে তা না জেনে থাকেন, তবে আজ আপনাকে ফর্ম বানানোর প্রাথমিক ধাপগুলো শেখাব এবং সেই সাথে ফর্ম শেয়ার করার পদ্ধতিও বিশ্লেষণ করব।

গুগল ফর্ম কী?

গুগল বিকশিত এই টুল ব্যবহার করার আগে গুগল ফর্ম আদপে কী তা জেনে নেওয়া দরকার। টেক জায়ান্ট গুগল ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে সর্বপ্রথম 'গুগল ফর্ম' নামক টুলটির ঘোষণা করে।

এরপর ২০১৭ সালে এসে গুগল ফর্মে নানাবিধ নতুন ফিচার যুক্ত করার মাধ্যমে একটি আপগ্রেডেড ভার্সনকে ইউজারদের কাছে পেশ করা হয়েছিল। যাই হোক, গুগল ফর্ম হলো গুগল দ্বারা অফার করা একটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যের অনলাইন টুল। এটি অনলাইন তথ্য সংগ্রহ বা যেকোনো ধরনের অনলাইন সার্ভের জন্য ব্যবহার হয়।

আর সবথেকে মজার বিষয় হলো, গুগল ফর্মে এন্টার করা প্রত্যেকটি তথ্য সরাসরি আপনার গুগল ড্রাইভে সংরক্ষিত হয়ে যাবে। উক্ত টেক জায়ান্টটির দ্বারা অফার করা এই ফ্রি টুল ব্যবহার করে

আপনি বিবিধ ধরনের অনলাইন ফর্ম তৈরি করতে পারবেন স্প্রেডশিট আকারে।

যেমন অনলাইন সার্ভে, কুইজ, কন্টাক্ট ফর্ম, প্রতিযোগিতা বা ইভেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, অনলাইন ডকুমেন্ট, জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, বায়োডাটা ফর্ম, টিক-মার্ক জাতীয় অনলাইন প্রশ্নপত্র ইত্যাদি তৈরি করার জন্য আলোচ্য গুগল সফটওয়্যারটি আদর্শ।

আবার কিছু ব্যবসায়িক সংস্থা উক্ত বিকল্পটিকে কর্মচারীদের কাছ থেকে মিটিং বা কনফারেন্সের ব্যবস্থাপনা অথবা কোনো পণ্যের গুণমান বিষয়ে মতামত পেতেও ব্যবহার করে থাকে।

এছাড়া কাস্টমারের ফিডব্যাক সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এই টুল কাজে লাগানো যেতে পারে।

গুগল ফর্মের যেকোনো বিষয়কেন্দ্রিক ফর্ম তৈরির জন্য একাধিক সুদৃশ্য টেমপ্লেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো ব্যবহার করে খুব সহজ কয়েকটি পদ্ধতি অনুসারে একটি দৃষ্টি-আকর্ষক ফ্রম চোখের নিমেষে তৈরি করা সম্ভব।

কীভাবে একটি নতুন গুগল ফর্ম তৈরি করবেন (গুগল ফর্ম তৈরি করার নিয়ম)

গুগল ফর্ম কী এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে তো ধারণা পেলেন; এবার এই টুলের সাহায্যে কীভাবে ফর্ম তৈরি করতে হয় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

ধাপ ১ : গুগল ফর্ম ওপেন করুন : গুগল ফর্ম তৈরি করার প্রথম ধাপ হলো এই টুলটি ওপেন করা। এর জন্য আপনি আপনার ডিভাইসে থাকা ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে forms.google.com এই লিঙ্কটি এন্টার করতে পারেন।

অথবা সরাসরি গুগল ড্রাইভে গিয়ে সেখান থেকে "New" এবং পরবর্তীতে "Google Forms" অপশন বেছে নিন ("New" > "Google Forms").

ধাপ ২ : উপযোগী একটি টেমপ্লেট নির্বাচন করুন : গুগল ফর্মে বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট অফার করা হয়েছে যেগুলো ফ্রিতে

ব্যবহার করা যাবে। তাই আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে সবচেয়ে উপযুক্ত একটি টেমপ্লেট বেছে নিতে পারেন।

এক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি– আরএসভিপি (RSVP), কন্টাক্ট ইনফরমেশন, পার্টির ইনভিটিশনসহ আরও নানাবিধ টেমপ্লেট রয়েছে এ তালিকায়।

যাই হোক, আপনি যদি আপনার বিষয়-উপযোগী টেমপ্লেট না খুঁজে পান বা কোনটি ব্যবহার করবেন তা নিয়ে অনিশ্চিত থাকেন তাহলে একটি 'ব্ল্যাঙ্ক' টেমপ্লেট চয়ন করতে পারেন এবং পরে এটিকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন।

ধাপ ৩ : গুগল ফর্মের টাইটেল পরিবর্তন করুন : একটি টেমপ্লেট নির্বাচন করার পরবর্তী ধাপটি হলো গুগল ফর্মের টাইটেলে পরিবর্তন করা। এটা করার জন্য পেজের একদম ওপরে "Untitled form" লেখা একটি টেক্সট বক্স দেখতে পাবেন, এতে ক্লিক করুন।

এবার আপনি যেই বিষয়কে কেন্দ্র করে ফর্ম বানাচ্ছেন সেই সম্পর্কিত একটি নতুন টাইটেল বা শিরোনাম লিখুন।

উদাহরণস্বরূপ, জন্মদিনের জন্য আয়োজিত পার্টির জন্য আমন্ত্রণ পাঠালে "RSVP for My Birthday Party" অথবা কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তথ্যাদি পেতে চাইলে "Contact Information Form" লিখতে পারেন টাইটেল বক্সে।

প্রসঙ্গত, আপনি যেই বিষয়ে ফর্ম তৈরি করছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও এন্টার করতে পারবেন। এমনটা করলে উত্তরদাতার জন্য বিষয়টি বোঝা আরো সহজ হবে।

বিবরণ যোগ করার জন্য আপনি "Title" সেকশনের ঠিক নিচেই "Form description" লেখা একটি টেক্স বক্স পেয়ে যাবেন, এতে ক্লিক করুন এবং বিষয় সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

ধাপ ৪ : প্রশ্ন এবং উত্তর সামঞ্জস্য করুন : ফর্ম তৈরির প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার সময় এসেছে প্রশ্ন ও উত্তর যোগ করার!

তবে গুগল ফর্মে প্রশ্ন যুক্ত করার পদ্ধতিটি খুবই সহজ। এখান থেকে আপনি একাধিক পছন্দসই স্টাইল বেছে নিতে পারবেন, যথা মাল্টিপল চয়েস (multiple-choice), ড্রপডাউন (drop-down), শর্ট অ্যানসার (short answers), চেকবক্স (Check Box) ইত্যাদি। ফর্মে প্রশ্ন যোগ করতে হলে "Untitled Question" লেখা টেক্সটটিতে ক্লিক করে নিজের প্রশ্ন এন্টার করতে পারেন।

এবার ফর্ম পরিদর্শকরা যাতে উত্তর দিতে সক্ষম হন, তার জন্য আপনি পাশে থাকা ড্রপডাউন মেনু থেকে উত্তর বাছাইয়ের স্টাইল নির্বাচন করতে পারবেন।

উদাহরণস্বরূপ

- আপনি যদি কারো নাম জিজ্ঞাসা করেন তবে "শর্ট অ্যানসার" (short answers) স্টাইল বেছে নিন।
- যদি হ্যাঁ বা না উত্তর চান তবে "চেকবক্স" (Check Box) বিকল্পে ক্লিক করুন।
- আর ক্রেতাদের থেকে ফিডব্যাক পাওয়া উদ্দেশ্য হলে "প্যারাগ্রাফ" (Paragraph) অপশনটি চয়ন করতে পারেন।

গুগল ফর্ম, প্রশ্নের পাশে ছবি বা ভিডিও অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেয়। এমনটা করতে চাইলে কোয়েশ্চেন টুলবার থেকে পিকচার বা ভিডিও আইকনে ক্লিক করুন।

আবার আপনি যদি কোয়েশ্চেন টুলবারকে একাধিক সেকশনে বিভক্ত করতে চান, তবে এখানে আপনি সেকশন হেডার (section headers) যোগ করার বিকল্পও পেয়ে যাবেন।

এর জন্য কোয়েশ্চেন টুলবার থেকে Add section বাটনে ক্লিক করুন।

একবার আপনি আপনার পছন্দসই সব প্রশ্ন যোগ করলে আপনার পছন্দ অনুযায়ী ফর্মটি কাস্টমাইজ করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার সময়!

ধাপ ৫ : ইচ্ছানুসারে গুগল ফর্ম থিম কাস্টমাইজ করুন : গুগল ফর্ম বিবিধ ধরনের থিম অফার করে থাকে, যেখানে আপনি স্টাইলিশ ফ্রন্ট থেকে শুরু করে আকর্ষণীয় কালার বার পেয়ে যাবেন। এগুলোকে আপনি আপনার ফর্মটিকে কাস্টমাইজ করতে ব্যবহার করতে পারেন।

ফর্মের থিম পরিবর্তন বা কাস্টমাইজ করার জন্য পেজের উপরি-ডান কোণে থাকা "Theme" বাটনে ক্লিক করুন।

এ ছাড়া আপনি "Customize" বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমেও নিজস্ব কাস্টম থিম তৈরি করতে পারবেন।

এখানে আপনাকে ফর্মের রঙ, ফন্ট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করার বিকল্প দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, আপনি "Untitled form" বিভাগে হেডার হিসেবে ছবি যোগ করারও সুবিধা পেয়ে যাবেন।

ছবিতে নিজের ব্যবসার বা কোম্পানির কভার দিতে পারেন, অথবা বিষয়কেন্দ্রিক একটি উপযুক্ত ছবি গুগল থেকে বাছাই করতে পারেন। এমনটা করলে উত্তরদাতার কাছে ফর্মের বিষয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ধাপ ৬ : ফর্মের প্রিভিউ দেখুন : আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন, যেকোনো অ্যাপ বা প্রোডাক্ট পাবলিক করার আগে একটি ডেমো-টেস্ট রান করা হয়। তেমনি আপনি নিজের তৈরি ফর্মটি সবার সাথে শেয়ার করার আগে প্রিভিউ করে দেখে নিতে পারেন।

এক্ষেত্রে গুগল ফর্মে "Preview" বিকল্পটি পেজের একদম উপরি-ডান কোণে অবস্থিত।

এই বাটনে ক্লিক করুন, এরপর একটি নতুন ট্যাবে আপনার ফর্ম খুলবে।

এখানে আপনি প্রত্যেকটি সেকশন এবং বাটন যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কোয়েশ্চেন সেকশন চেক করে দেখতে পারেন।

আপনি যদি আপনার ফর্মটির ডেমো দেখে সন্তুষ্ট হন তবে এটি এবার সেন্ড বা শেয়ার করার প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। কীভাবে গুগল ফর্ম লিঙ্ক তৈরি করবেন ও ই-মেইলের মাধ্যমে শেয়ার করবেন?

ফাইনাল স্টেপটি হলো আপনার দ্বারা তৈরি করা গুগল ফর্ম শেয়ার সবার সাথে শেয়ার করা!

এমনটা করতে হলে পেজের উপরি-ডান কোণে থাকা "Send" বাটনে ক্লিক করুন।

এবার একটি শেয়ারিং ডায়ালগ খুলবে, আপনি যদি গুগল ফর্মটিকে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে বা একটি লিঙ্কের মাধ্যমে শেয়ার করতে চান, তার বিকল্প দেখতে পেয়ে যাবেন।

আবার আপনি চাইলে যেকোনো ওয়েবসাইটে আপনার ফর্মকে অ্যামবেডও করতে পারবেন।

ই-মেইলের মাধ্যমে গুগল ফর্ম পাঠাতে হলে কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তির ই-মেইল অ্যাড্রেস লিখুন যাদের আপনি ফর্মটি সেন্ড করতে ▸▸

চান।

এরপর ফর্ম পাঠানোর উদ্দেশ্য জানিয়ে "subject" সেকশনে টাইটেল দিন এবং একটি সংক্ষিপ্ত মেসেজ যোগ করুন। এরপর "Send" বোতামে ক্লিক করুন।

আপনি যদি একটি লিঙ্কের মাধ্যমে আপনার ফর্ম শেয়ার করতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে "link" আইকনে ক্লিক করে তাতে থাকা "Short Link" বিকল্পটি বেছে নিন এবং লিঙ্কটি কপি করুন।

এবার ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে আপনি শুধুমাত্র কপি/পেস্ট করার মাধ্যমে সবার সাথে নিজের ফর্মটি শেয়ার করতে পারবেন।

ব্যস এই ৭টি ধাপ যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন তবে জানবেন আপনি শিখে গেছেন গুগল ফর্ম তৈরির মন্ত্র!

গুগল ফর্ম তৈরির কৌশল বা গুগল ফর্ম তৈরি করার নিয়ম তো না হয় জেনে গেছেন, কিন্তু কাজ শুরু করার আগে এই টুলটি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলোও জেনে নেওয়া উচিত। বিশদ নিম্নরূপ–

গুগল ফর্ম ব্যবহারের সুবিধা

- গুগল ফর্ম হলো এমন একটি ফ্রি অনলাইন টুল যার সাহায্যে খুব সহজে তথা কার্যকর পদ্ধতিতে অনলাইনে ডাটা সংগ্রহ করা যায়।
- গুগল প্রদত্ত এই ইন্টারফেসটি ব্যবহার করা খুবই সহজ এবং ইন্টারনেট সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা যেকোনো ব্যক্তি এই টুলটি ব্যবহার করে ফর্ম তৈরি করতে পারবেন।
- ফর্মগুলোকে গুগল স্প্রেডশিটের সাথে একীভূত করা হয়। যার ফলে আমরা সংগৃহীত ডাটাকে স্প্রেডশিট আকারে দেখতে পাই।
- গুগল ফর্ম তৈরি করার সময় এতে প্রিভিউ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে।
- আমরা ই-মেইলের মাধ্যমে গুগল ফর্ম পাঠাতে পারি। একই সাথে নিজস্ব ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত রাখতে পারি অথবা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে লিঙ্করূপে শেয়ার করতে পারি।
- গুগল ফর্মে আপনি সীমাহীন প্রশ্ন ইনপুট করতে পারবেন।

গুগল ফর্ম ব্যবহারের অসুবিধা

- গুগল ফর্ম ব্যবহার করার জন্য ইন্টারনেট কানেকশন থাকা বাধ্যতামূলক। কেননা গুগল তাদের এই টুলকে শুধুমাত্র ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন রূপেই উপলব্ধ করেছে।
- থিম এবং টেমপ্লেটের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় ইচ্ছানুসারে অ্যাডভান্স ডিজাইন কাস্টমাইজেশন করতে গিয়ে হতাশ হতে হবে।
- গুগল ফর্ম শুধুমাত্র ৫০০ কেবি পর্যন্ত সাইজের টেক্সট গ্রহণ করতে পারে। একই সাথে সর্বোচ্চ ২ এমবি রেজ্যুলেশনের ছবি এক্সপোর্ট করা যাবে এবং স্প্রেডশিটের সংখ্যা ২৫৬ সেল বা ৪০ শিটের মধ্যে সীমায়িত থাকবে।

শেষকথা

তাহলে পাঠকবৃন্দ, কীভাবে গুগল ফর্ম তৈরি করা যায় বা গুগল ফর্ম তৈরি করার নিয়ম কী? আজকের আর্টিকেলের মাধ্যমে আমরা এই সম্পূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারলাম।

আশা করছি আমাদের আজকের আর্টিকেলটি আপনাদের কাজে অবশই লাগবে।

কীভাবে Google Form তৈরি করবেন, বিষয়টি নিয়ে লেখা এই আর্টিকেলটি সোশ্যাল মিডিয়াতে অবশ্যই শেয়ার করবেন।

এ ছাড়া আর্টিকেলের সাথে জড়িত কোনো ধরনের প্রশ্ন বা পরামর্শ থাকলে ই- মেইল করে অবশ্যই জানাবেন কজ

ফিডব্যাক : cyberpoint0404@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing
LIVE YouTube LIVE
Web Conferencing Solution StreamingLive
Starting From
Only 15,000 BDT
About Us
The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.
Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast…
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465
comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com

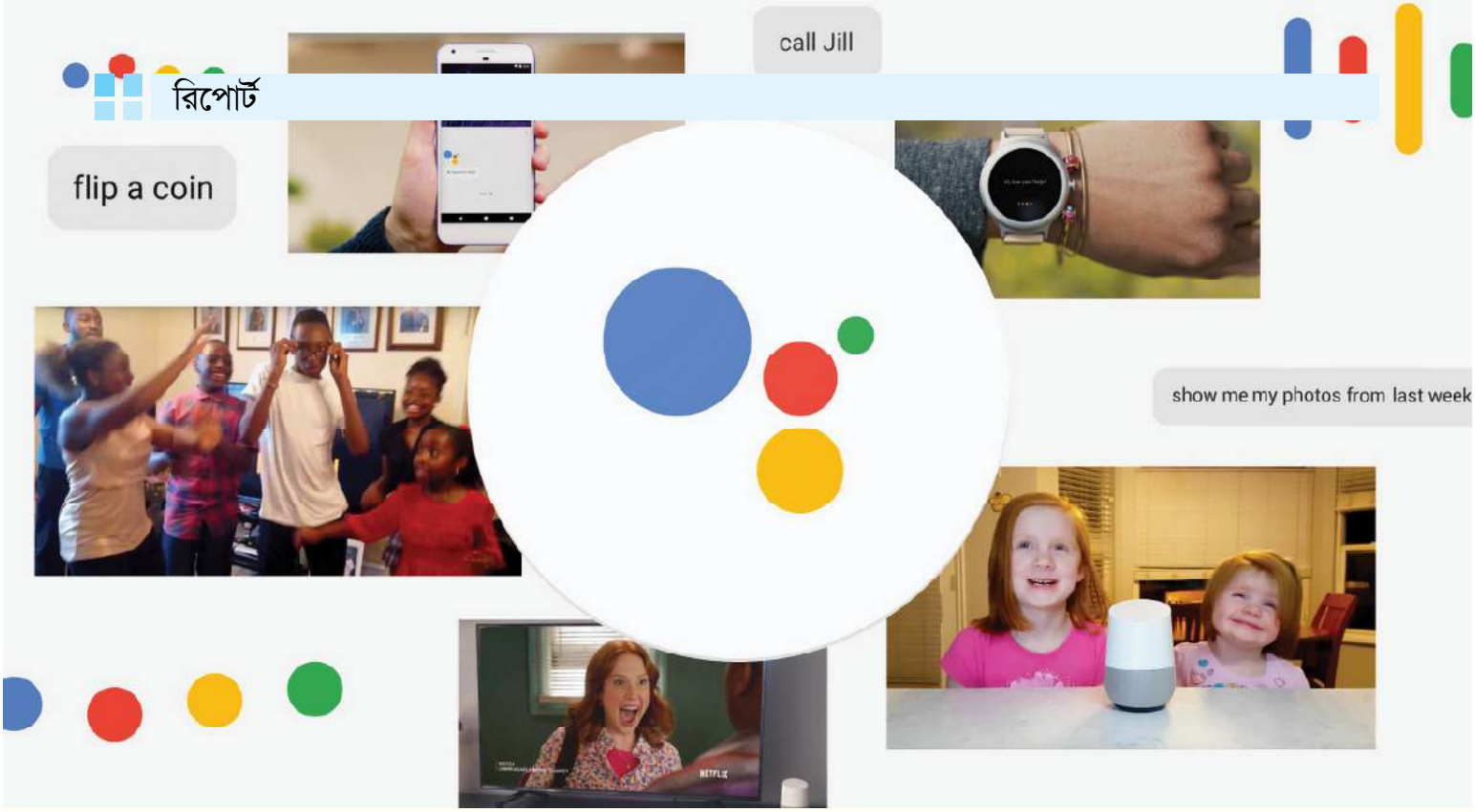

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও এর কাজ কী এবং কীভাবে সেটিং করবেন

শারমিন আক্তার ইতি

Google assistant কী? আজকের আর্টিকেলে আমরা এ বিষয়ে জানব।

আগেকার সময়ের ইংরেজি ছবিগুলোতে আমরা দেখতাম যে সেখানে বিভিন্ন robots বা electrical equipment ও deviceগুলোকে voice-এর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া যেত।

তবে এই প্রক্রিয়াকে বলা হতো "voice based artificial intelligence".

কেবল শব্দের মাধ্যমে (voice) একটি electronic device-কে নিয়ন্ত্রণ করা বা কাজ করানোটা বাস্তব জীবনে কখনো সত্যি হতে পারে বলে আমরা ভাবতেও পারিনি।

কিন্তু, প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়নের ফলে আজ আমরা আমাদের ঘরে এবং দপ্তরে এই ধরনের Artificial intelligence প্রযুক্তির ব্যবহার করছি।

এবং এই Artificial Intelligenceগুলোর মধ্যে কিছু হলো 'Alexa', 'Siri' এবং 'Google assistant'.

এখনের বর্তমান সময়ে আমরা AI-এর মাধ্যমে গান শোনা, নিউজ শোনা, video play, weather-এর বিষয়ে জানা, কোনো ব্যক্তিকে ফোন বা এসএমএস (SMS) করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে নিতে পারি নিজের হাত না লাগিয়ে কেবল voice command-এর মাধ্যমে।

তবে এই ধরনের AI-এর লাভ আমরা সহজেই নিতে পারছি কেবল Google-এর Google assistant ব্যবহার করে। কেননা, গুগলের ফলেই আজ প্রত্যেক Android mobile user এই আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারছেন। যদি আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে Google Assistant দেওয়া রয়েছে, তাহলে আপনারা কেবল 'voice commando-এর মাধ্যমেই নিজের মোবাইল না ছুঁয়ে মোবাইলকে আদেশ দিতে পারবেন। Google-এর Artificial Intelligence (AI) বর্তমান সময়ে প্রচুর উন্নত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক সহজেই Google-এর AI আমাদের অন্যান্য device-এর সাথে integrate হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট অনেকের দৈনন্দিন জীবনের একটি ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই আমি ভাবলাম, 'গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট কী', এ বিষয়ে আপনাদের সম্পূর্ণসহ বুঝিয়ে বলি।

তাছাড়া আমরা এই আর্টিকেলে জানব যে, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ কী এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটিং কীভাবে করতে হয়।

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট কী?

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট হলো গুগলের নিজের Smart Voice

Controlled Assistant যেটা মূলত Artificial Intelligence (AI)-এর ওপর কাজ করে।

Google-এর এই virtual assistant মূলত mobile এবং smart home devicesগুলোর জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে। এমনিতে গুগলের আগের একটি virtual assistant রয়েছে যেটাকে আমরা Google now নামে জানি।

এবং বলা হয় যে Google Assistant হলো Google Now-এর একটি extension যেটাকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এট Google-এর আগের থেকে থাকা "Ok Google" voice control-এর একটি উন্নত মডেল বা প্রযুক্তি।

এটাকে তৈরি করা হয়েছে মোবাইল ফোন এবং স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলোতে voice command-এর সুবিধাজনক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। Voice command ব্যবহার করে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে আপনারা যেকোনো ধরনের কথা বলতে পারবেন। যেকোনো ধরনের প্রশ্ন করার সাথে সাথেই আপনাকে উত্তর দিয়ে দেয় গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

Google assistant 'ভয়েস' এবং 'টেক্সট' দুই ধরনের command সাপোর্ট করে।

গুগল নাও কী?

গুগল নাও (Google now) হলো গুগলের দ্বারা তৈরি voice-activated personal assistant যেটাকে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের পুরোনো ভার্সন (version) বলেও বলা হয়। Google now সম্পূর্ণটা প্রায় Apple-এর Siri এবং Microsoft-এর Cortanai মতোই। এটা আসলে Android এবং iOS deviceগুলোতে থাকা Google search app-এর একটি feature ছিল। এর মাধ্যমে আমরা natural-sounding voice command ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নিতে পারতাম।

যেমন ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্চ, alarms দেওয়া, volume adjust করা, social media posting ইত্যাদি।

Google now-এর ব্যবহার তখন প্রচুর সুবিধাজনক ছিল, যখন আপনারা নিজের device/mobile-টিকে হাত না লাগিয়েই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারতেন।

"Ok Google" voice command ব্যবহার করে screen lock থাকা অবস্থাতেও hands-free accessibility-এর সুবিধা ছিল। তবে, বর্তমানে Google দ্বারা Google Now-এর সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সেবা এখনো বন্ধ করা হয়নি, তবে একে আরো উন্নত করে দেওয়া হয়েছে।

Google assistant-কে আমরা Google Now-এর আধুনিক version হিসেবে বলতে পারি। কারণ, গুগলের এই আধুনিক অ্যাসিস্ট্যান্ট গুগল নাও-এর মতো একই সব কাজ করে এবং সাথে আরো নতুন নতুন কাজগুলো করতে পারে। তাছাড়া গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের interface প্রচুর friendlier এবং conversational.

মোবাইলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটিং কীভাবে করবেন?

নিজের মোবাইল ফোনে (smartphone) গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করার জন্য প্রথমে আপনাকে এই সুবিধাটি activate করতে হবে। তবে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটিং অনেক তাড়াতাড়ি করে নিতে পারবেন।

How to enable assistant in Android mobile

- সবচেয়ে আগে নিজের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে Google app ওপেন করুন।
- নিচে হাতের ডান দিকে থাকা "more" অপশনে ট্যাপ করুন।
- এবার চলে আসুন settings >> Google assistant অপশনে।
- এখন assistant ট্যাবের মধ্যে চলে আসুন।
- এবার assistant devices-এর নিচে থাকা phone অপশনে ট্যাপ করুন।
- সব থেকে ওপরে আপনারা "Google assistant-এর option দেখতে পাবেন। এখন সোজা enable করে দিন।
- শেষে voice match-এর নিচে থাকা "Hey Google" অপশনে ট্যাপ করে enable করে নিন।

এবার আপনার মোবাইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট চালু হয়ে গেছে। তবে সঠিকভাবে আপনার মোবাইলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটিং হয়েছে কিনা সেটা একবার দেখে নিন।

এর জন্য আপনারা মোবাইলের সামনে "Hey Google" বা "Ok Google" বলে কিছু voice command দিয়ে দিন। যেমন "Hey Google, open funny videos on YouTube".

মনে রাখবেন, কিছু কিছু মোবাইলে screen lock থাকা অবস্থায় assistant কাজ করবে না। এক্ষেত্রে আপনাকে মোবাইল আনলক করেই গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের ব্যবহার করতে হবে।

Google assistant-এর কাজ কী?

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার mobile device-এর সাথে জড়িত প্রায় প্রত্যেকটি কাজ কেবল voice command-এর মাধ্যমে করে নিতে পারে। তাই বলতে গেলে, এই অ্যাসিস্ট্যান্ট বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারে।

যেমন–

- Music control করা।
- Internet search-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা।
- টাইপ না করেই messages পাঠানো।
- যেকোনো app open করা।
- Alarm ও timer set করা যাবে।
- Weather-এর বিষয়ে জানতে পারবেন।
- hands-free assistant-এর মাধ্যমে phone call করতে পারবেন।
- মোবাইলের notificationগুলো আপনার জন্য পড়তে পারে।

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট Android operating system-এর একটি feature যেটা আমাদেরকে mobile না ধরেই মোবাইলের সাথে জড়িত প্রায় প্রত্যেকটি কাজ করতে সাহায্য করে। আপনি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টকে যেকোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারবেন। এবং Google assistant করা প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনাকে দিয়ে থাকে।

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের ইতিহাস

Google assistant-এর ইতিহাস বলতে তেমন কিছুই নেই। তবে এর সাথে জড়িত সব থেকে পুরোনো ভাগ বা ভার্সন ছিল "Google voice search". Voice search সব থেকে প্রথমে Android smartphones এবং Desktop PC-এর Chrome-এর জন্য ২০১১ সালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে সেই সময় Google-এর voice search function তেমন advanced ছিল না যতটা আজ আছে।

এমনিতে voice-এর মাধ্যমে দেওয়া আদেশ হিসেবে google search করাটা ছিল voice search-এর কাজ, যেটা সে ভালো করেই করত। Google voice search-এর পর একটু আধুনিক ও উন্নত ভার্সন এলো যেটাকে আমরা Google Now হিসেবে জানি। এটা voice command-এর মাধ্যমে Google search করা ছাড়াও আরো অনেক কাজ করতে পারত।

Google now-কে ২০১২ সালে release করা হয়েছিল। এরপর Google now-এর আরো একটি উন্নত ও আধুনিক version release করা হলো ২০১৬ সালে, যেটাকে আমরা Google assistant বলে জানি। বর্তমানে কোন devicegুলোতে Google assistant রয়েছে?

এমনিতে Google pixel smartphone-এর জন্য সব থেকে প্রথমে Google assistant ব্যবহার বা লঞ্চ (launch) করা হয়েছিল। তার পর Google home-এর জন্য এর ব্যবহার চালু করা হলো। এরপরে ধীরে ধীরে প্রায় প্রত্যেক modern Android devicegুলোতেও এর সুবিধা দিয়ে দেওয়া হলো। বর্তমান সময়ে আধুনিক অ্যান্ড্রয়েড টিভি (Android TV)-গুলোতেও গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সুবিধা দিয়ে দেওয়া হয়।

Google Home Devices

Google home হলো একটি Chromecast-enabled smart speaker যেটাকে গুগল দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এই deviceটি ব্যবহার করে গুগলের voice assistant যার ব্যবহার করে আমরা voice command-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নিতে পারি। যেমন messages broadcast, গল্প শোনা, গান শোনা, প্রশ্ন করা, নতুন ভাষা শেখা ইত্যাদি।

এই ডিভাইস artificial intelligence technology-এর ব্যবহার করে এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের কিছু আদেশ পালন করে।

Android wear

Google-এর Android wear OS হলো Android operating system-এর একটি version যেটাকে বিশেষ করে smart watchগুলোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। Wear OS-এর 2.0 update-এর পর এখন smart watchগুলোতেও Google assistant-এর feature যোগ করা হয়েছে। তাই এখন প্রায় প্রত্যেক Android wearsগুলোতে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করা যাবে।

Android TV

বর্তমান সময়ের প্রায় প্রত্যেক Android smart TVগুলোতেই Google assistant-এর সুবিধা রয়েছে। Smartphones & tablets Assistant-এর service প্রায় প্রত্যেক নতুন smartphones এবং tabletsগুলোতে রয়েছে। এমনিতে কিছু পুরোনো android mobileগুলোতেও অ্যাসিস্ট্যান্টের সেবা ব্যবহার করা সম্ভব। তবে পুরোনো মোবাইলগুলোতে কমেও Android 5.0 থাকতেই হবে।

Smart speaker

একটি smart home-এর setup করার জন্য সব থেকে প্রথমেই একটি smart speaker বা smart display-এর প্রয়োজন। একটি smart speaker আপনার হিসেবে গান চালাতে পারে এবং আপনার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া আপনার ঘরে থাকা অন্যান্য smart devicegুলোর সাথেই সংযুক্ত হয়ে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এই smart speakergুলোতেও Google assistant-এর feature রয়েছে।

Google smart display

অনেক Google smart displaygুলোতে বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্টের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কিছু জনপ্রিয় companygুলো যেমন, Lenovo এবং JBL দ্বারা এর ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।

Cars

গুগলের দ্বারা বলা হয়েছে যে এখন Google assistant বিভিন্ন Cargুলোর জন্য উপলব্ধ করা হবে। Cargুলোতে এর উপলব্ধ করা হবে android auto infotainment system-এর মাধ্যমে।

আপনার মোবাইলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে?

আপনার মোবাইলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সুবিধা আছে কি নেই সেটা জানাটা অনেক সহজ। এর জন্য আপনি নিজের মোবাইলের home buttonটিকে জোরে press করে রাখুন। যদি আপনার মোবাইলে অ্যাসিস্ট্যান্টের সুবিধা রয়েছে, তাহলে আপনারা "Select your assistant language"-এর পেজ দেখতে পাবেন।

নিজের পছন্দের ভাষা select করার পর আপনারা Google assistant screen এবং অন্যান্য settings দেখতে পাবেন।

যদি আপনার mobile ফোনে home button press করার পর assistant screen আসছে না, তাহলে ভাববেন আপনার মোবাইলে Google assistant-এর সুবিধা নেই। আপনার মোবাইলে অ্যাসিস্ট্যান্টের সুবিধা থাকার জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

যেমন—

- মোবাইলে Android 5.2 বা তার থেকে বেশি android version থাকতে হবে।
- 1.5 GB বা তার থেকে অধিক RAM থাকতে হবে।
- মোবাইলে Google play services থাকতে হবে।
- মোবাইলের screen resolution কমেও 720p থাকতে হবে।

এখন হয়তো আপনারা বুঝে গেছেন যে, আপনার মোবাইলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট করবে কি করবে না।

শেষ কথা

তাহলে পাঠকবৃন্দ, আশা করছি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট কী এবং কীভাবে সেটিং করতে হয় সম্পূর্ণ তথ্য পেয়ে গেছেন। তাছাড়া আর্টিকেলের সাথে জড়িত কোনো ধরনের প্রশ্ন বা পরামর্শ থাকলে ইমেইল করে জানিয়ে দেবেন কজ

ফিডব্যাক : mehrinety3131@gmail.com

ySense দ্বারা কীভাবে অনলাইনে টাকা আয় করা যায়

রাশেদুল ইসলাম

যদি আপনি অনলাইনে আয় করার সহজ উপায় খুঁজছেন, তাহলে ySense ওয়েবসাইটটি আপনার অনেক কাজে আসতে পারে।

বর্তমানে ySense হলো একটি অনেক জনপ্রিয় এবং সেরা অনলাইন ইনকাম সাইট যেটাকে অনেকেই ব্যবহার করে অনলাইনে টাকা ইনকাম করছেন।

ySense ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন উপায়ে টাকা ইনকাম করতে পারি। তবে paid survey করে এবং affiliate marketing এর মাধ্যমে এই ওয়েবসাইট থেকে মূলরূপে ইনকাম করা হয়।

চিন্তা করবেন না, ySense সাইটের মাধ্যমে কীভাবে অনলাইনে ইনকাম করা যায় আজকের এই আর্টিকেলের মাধ্যমে আমি সম্পূর্ণটা বুঝিয়ে বলবো।

অনেকেই রয়েছেন, যারা ySense-এর affiliate program এবং paid surveyগুলো সম্পূর্ণ করে মাসে ১৫০ থেকে ২০০ ডলার আরামে আয় করছেন। এছাড়া এই জনপ্রিয় অনলাইন ইনকাম করার সাইট প্রায় ১০ বছর থেকেও পুরোনো এবং যেটা আগে 'ClixSense' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ySense ব্যবহার করে ইনকাম করা লোকেরা রিভিউ করেছেন যে

- ySense অনেক বিশ্বস্ত একটি সাইট যেখানে সঠিক সময়ে payment দেওয়া হয়।
- আপনারা ySense forum-এর মধ্যে লোকেদের থেকে এর সুনাম শুনে থাকবেন।
- তাদের support system অনেক ভালো। কোনো রকমের সমস্যা হলে সাহায্য করেন।
- বিশ্বজুড়ে অনেকেই আছেন যারা Ysense affiliate program -এর মাধ্যমে হাজার হাজার ডলার ইনকাম করেন।
- ভারতের একজন অনেক বিখ্যাত blogger রয়েছেন যিনি ySense-এর মধ্যে কাজ করে প্রত্যেক মাসে ySense থেকে প্রায় ৳১০০০ ইনকাম করেন।
- তিনি নিজের ySense income proof অবশ্যই share করেছিলেন যেটা আমি নিচে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি।
- তাই আপনারাও যদি অনলাইনে আয় করার সহজ উপায় খুঁজছেন, তাহলে ySense-এর বিষয়ে নিচে সম্পূর্ণটা জেনে রাখুন।
- আমি নিচে আপনাদের বলবো, আসলে ySense কী এবং কীভাবে এর মাধ্যমে অনলাইনে টাকা ইনকাম করতে পারবেন।

- অনলাইনে টাকা ইনকাম করার এই সাইট আপনাদের প্রচুর ইনকাম করিয়ে দিতে পারবে যদি সঠিক ভাবে কাজ করে থাকেন।

ySense দ্বারা অনলাইনে ইনকাম করার উপায়

ySense ব্যবহার করে অনলাইনে টাকা ইনকাম করার উপায়গুলোর মধ্যে মূলত ২টি লাভজনক উপায় রয়েছে। চিন্তা করবেন না, প্রত্যেকটি উপায়ের বিষয়ে আমি আপনাদের অবশ্যই বলব। তবে প্রথমে চলুন, আমরা আমাদের ySense account তৈরি করে নেই।

কীভাবে ySense account তৈরি করবেন

Step 1– সবচেয়ে আগেই আপনাদের এই ySense signup link ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে visit করতে হবে।

Step 2– ওয়েবসাইটের প্রথম পেজেই আপনারা 'Signup for free' লেখার নিচে থাকা email বক্সে নিজের email id এবং তারপর একটি password দিয়ে join now লেখাতে click করতে হবে।

Step 3– Join nowতে ক্লিক করার পর, আপনাকে পরের পেজে একটি registration form দেওয়া হবে যেখানে আপনাকে আপনার নাম দিয়ে দিতে হবে।

নিজের সঠিক নাম দেওয়ার পর 'next step' লিংকে ক্লিক করুন।

Step 4– শেষে আপনাকে একটি username দিতে বলা হবে। আপনি নিজের হিসেবে যেকোনো একটি username দিতে পারবেন।

Username দিয়ে নিচে থাকা complete button-এর মধ্যে ক্লিক করুন।

এবার আপনার ySense account তৈরি হয়ে যাবে এবং আপনাকে আপনার dashboard-এর মধ্যে redirect করে দেওয়া হবে।

Step 5 – তবে এখনোaccount setup প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। নিজের ySense account থেকে অনলাইনে টাকা ইনকাম করার জন্য আপনাকে নিজের email ID অবশ্যই verify করতে হবে।

নতুন ySense account তৈরি হওয়ার সাথে সাথে dashboard-এর মধ্যে আপনাকে নিজের email id verify করতে বলা হবে। তাই, আপনি যেই email দিয়ে নিজের ySense account বানিয়েছেন সেই ইমেইলের ইনবক্সে চলে যান।

নিজের email service provider-এর inbox-এর মধ্যে ySense-এর তরফ থেকে একটি verification mail দেখতে পাবেন। সরাসরি emailটি খুলুন এবং নিচে থাকা 'confirm email address'-এর লিংকে ক্লিক করুন। এবার আপনার ySense account সম্পূর্ণ ভাবে activate হয়ে যাবে।

ySense থেকে অনলাইনে আয় করার জন্য প্রথমে কী করবেন

নিজের email id confirm করার পর আপনাকে আপনার profile update করার জন্য বলা হবে। তবে profile update করার বিনিময়ে আপনাকে ৳০.০৫ দিয়ে দেওয়া হবে। আপনাদের সরাসরি profile (unlock surveys)-এর মধ্যে click করে নিজের profile update করতে হবে। মনে রাখবেন, এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর আপনাদের জন্য প্রত্যেকটি paid survey খুলে দেওয়া হবে। এবং paid surveyগুলো করে আপনারা ভালো পরিমাণে ডলার ইনকাম করতে পারবেন।

সার্ভে করে অনলাইন ইনকাম

ওপরে দেখতেই পারছেন, প্রত্যেকটি পেইড সার্ভে গুলো সম্পূর্ণ করতে প্রায় ১০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগবে। তবে পেইড সার্ভেগুলো করে আপনারা কমেও ৳.৫২ থেকে ৳৯.১৪ যায় করতে পারছেন। এমনিতে, কিছু পেইড সার্ভে গুলোর বিপরীতে আপনাকে এর থেকেও অধিক টাকা দেওয়া যেতে পারে।

ySense দ্বারা কীভাবে অনলাইনে ইনকাম করা যায়

যখন ঘরে বসে ইনকাম করার কথা চলে আসে, তখন ySense একটি অনেক লাভজনক ও জনপ্রিয় অনলাইন ইনকাম সাইট হিসেবে অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে। এখানে বিভিন্ন রকমে উপায় ব্যবহার করে টাকা ইনকাম করা সম্ভব। নিচে আমি আপনাদের এখান থেকে ইনকাম করার প্রত্যেকটি উপায় গুলোর বিষয়ে জানিয়ে দিচ্ছি।

Paid survey

Online paid survey করে ঘরে বসে টাকা ইনকাম করাটা বর্তমানে সব থেকে জনপ্রিয় একটি মাধ্যম।আপনাকে কেবল কিছু জনপ্রিয় paid survey websiteগুলোতে গিয়ে একটি account তৈরি করতে হয়। Account তৈরি করার পর আপনাকে প্রচুর survey দেওয়া হবে যেগুলো সঠিকভাবে করলে আপনাকে টাকা দেওয়া হবে। Sense এমনি একটি website যেখানে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের surveyগুলো সম্পূর্ণ করার বিপরীতে টাকা দেওয়া হয়।

আপনারা এখানে প্রত্যেকটি survey সম্পূর্ণ করার বিপরীতে প্রায় ৳০.৫ থেকে ৳৯ বা তার থেকে অধিক ইনকাম করতে পারবেন।

আপনাদের প্রত্যেক দিন নতুন নতুন daily survey করে এবং ওপরে দেওয়া অন্যান্য network-এর surveyগুলো করে ইনকাম করতে পারবেন। নিজের ySense dashboard থেকে surveys-এর মধ্যে ক্লিক করলেই surveyগুলো দেখতে পাবেন। প্রত্যেক দিন account এর মধ্যে login করুন যাতে নতুন surveyগুলোর বিষয়ে তাড়াতাড়ি জেনে নিতে পারেন।

Cash offer

আপনারা cash offerগুলো সম্পূর্ণ করে এখানে ইনকাম করতে পারবেন।

মানে, ySense-এর Offers-এর ট্যাবে ক্লিক করলে আপনারা বিভিন্ন আলাদা আলাদা ধরনের offersগুলো দেখতে পারবেন। Offer গুলোতে আপনাদের বিভিন্ন কাজ করতে বলা যেতে পারে।

যেমন– products বা servicesগুলোকে কেনা, নতুন apps download করা, websiteগুলোতে signup করা, videos দেখা ইত্যাদি। ySense dashboard থেকে offers-এর tab-এর মধ্যে ক্লিক করলেই বিভিন্ন offerগুলো দেখতে পাবেন।

প্রত্যেকটি offerগুলো সম্পূর্ণ করার বিপরীতে আপনারা প্রায় ৳১ থেকে ৳৫০ বা তার থেকেও বেশি ইনকাম করতে পারবেন।

Referrals/Affiliate Income

Sense দ্বারা অনলাইন টাকা ইনকাম করার সব থেকে মূল উপায় আমার হিসেবে referrals বা affiliate marketing.

আপনারা যদি ySense প্লাটফর্মে অন্যদের join করিয়ে দিতে পারেন, তাহলে lifetime referral commission আয় করতে পারবেন। এখানে লোকেদের হওয়া সর্বাধিক ইনকাম এই referral বা affiliate program-এর দ্বারা হয়েছে। আপনাকে কেবল নিজের ySense referral link-এর মাধ্যমে অন্যান্য ব্যক্তিকে এখানে join করাতে হয়।

আপনারা নিজের referral link সরাসরি dashboard-এর মধ্যেই দেখতে পাবেন। যখনি আপনার referral link-এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি ySense join করবেন, তখনি আপনি referral commission income করে থাকবেন। এখানে refer করে আপনারা দু'ধরনের commission আয় করতে পারবেন।

১. Signup commission– যা আমি ওপরেই বললাম, যখনি আপনার referral link-এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি ySense account তৈরি করবেন, আপনি ৳০.১ থেকে ৳০.৩ ইনকাম করবেন। এছাড়া যখনি সেই ব্যক্তি ৳৫ আয় করে নিবেন আপনাকে আরো ৳২ দেওয়া হবে।

২. Activity Commission– Refer করা ব্যক্তি দের survey, cash offers বা task ইত্যাদির মাধ্যমে হওয়া ইনকাম থেকে আপনি ২০ শতাংশ চিরজীবন আয় করতে থাকবেন।

উদাহরণস্বরূপ

ধরুন আপনি ২০ জন লোকেদের নিজের referral link-এর মাধ্যমে ySense-এর মধ্যে join করিয়েছেন। এবং যদি সেই ২০ জন ব্যক্তি কোনো একটি মাসে মোট ৳৫০০ ইনকাম করলেন। তাহলে, ২০ শতাংশ হিসেবে আপনি ৳১০০ নিজের ySense account-এর মধ্যে referral income হিসেবে আয় করবেন। ভাবুন, আপনি কোনো কাজ

না করেই অন্যদের আয় করা টাকার ওপরে commission পেয়েই ইনকাম করে চলেছেন।

যদি আপনি প্রচুর পরিমাণে লোকেদের refer করতে পারেন, তাহলে আপনার commission বেড়ে ৩০ শতাংশ হওয়ার সুযোগ অবশ্যই থাকছে। WhatsApp, Social media (Facebook, Instagram, YouTube), email ইত্যাদির মাধ্যমে আপনি লোকেদের ySense-এর মধ্যে refer করতে পারবেন।

আপনি একটি ফ্রি ব্লগ তৈরি করে নিজের ব্লগে আর্টিকেল লিখে অনেক সহজে নতুন নতুন ব্যক্তিদের ySense এর মধ্যে refer করতে পারবেন।

ySense থেকে আয় করা টাকা কীভাবে তুলবেন

ySense থেকে টাকা তোলার উপায় অনেক রয়েছে।

একবার আপনার account-এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা জমা হয়ে গেলে আপনি বিভিন্ন মাধ্যমে টাকা তুলতে পারবেন। আয় করা টাকা তোলার জন্য আপনাদের click করতে হবে 'cashout' ট্যাবের মধ্যে।

এবার আপনারা টাকা তোলার কিছু জনপ্রিয় উপায়গুলো দেখতে পাবেন।

যেমন–

- PayPal
- Payoneer
- Skrill

আপনারা ওপরে বলা cashout optionsগুলো ব্যবহার করে আয় করা টাকা তুলতে পারবেন। তবে আরো কিছু cashout options রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করে আপনারা নিজের আয় করার টাকাগুলো দিয়ে অনলাইন শপিং করতে পারবেন।

যেমন–

- LifeStyle gift card
- Reward link India
- Westside voucher
- Big Bazaar gift card
- Flipkart voucher

তাই এখানে আয় করা টাকা তোলার প্রচুর option আপনারা পাচ্ছেন এবং সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

আমাদের শেষ কথা

তাহলে আশা করছি আপনারা এই 'ySense দ্বারা কীভাবে অনলাইনে টাকা ইনকাম করা যায়' আর্টিকেলটি পছন্দ করেছেন। তাই এখনি ySense join করুন এবং প্রত্যেক মাসে ঘরে বসে পার্টটাইমে ভালো পরিমাণে ইনকাম করুন।

আপনারা প্রত্যেক দিন প্রায় এক ঘণ্টা কাজ করলেও ভালো পরিমাণে ইনকাম করতে পারবেন। সত্যি কথা বললে, অনেকেই রয়েছেন যারা ySense-এর মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে ৮২০০ থেকে ৮৫০০ বা তার থেকেও অধিক ইনকাম করার কথা জানা গেছে। তাই আপনিও যদি ঘরে বসে অনলাইন আয় করার কথা ভাবছেন, তাহলে একবার ySense ব্যবহার করেই দেখুন কজ

ফিডব্যাক : cyberpoint0404@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us
The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast...
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi, Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com

মোবাইলে ভিডিও এডিটিং করার সেরা কিছু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস

শারমিন আক্তার ইতি

মোবাইলে কীভাবে ভিডিও এডিট করা যায়? যদি আপনার মনেও এই প্রশ্নটি রয়েছে, তাহলে জেনে নিন সেরা মোবাইল ভিডিও এডিট করার সফটওয়্যারগুলোর বিষয়ে। এই ফ্রি ভিডিও এডিট করার অ্যাপসগুলো আপনারা Google Play Store থেকে ফ্রিতে download করতে পারবেন। এছাড়া প্রত্যেকটি ফ্রি ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা একেবারেই সোজা। এখন আপনি যদি নিজের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে ভিডিও এডিট করতে চান, তাহলে অনেক সহজে কিছু অ্যান্ড্রয়েড ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করে করতেই পারবেন।

আজকাল বেশিরভাগ লোকেরা নিজেদের ইউটিউব ভিডিও এডিট করার জন্য এই মোবাইল এডিটিং অ্যাপসগুলো ব্যবহার করেন।

এবং appsগুলো ব্যবহার করে আপনি এমন প্রফেশনাল (professional) ভাবে ভিডিওগুলো এডিট করতে পারবেন যেমন এডিটিং কেবল ভালো ভালো কমপিউটারের সফটওয়্যার দ্বারা করা সম্ভব। (Edit videos in your mobile phone using android apps).

আপনি যদি নিজের মোবাইলেই ইউটিউবের জন্য ভিডিও তৈরি করেন, তাহলে বানানো ভিডিওগুলো এডিট করার জন্য আপনার কোনো দামি দামি এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে না।

Google play store এ আপনারা এমন অনেক ভালো ভালো ভিডিও এডিটিং অ্যাপস পেয়ে যাবেন যেগুলো ব্যবহার করে নিজের ইউটিউব ভিডিওগুলো প্রফেশনাল (professional) এবং আকর্ষিত বানিয়ে নিতে পারবেন।

ভিডিওতে টেক্সট (text) লিখা, background music দেয়া, thumbnail যোগ করা, headline যোগ করা, বিভিন্ন video effect ব্যবহার করা, ভিডিওর অংশ কাটা এবং আলাদা আলাদা ভিডিও একসাথে যোগ করা। এগুলো সব আপনারা এই video editing সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করে করতে পারবে।

মোবাইলের এই ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও এডিটিং অ্যাপসগুলো আপনার অনেক কাজে আসবে, যদি আপনি একজন YouTuber এবং একটি android mobile থেকেই এডিটিংয়ের সব কাজ করতে চান।

মোবাইলে ভিডিও এডিটিং করার সেরা কিছু অ্যাপস ও সফটওয়্যার

মনে রাখবেন, এই অ্যাপসগুলো আপনারা Google play store-এ পেয়ে যাবেন। অবশ্যই অ্যাপসগুলো আপনারা ফ্রিতেই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে আবার এমন কিছু অ্যাপস আছে যেগুলো পুরোভাবে ব্যবহার করার জন্য আপনার কিছু পরিমাণে টাকা দিতে লাগতে পারে। কিন্তু, সেটা অনেক কম পরিমানে আপনার খরচ করতে হয়।

আপনি যদি নিজের ইউটিউবের চ্যানেল নিয়ে সিরিয়াস (serious) তাহলে এতটুকু তো আপনি দিতেই পারবেন। চলুন বেশি সময় নষ্ট না করে, মোবাইলের সেরা ভিডিও এডিট করার সফটওয়্যারগুলোর বিষয়ে জেনে নেই।

১. FilmoraGo – Free Video Editor : FilmoraGo একটি অনেক শক্তিশালী ভিডিও বানানোর অ্যাপ্লিকেশন যাকে ব্যবহার করেন অনেক professional YouTuber-রা।

সকল ধরনের সাধারণ থেকে advanced functions যেমন, ভিডিওর সাথে music ও effects যোগ করা, title যোগ করা, ভিডিওর জন্য theme বেঁচে নেয়া, video cutting এবং trimming এর মতো সব ধরনের editing options আপনারা পাবেন।

FilmoraGo আপনারা ফ্রিতেই ব্যবহার করে করতে পারবেন।

এবং বেশিরভাগ ফিচারস আপনারা ফ্রি ভার্সনে (free version) পেয়ে যাবেন। মনে রাখবেন, filmoraGo app-এ ভিডিও বানিয়ে আপনি অনেক সহজে নিজের মোবাইলের গ্যালারিতে ভিডিও সেভ করতে পারবেন।

FilmoraGo i কিছু special features –

- এডিট করা অবস্থাতে real-time ভিডিও প্লে করে দেখতে পারবেন।
- অনেক বড় সংখ্যাতে templates এবং video effects পাবেন।
- অনেক ধরনের professional editing tools আপনারা পাবেন।
- বেশিরভাগ ফ্রিতেই পেয়ে যাবেন।

FilmoraGo app লোকেদের মধ্যে অনেক প্রচলিত এবং বেশিরভাগ youtuber-রা এই application ব্যবহার করেন মোবাইলে ভিডিও এডিট করার জন্য।

২. Adobe Premiere Clip : Adobe prime clip আপনাকে আপনার android mobile থেকে video edit করার অনেক ভালো এবং quick service দেয়। এইটা অনেক ফাস্ট এবং ব্যবহার করে আপনার অনেক ভালো লাগবে। Premiere clip editor সম্পূর্ণ ফ্রি এবং এর দ্বারা আপনারা professional quality video তৈরি করতে পারবেন।

এর Automatic video creation ফাঙ্কশনের দ্বারা আপনারা যেকোনো ফটো বা ভিডিও ক্লিপ সিলেক্ট করে automatically ভিডিও এডিট করতে পারবেন। তাছাড়া এর কিছু advanced এডিটিং টুলস ব্যবহার করে manually নিজের ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। Video cutting, trimming, transitions, adding music, filters, effects, photo motion আদি অনেক ধরনের অপশন আপনারা পাবেন।

এই android app ফ্রি এবং আপনারা একে Google play store থেকে download করে নিতে পারবেন। Download Adobe premiere clip

৩. Power Director : ওপরে বলা অন্য appsগুলো মতোই PowerDirector আপনার বানানো সাধারণ ভিডিওকে আকর্ষিত এবং প্রফেশনালভাবে তৈরি করতে পারবে।

কিন্তু PowerDirector app-এ আপনারা অনেক ধরনের আলাদা আলাদা কিছু advanced editing options পাবেন, যেগুলো অন্যখানে পাবেন না।

এর দ্বারা আপনারা ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড (video background) বদলানো, ভিডিও কাটা এবং জোড়া লাগানো, স্লো মোশনে এডিট, বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল টুল, বিভিন্ন ভিডিও ইফেক্টস, ফটো দিয়ে ভিডিও বানানো এবং আরো অনেক ধরনের function পেয়ে যাবেন।

Video edit করার পর আপনারা সেই ফাইল 720p, Full HD 1080p এবং 4k format-এ নিজের android মোবাইলে সেভ করতে পারবেন।

মোবাইলে ভিডিও এডিটিংয়ের সেরা অ্যাপস হিসেবে আপনি Power Director-কে বলতে পারেন।

৪. VivaVideo – editor and photo movie : Viva video অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনে ভিডিও তৈরি করার সেরা app হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কিছু বিখ্যাত android bloggers-রা viva video app-কে বেস্ট এবং সবচেয়ে ভালো video editing app হিসেবে প্রচার করেছেন। এই app ব্যবহার করে আপনারা নিজের মোবাইল থেকেই প্রফেশনালভাবে ভিডিও তৈরি করতে পারবেন।

কিছু দরকারি এডিটিং ফাঙ্কশন যেমন, ভিডিও কাটা এবং জোড়া দেয়া, trimming, merging, subtitle দেয়া, video effects এবং আরো অনেক এখানে আপনারা পাবেন।

viva video app ২০০ মিলিয়ন থেকে বেশি লোকেরা নিজের মোবাইল ফোনে ব্যবহার করছেন এবং একটি বেস্ট অ্যান্ড্রয়েড ভিডিও এডিটিং অ্যাপস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

৫. Quik video editor : Quik android app একটি আলাদা রকমের মাধ্যম নিজের বানানো ভিডিও মোবাইলেই এডিট করার।

এটা অনেক ফাস্ট এবং পুরোটাই ফ্রি। আপনি নিজের মোবাইল গ্যালারি থেকে যেকোনো ফটো বা ভিডিও ক্লিপ বেঁচে নিয়ে তাকে এডিট করতে পারবেন।

Quik দ্বারা আপনারা automatically যেকোনো ক্লিপ এডিট করতে পারবেন এর automatic video creation function দ্বারা। কিছু সাধারণ এডিটিং টুল যেমন, ভিডিও ক্রপ করা (crop), ইফেক্টস (effects) লাগানো, টেক্সট ব্যবহার করা এবং আরো অনেক টুলস আপনারা এখানে পাবেন।

৬. Kine master – Pro : Kine Master এমন একটি application যেটা advanced এবং professional ভিডিও তৈরি করার জন্য সব দিক দিয়ে সক্ষম। এই video editing app ব্যবহার করে আপনারা মোবাইলেই কমপিউটারের মতো ভিডিও বানাতে বা এডিট করতে পারবেন।

এই অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার অনেক অনেক শক্তিশালী। সব থেকে ভালো এর user interface. আপনি অনেক সহজেই এর অ্যাডভান্সড ফাঙ্কশনগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। অন্য সব ধরনের features-এর সাথে কিছু আলাদা এডিটিং অপশন যেমন, ভিডিওর মাঝে মাঝে text লিখা, effects দেয়া, subtitle দেয়া আদি এর দ্বারা সম্ভব।

KineMaster আপনারা ফ্রিতেই ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু, watermark সরিয়ে ফুল প্রিমিয়াম ফিচারসের জন্য আপনার এই app প্লে স্টোর থেকে কিনতে হবে।

গুগলে সার্চ করলে আপনারা অনেক ওয়েবসাইট পাবেন যেখান থেকে KineMaster pro full version আপনারা ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন।

৭. Magisto – editor & slideshow maker : Magisto একটি award winning ফ্রি এডিটর app. এর ব্যবহার করে কেবল ৩টি স্টেপ এই আপনারা আকর্ষিত প্রফেশনাল ভিডিও বানিয়ে নিতে পারবেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য।

প্রায় ১০০ মিলিয়ন লোকেরা এই app নিজের মোবাইলে ইনস্টল করেছেন। AI ফাঙ্কশন ব্যবহার করে আপনারা automatically কিছু না করেই ভিডিও বানিয়ে নিতে পারবেন।

কিন্তু আগে আপনার একটি ভিডিও বা ফটো নিজের মোবাইল থেকে বেঁচে নিতে হবে। তারপর একটি ভিডিও স্টাইল (video style) বেছে নিতে হবে। এরপর সবটাই নিজে নিজে হয়ে যাবে।

৮. Splice – Free Video Editor : Video editing-এর ক্ষেত্রে আমাদের ভিডিওগুলোকে প্রচুর Trimming এবং Cropping করতে হয়। এই ধরনের trimming এর কাজগুলো এই video editor app দিয়ে অনেক সহজেই করা যাবে। এছাড়া এই app বর্তমানে iOS এবং Android উভয় platform এর জন্যে উপলব্ধ রয়েছে। এই ফ্রি ভিডিও এডিটর এপস এর মধ্যে আপনারা প্রত্যেক basics of video editing toolsগুলো পাবেন।

মূলত, যদি আপনি নতুন করে mobile video editing করতে চলেছেন, তাহলে বিশেষ করে এই app ব্যবহার করুন। কেননা, এই application-এর মধ্যে easy-to-toolsগুলো অনেক সহজেই ব্যবহার করা যাবে। এডিট করা ভিডিওগুলোকে আপনারা সরাসরি social

media platformগুলোতে export করতে পারবেন।

৯. Mojo – Stories & Reels maker : Mojo অ্যাপ্লিকেশনটিও iOS এবং Android দুটো platform-এর জন্যেই উপলব্ধ রয়েছে। Video editing-এর জন্যে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন বিভিন্ন animated templatesগুলো। এছাড়া, থাকছে millions of stock content যেগুলো নিজের ভিডিওগুলোতে যোগ করতে পারবেন। এই ভিডিও এডিটর মূলত ব্যবহার করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ার জন্যে ভিডিও এডিট করার জন্যে।

আপনিও যদি নিজের Facebook page, Instagram ইত্যাদির জন্যে video edit করতে চাইছেন, তাহলে Mojo অবশ্যই ব্যবহার করুন। এছাড়া, নিজের social media profileগুলোর জন্যে Stories এবং Reels maker বানানোর জন্যে এই app উত্তম।

১০. Lightroom Photo & Video Editor : Adobe-এর Zid থেকে থাকা Lightroom Photo & Video Editor-এর নাম শুনেই আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে এটা একটি দারুণ ভিডিও এডিটর হওয়ার সাথে সাথে ভালো photo editor এবং একটি camera app.

Adobe Photoshop Lightroom একটি free app এবং সম্পূর্ণ ফ্রিতে এই অ্যাপস ব্যবহার করতে পারবেন। Video editing এর জন্যে এখানে মূলত থাকছে বিভিন্ন Premium video editing features.

যেমন Apply presets, edit, trim & retouch videos, fine-tune contrast, highlights, vibrance এবং আরো।

এছাড়া PREMIUM MEMBERSHIP-এর দ্বারা আপনারা এর অন্যান্য premium featuresগুলো ব্যবহার করতে পারবেন।

অন্যান্য নতুন মোবাইল ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার

এখন আমরা অন্যান্য সেরা এবং নতুন মোবাইল ভিডিও এডিটিং অ্যাপসগুলোর নামগুলো জানব।

১. VideoShow
২. Vizmato
৩. InShot
৪. Funimate
৫. PicPlayPost
৬. Videoshop
৭. Vimeo Create

ওপরে বলে দেওয়া প্রত্যেকটি অ্যাপসগুলো আপনারা Google Play Store থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা একাধিক appsগুলো একে একে ব্যবহার করে দেখে নিয়ে শেষে নিজের পছন্দের appটি ব্যবহার করার পরামর্শ আমি দেব।

শেষ কথা

তাহলে পাঠকবৃন্দ, আপনারা যদি ইউটিউবের জন্য মোবাইলেই ভিডিও এডিট করতে চান এবং কমপিউটারের মতো প্রফেশনাল ভিডিও তৈরি করতে চান, তাহলে ওপরে দেয়া কিছু ফ্রি ভিডিও এডিট করার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন।

এই ভিডিও এডিট করার অ্যাপসগুলো ফ্রিতেই ব্যবহার করতে পারবেন এবং এগুলো অনেক শক্তিশালী ভিডিও মেকার অ্যাপস। তাহলে আশা করছি, মোবাইলে কীভাবে ভিডিও এডিট করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা অবশ্যই পেয়েছেন কজ

ফিডব্যাগ : mehrinety3131@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing
LIVE YouTube LIVE
Web Conferencing Solution StreamingLive
Starting From
Only 15,000 BDT
About Us
The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.
Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast…
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465
comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com

মেধাই হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ : মোস্তাফা জব্বার

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে মেধাই হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম খুবই মেধাবি। তাদের যথাযথ ভাবে তৈরি করে কাজে লাগাতে পারলে আগামীদিনের বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অনন্য দৃষ্টান্ত।

মন্ত্রী গতকাল রোববার রাতে ঢাকায় মণিসিংহ-ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্ট্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মণিসিংহ ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্টের সভাপতি শেখর দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ওমানের সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. এসএম মুজিবুর রহমান, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মাহবুব জামান, জাতিসংঘের সাবেক উন্নয়ন গবেষনা প্রধান ড. নজরুল ইসলাম, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আবদুন নূর তুষার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সংগীতা আহমেদ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন বইটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলা ধরিত্রীর প্রধান নির্বাহী দিলওয়ার হোসেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী শতশত বছরের পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে বাংলাদেশের বিস্ময়কর রূপান্তর হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এই রূপান্তর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ফসল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। এটিকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের তরুণরা সামান্য সহযোগিতা পেলে বাংলাদেশকে তারা পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। এই জন্য প্রয়োজন শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে তরুণ সমাজকে ডিজিটাল যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের অগ্রদূত জনাব মোস্তাফা জব্বার দেশে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে ডিজিটাল রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু করেছি। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জোরালো ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রযুক্তিতে শতশত বছর পিছিয়ে থাকা এ দেশটিকে ডিজিটাল প্রযুক্তি দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে আইটিইউ, ইউপিইউ এর সদস্যপদ অর্জন, টিএন্ডটি বোর্ড গঠন, ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ, কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণসহ যুগান্তকারি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। এরই মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ সালে শুরু হওয়া ইন্টারনেট বিপ্লব বা তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে অংশ গ্রহণের ভিত রচিত হয়। অথচ অতীতের দুটি শিল্প বিপ্লবের কোন একটিও এ ভূখন্ডের মানুষ শরীক হতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯ বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধুর রচিত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন -২০২১ বাস্তবায়নসহ যুগান্তকারি বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে আজ অগ্রগতির প্রতিটি সূচকে বিস্ময়কর সফলতায় উপনীত করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ ভিশন বাস্তবায়নে কাজ চলছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন মন্ত্রী। বইটিতে চতুর্থ শিল্প বিষয়ক জনাব মোস্তাফা জব্বারসহ অনেকের লেখা সংকলন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় শেখর দত্ত উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির শক্তি বেশি করে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন.আইআইটির বদৌলতে সিলিকন ভেলিসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবনের দুনিয়ায় ভারতীয় প্রযুক্তিবীদদের বিকল্প নেই। তারা আইআইটির আদলে বিআইটি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন

১৫ হাজার সরকারি কর্মকর্তাকে স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী দক্ষ করে তোলা হচ্ছে

স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকার ১৫ হাজার সরকারি কর্মকর্তাকে অগ্রসর প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেবে। এর মধ্যে ১০ হাজার সরকারি কর্মকর্তাকে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) এর মতো অগ্রসর প্রযুক্তিতে এবং ৫ হাজার কর্মকর্তাকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হবে।

প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সোমবার (২৬ ডিসেম্বর ২০২২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (জেমস) এবং আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্মেন্ট এন্ড ইকোনমি (ইডিজিই) প্রকল্পের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ইডিজিই প্রকল্প পরিচালক ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান এবং জেমস প্রোগ্রাম পরিচালক জনাব মো: আঃ রাজ্জাক। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেমস প্রোগ্রামের টিম লিডার ড. মো: আব্দুল মানান, পিএএ ও জেমস উপ-প্রোগ্রাম পরিচালক জনাব মো: দৌলত উজ্জামান খান, ইডিজিই প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক মো. সাইফুল আলম খান, ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমির টিম লিডার ড. মাহফুজ শামীম।

অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্উদ্দিন চৌধুরী বলেন, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের অগ্রসর প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মোচিত হলো; যার লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা গড়ে তোলা।

অনুষ্ঠানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ১৫ হাজার সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হবে। প্রথমত, অগ্রসর প্রযুক্তিতে সরকারি কর্মকর্তারা দক্ষ হয়ে উঠবে; দ্বিতীয়ত, সরকারি সেবাপ্রদান দ্রুততর হবে এবং তৃতীয়ত, সরকারি দপ্তরের নিরাপত্তা বিধান এবং নিরবচ্ছিন্ন সরকারি সেবা প্রদান সম্ভব হবে

বাংলালিংকের আইএসও সনদ অর্জন

দেশের অন্যতম ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক আইএসও ২৭০০১:২০১৩ সনদ অর্জন করেছে। ইনফরমেশন সিকিউরিটিতে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এই সনদ দেওয়া হয়। নিরীক্ষা, মান যাচাই ও সনদায়নের জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত প্রতিষ্ঠান বিরাউ ভেরিটাস বাংলালিংককে এ সনদ প্রদান করেছে। বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অস, চিফ টেকনোলজি অ্যান্ড ইনফরমেশন অফিসার হোসেইন তার্কার, টেকনোলজি গভর্নেন্স অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি ডেপুটি ডিরেক্টর তাহরুল আমিন ও অন্যান্য নেতৃত্বস্থানীয় কর্মকর্তারা কোম্পানির হয়ে সনদটি গ্রহণ করেন।

বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অস বলেন, "সাইবার নিরাপত্তা আমাদের গ্রাহকদের উন্নত ডিজিটাল সেবা দেওয়ার প্রচেষ্টার একটি বিশেষ অংশ। এই সম্মানজনক স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে, বাংলালিংকের ব্যবস্থাপনায় সাইবার নিরাপত্তাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বাংলালিংক আবারও ডিজিটাল অপারেটর হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।"

আইএসও ২৭০০১:২০১৩ সার্টিফিকেশন একটি নিরীক্ষাযোগ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, যা ইনফরমেশন সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (আইএসএমএস) প্রয়োজনীয় শর্তগুলিকে প্রতিফলিত করে। এটি তথ্যের নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্যবহৃত কিছু নীতিমালা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালীর সমন্বিত ব্যবস্থা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সার্বিক ঝুঁকি নিরীক্ষাসহ এমন একটি ব্যবস্থাপনা, যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্ভাবনা কমিয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ৎবিরাউ ভেরিটাস সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি বলেন, আইএসও ২৭০০১:২০১৩ সনদ অর্জন প্রমাণ করে যে, বাংলালিংক সাধারণ গ্রাহক, ক্লায়েন্ট ও সাপ্লায়ারদের স্বার্থ রক্ষায় উন্নত ইনফরমেশন সিকিউরিটি ব্যবস্থার পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করে। এটি বাংলালিংককে সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি কমাতে আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সাহায্য করবে

উদ্যোক্তারা হলেন সাহসী এবং কৌশলী: প্রফেসর আবদুল্লাহ

উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তরুণদের উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি উদ্যোক্তা হবার আহ্বান জানাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইডিয়া প্রকল্প এর "স্টার্টআপ কম্পাসচ এর ২য় ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হলো নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে।

৮ জানুয়ারি ২০২৩ রবিবার ঢাকার আশকোনায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড: আবু ইউসুফ মো: আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানটিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি এর উপাচার্য প্রফেসর ড: আনোয়ার হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইডিয়া প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব মো: আলতাফ হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড: আবু ইউসুফ মো: আবদুল্লাহ বলেন যে উদ্যোক্তারা হলেন সাহসী এবং কৌশলী। তিনি আরো বলেন যে নিজেদের স্বপ্নকে সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্যে নিরলসভাবে কাজ করে যায় উদ্যোক্তারা। তিনি উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান। সবশেষে, তিনি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী স্টার্টআপ বা উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমের কল্যাণে এক কোটি টাকা অর্থ অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন।

আইডিয়া প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব মো: আলতাফ হোসেন বলেন যে উদ্যোক্তাদের কল্যাণে আইডিয়া প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম সফলভাবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশের সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরে, তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সফলতা সকলের নিকট তুলে ধরেন। উক্ত ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মেন্টরিং সেশন গ্রহণ করেন পাঠাও এর সহ প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ ফাহাদ এবং বেটার স্টোরিজের চিফ স্টোরি টেলার মিনহাজ আনোয়ার। এছাড়া, আইডিয়া প্রকল্পের সফল পোর্টফোলিও স্টার্টআপ "প্রেসক্রিপশন বাংলাদেশচ এর প্রতিষ্ঠাতা ইসরাত এরিনা তার স্টার্টআপ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারিদের সাথে শেয়ার করেন।

স্টার্টআপ কম্পাস এর উক্ত অনুষ্ঠানে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। এছাড়া, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর নজরুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার কমোডর মনিরুল ইসলাম, আইটি বিভাগের পরিচালক সাদ আল জাবির আবদুল্লাহ, মার্কেটিং বিভাগের তাসনুভা মুরসালাত সিমরান, আইডিয়া প্রকল্পের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ও স্টার্টআপ কম্পাসের মূখ্য সমন্বয়ক সিদ্ধার্থ গোস্বামী, আইডিয়া প্রকল্পের পরামর্শক আবুল কালাম এহসানুল আজাদ, আইডিয়া প্রকল্পের কমিউনিকেশন্স বিষয়ক পরামর্শক সোহাগ চন্দ্র দাস, মানব সম্পদ বিষয়ক পরামর্শক মো: নাজিম উদ্দিন-সহ নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিসহ আইডিয়া প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন

পুলিশ সদস্যদের লেনদেন চার্জ ফ্রি করার ঘোষণা দিল 'নগদ'

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যদের সব ধরনের লেনদেন সেবা চার্জ ফ্রি করার ঘোষণা দিয়েছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ। দ্রুত সম্ভব সকল পুলিশ সদস্যদের জন্য এ সেবা চালু করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।

সম্প্রতি রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পুলিশের জনসেবার প্রতি কৃতজ্ঞতার অংশ হিসেবে নগদের পক্ষ থেকে চার্জ ফ্রি লেনদেন চালুর ঘোষণা দেন নগদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর এ মিশুক।

তানভীর এ মিশুক বলেন, পুলিশ সদস্যদের এমন পদ্ধতি চালু করে যেতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে আমি নগদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক না থাকলেও যাতে সকল পুলিশ সদস্য আজীবনের জন্য নগদের সকল সেবা ফ্রিতে উপভোগ করতে পারেন। এ কাজে পুলিশ সদস্যদের ডাটাবেইজ তৈরির কাজ দ্রুতই শুরু করতে চাই আমরা। তিনি আরও বলেন, 'পুলিশ সদস্যরা সব সময় আমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়াসহ নানান ধরনের সেবা দেয়। তার বিনিময়ে আমরা কখনো ধন্যবাদ পর্যন্ত বলি না। কিন্তু ধন্যবাদ জানানো এবং কৃতজ্ঞতার অংশ হিসেবে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যের জন্য নগদ-এর পক্ষ থেকে সামান্য এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।'

চার্জ ফ্রি লেনদেন চালু হলে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস খাতে এটি হবে বিশেষায়িত কোনো বাহিনীর জন্য প্রথম এ ধরনের কোনো উদ্যোগ

মনের বন্ধুর অ্যাপ উন্মোচন করলেন প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সারাবিশ্বের মানুষের কাছে হাতের নাগালে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনের বন্ধু অ্যাপ উন্মোচন করা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত

আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি অডিটোরিয়ামে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মনের বন্ধুর অ্যাপ উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অ্যাপ উন্মোচন করেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। এ সময় তিনি বলেন, মন যা চায় তাই করতে হবে। মনের কথা শুনতে হবে। 'মনের বন্ধু' শব্দের মধ্যে একটা আবেগ আছে। মানসিক স্বাস্থ্যে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। পাশাপাশি আমাদের চিন্তা চেতনাকে উন্নত করতে হবে। যা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। তিনি আরও বলেন, মানসিক অসুস্থতা মানেই পাগল নয়। শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। মনের বন্ধু বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সারাদেশে ছড়িয়ে গেছে। আশা করি তা মানুষের মন ভালো রাখতে সাহায্য করবে। মনের বন্ধুর অ্যাপ ১৭ কোটি মানুষের উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। একজন বন্ধু হয়ে মনের বন্ধুর পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন জুনাইদ আহমেদ পলক।

অনুষ্ঠানে মনের বন্ধুর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তৌহিদা শিরোপা জানান, মনের বন্ধু একটি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র। সব ধরনের মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক সমস্যা, সংকোচ ও দ্বিধায় মানসিক সেবা দিয়ে থাকে - মনের বন্ধু। ২০১৬ সাল থেকে আমাদের প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ মনোবিদেরা সব ধরনের গোপনীয়তা বজায় রেখে সেবা দেন। মনের বন্ধু ওয়ান টু ওয়ান কাউন্সিলিং, মোবাইল ও ভিডিও কাউন্সিলিং, কর্মশালা, ফেসবুক পাতার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। মানসিক সুস্থতা ও স্বাস্থ্যসেবার প্ল্যাটফর্ম মনের বন্ধু ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সব নাগরিকের জন্য সহজ ও সাশ্রয়ী মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় প্ল্যাটফর্মে। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মনোবিদ (সাইকো সোশাল এক্সপার্ট) ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে প্রায় ৩১ হাজার মানুষকে সরাসরি ও অনলাইন কাউন্সেলিং সেবা দিয়েছে। পাশাপাশি গত ৫ বছরে বিভিন্ন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ১২ লাখ মানুষকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা খাতের সঙ্গে যুক্ত করেছে, সেই সঙ্গে অনলাইনে প্রাথমিক সেবা দিয়েছে ৪০ লাখ মানুষকে।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আইডিয়া প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক মো. আলতাফ হোসেন বলেন, দেশে বিদেশে মনের বন্ধু আরও কাজ করবে। আইডিয়া প্রজেক্ট থেকে ফান্ড পেয়ে মনের বন্ধু আজ এতো দুর এসেছে। এটি আমাদের জন্য গর্বের। আমরা চাই তারা আমাদের সঙ্গে সব সময় কাজ করবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কথাসাহিত্যিক ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, স্মার্টনেস মানে ভালো পোশাক নয়, স্মার্ট মানে মনে-জ্ঞানে, বুদ্ধিতে এবং চিন্তায় উন্নত সেই প্রকৃত স্মার্ট। অন্যের আনন্দে নিজেকে সামিল করতে হবে। এতে নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকা যায়। সবসময় হাসিমুখে থাকার চেষ্টা করতে হবে। জীবনে ভালো মন্দ যা-ই আসুক না কেন সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জীবন অনেক সুন্দর। তাই আমাদের প্রতিদিন উপভোগ করতে হবে।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ বলেন, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড নতুন উদ্যোগ্যের পাশে থেকেছে সবসময়। প্রযুক্তি খাতে তরুণদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবধরণের সহযোগিতা করে যাচ্ছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ। মনের বন্ধু প্রথম পর্যায়ের ফান্ড পাওয়া প্রতিষ্ঠান। হাঁটিহাঁটি পা পা করে মনের বন্ধু দেশের মধ্যে অন্যতম একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের মধ্যেও দেশের নাম উজ্জ্বল করে চলেছে মনের বন্ধু। তিনি আরও বলেন, মনের বন্ধুর অ্যাপ উন্মোচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি এখন থেকে সবার হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে মনের বন্ধু মানসিক স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি সবাইকে মন ভালো রাখতে সাহায্য করবে। বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে এখন মনের বন্ধুর সেবা পাওয়া যাবে অ্যাপের মাধ্যমে। মনোচিকিৎসক ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. আহমেদ হেলাল বলেন, মন ভালো না থাকলে শরীর ভালো থাকে না। তাই শুধু মাত্র শারীরিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিলে আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবো না। তাই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে।

অভিনেত্রী অপি করিম বলেন, মনের বন্ধু থেকে আমি প্রতিদিন মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন জিনিস শিখি। যা আমাকে মানসিক ভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করে। চিরকুট ব্যান্ডের ভোকাল সুমি বলেন, গান শুনলে আমাদের মন ভালো থাকে। গান আমাকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। আমরা যদি গানের সঙ্গে মনের কথা বলি তাহলে তা সকলকে ভালো রাখতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) আবাসিক প্রতিনিধি ভ্যান নিগায়েন ও নেদারল্যান্ডস অ্যাম্বাসি সিনিয়র পলিসি পরামর্শক মাশফিকা জামান প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে গান পরিবেশন করে জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, চিরকুট ব্যান্ডের সুমি ও অভিনেত্রী অপি করিম।

অনুষ্ঠানের উপস্থিত সকলকে মেডিটেশন করানোর মাধ্যমে ব্যতিক্রম ভাবে আয়োজন শুরু হয়। অ্যাপটি ডাউনলোড করতে ডিজিট করুন গুগল প্লে স্টোরে। এছাড়া নতুন অ্যাপসহ মনের বন্ধু সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন https://www.monerbondhu.org

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশে বিনিয়োগে দক্ষিণ কোরিয়ার আগ্রহ প্রকাশ

ঢাকা ২৭ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাংলদেশের ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশসহ শিল্প-বাণিজ্যের সম্পর্ক আরও উন্নয়ন করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে দক্ষিণ কোরিয়া । বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জাং কিউন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এর সাথে আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে তার দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাতকালে তার দেশের এই আগ্রহের কথা জানান।

সাক্ষাতকালে তারা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতে বিনোয়োগ এবং মোবাইল সেটসহ ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্কের কথা তুলে ধরে বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি বলেন, আগামী দিনগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ডিজিটাল প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি খাত দেশের একটি থ্রাস্ট সেক্টর। সরকারের ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বান্ধব নীতি কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে

অধিকতর বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত লাভজনক একটি দেশ। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে মন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করেন। আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনার কথা জানান রাষ্ট্রদূত।তিনি আগামী দিনগুলোতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ভিত্তিতে উভয় দেশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিকভাবে আরও সম্পর্ক উন্নয়ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। আগামী বছর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী ব্যাপকভাবে উদযাপন করা হবে বলেও জানান রাষ্ট্রদূত

ক্লায়েন্টদের উদ্দেশ্যে ভিএমওয়্যার এর নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম

"ভিএমওয়্যার" হলো এন্টারপ্রাইজভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরি খাতের শীর্ষস্থানীয় উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে ভিএমওয়্যার এবং গর্বিত পার্টনার গোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে, গত ১২ই জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে, গুলশানের একটি স্বনামধন্য রেস্টুরেন্টে, ক্লায়েন্টদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো নলেজ শেয়ারিং অনুষ্ঠান "Empower Today's Distributed workforce with VMware Anywhere Workspace" ।

অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য ছিল "VMware Anywhere Workspace" কীভাবে VMware কর্মীদের নিরাপদ, ঝামেলাহীন অভিজ্ঞতার সাথে যে কোনও জায়গা থেকে কাজ করতে সক্ষম করে তা নিয়ে আলোচনা করা।

অনুষ্ঠানটিতে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টরা ছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ভিএমওয়্যার কান্ট্রি ম্যানেজার সাইদ আহমেদ খান (বাংলাদেশ,নেপাল এবং ভুটান), পার্টনার বিজনেস ম্যানেজার আলেয়া শাহনাজ এবং রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার সৈয়দ আজগর রেজা (Anywhere Workspace - Asian Emerging Markets)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড এর সম্মানিত চেয়ারম্যান আব্দুল ফাত্তাহ। আরো উপস্থিত ছিলেন উভয়পক্ষের সলিউশন টীমের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন গ্লোবাল ব্র্যান্ড এর সফটওয়্যার টীম হেড কাজী মোদাব্বের হোসেন রাসেল

জাপানি শিক্ষা পদ্ধতি 'কুমন' চালুর লক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তর ও ব্র্যাক কুমনের মধ্যে চুক্তি সই

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব এবং স্কুল অব ফিউচার সমূহে জাপানি শিক্ষা পদ্ধতি "কুমনচ চালুর লক্ষ্যে (আফটার স্কুল প্রোগ্রাম) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং ব্র্যাক কুমন লিমিটেড এর মধ্যে আজ আইসিটি অধিদপ্তরের সভাকক্ষে সমঝোতা স্মারক সই হয়।

আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: মোস্তফা কামাল এবং ব্র্যাক কুমন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লেডি সৈয়দা সারওয়াত আবেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, জাপান এক্সট্রারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) এর বাংলাদেশস্থ কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউজি আন্দো, ব্র্যাক কুমন লিমিটেডের প্রধান নেহাল বিন হাসানসহ আইসিটি বিভাগের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন জাপানী শিক্ষা মেথড কুমন দেশে ছড়িয়ে দিতে এ বছর থেকে আইসিটি বিভাগের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব সমূহে কুমন শিক্ষাক্রম চালু করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের মধ্যে ৬টি স্কুল অব ফিউচারে পাইলট বাস্তবায়ন করা হবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০০টি স্কুল অব ফিউচারে পুরোপুরিভাবে এ আনন্দদায়ক এই শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে।

পলক বলেন শিক্ষার এই পদ্ধতি শিশুদের গণিত ও ইংরেজিভীতি কাটানোর পাশাপাশি প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হবে। তিনি বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন আর স্মার্ট সিটিজেনের জন্য প্রয়োজন স্মার্ট ভবিষ্যত প্রজন্ম। ২০৪১ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, উদ্ভাবনী আগামীর স্মার্ট ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়তে ব্র্যাক কুমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৫৮ সালে জাপানি গণিত শিক্ষক তরু কুমন সহজে গণিত ও ভাষা শিক্ষার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা 'কুমন পদ্ধতি' নামে পরিচিতি। প্রথমে জাপানে, পরে বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে এই পদ্ধতি। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে পৃথিবীর ৬০ দেশে ১৪ হাজার ৫০০ স্কুলে কুমন শিক্ষাপদ্ধতি চালু আছে।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী আইসিটি বিভাগের আইডিয়া ফ্লোরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপ-টেক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ও আমব্র সিস্টেমের চেয়ারম্যান সাইফ আল আলেলিসহ ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। এসময় তারা ডীপ-টেকে বিনিয়োগ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ফাইনেনশিয়াল ডাটা সেন্টার, সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যৌথ কোলেবরেশনে কাজ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন এ সময় উপস্থিত ছিলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি পন্যের প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্তরে শুরু হয়েছে ২ দিন ব্যাপী স্মার্ট আইসিটি ফেস্ট ২০২৩। আজ ২২ জানুয়ারি তারিখ সকাল ১০টায় কার্নিভাল শুরু হয়। উক্ত কার্নিভালে এক্সট্রিম, এডিফায়ার, কোরসেয়ার, ঝিয়ুন এবং মিব্রো ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রযুক্তি পন্য প্রদর্শন করছে স্মার্ট।

কার্নিভাল চলাকালীন ঢাকা ইউনিভার্সিটি সহ আগত সকল ভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীদের জন্য থাকছে অগ্রিম বুকিংয়ে বিশেষ মূল্যছাড় এবং কুইজে অংশ নিয়ে আকর্ষনীয় উপহার জেতার সুযোগ। সকলের জন্য উন্মুক্ত এই কার্নিভালে যে কেউ পন্যগুলোর লাইভ টাচ এন্ড ফিল অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন। তাছাড়াও, একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্মার্ট ইয়ুথ স্পোর্টস টুর্নামেন্ট ২০২৩। উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অংশগ্রহণ করছে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড

নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২২ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দল 'টিম ডায়মন্ডস'

নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২২ প্রতিযোগিতায় মোস্ট ইন্সপিরেশনাল প্রোজেক্ট হিসেবে এবছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের দল টিম ডায়মন্ডস। গতকাল বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার মাঝরাতে আমেরিকার ন্যাশনাল এরোনটিকস এন্ড স্পেস এডমিনিস্ট্রেশন সংক্ষেপে নাসা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে। ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবে সরাসরি সারাবিশ্বে এটি প্রচারিত হয়।

টিম ডায়মন্ডস এর সদস্যবৃন্দঃ

টিসা খন্দকার (টিম লিডার), মুনিম আহমেদ (সিস্টেম ডিজাইনার), ইঞ্জামামুল হক সনেট (সিস্টেম আর্কিটেক্ট), আবু নিয়াজ (সিস্টেম ডেভেলপার) ও জারিন চৌধুরী (রিসার্চার)। উপদেষ্টাঃ প্রফেসর ড. তৌহিদ ভূইয়া ও মেন্টর সহযোগী অধ্যাপক খালিদ সোহেল।

এটি নাসা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি আন্তর্জাতিক হ্যাকাথন প্রতিযোগিতা। এবছর নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২২ এ বিশ্বের ১৬২টি দেশ থেকে ২৮১৪ টিম অংশগ্রহণ করেছিল এবং সকল যাচাই-বাচাই প্রক্রিয়া শেষে আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়া জন্যে এবছর গোবাল নমিনেশন পেয়েছিল বিশ্বের ৪২০টি দল। পরিশেষে, আন্তর্জাতিকভাবে সকল বিচার প্রক্রিয়া শেষে মাত্র ৩৫ টি টিম 'গোবাল ফাইনালিস্টচ এ জায়গা করে নিয়েছে। ৩৫ টি দলের এই তালিকায় একমাত্র বাংলাদেশী দল হিসেবে নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২২ এর গোবাল ফাইনালিস্টে জায়গা করে নিয়েছিল 'টিম ডায়মন্ডসচ। বাংলাদেশে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস্থ বা বেসিস।

নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২২ এ বিশ্বের ১৬২টি দেশ থেকে ২৮১৪ টিম অংশগ্রহণ করেছিল এবং সকল যাচাই-বাচাই, আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়া শেষে বাংলাদেশের একমাত্র দল হিসেবে "টিম ডায়মন্ডস" গোবাল চ্যাম্পিয়ন হয়। তারা কাজ করেছে বাচ্চাদের নিয়ে যাতে তারা ছোট বেলা থেকেই মহাকাশ নিয়ে ভাবতে পারে, মহাকাশের অজানা সব তথ্য সম্পর্কে খুব সহজে জানতে পারে। মহাকাশে থাকা অজস্র নক্ষত্র, এদের পরিবর্তন সাধারণত খালি চোখে দেখা সম্ভব হয়ে উঠে না কারণ এই পরিবর্তনগুলি খুব ধীর বা চোখের জন্য খুব ক্ষীণ হয়। তাদের চ্যালেঞ্জের মুল বিষয়বস্তু ছিল নাক্ষত্রিক এই পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে মানুষকে শেখানো ও তাদের বুঝতে সাহায্য করা যে রাতের আকাশ আসলে কতটা গতিশীল! বিজয়ী দলের প্রজেক্ট 'Diamond In The Skyচ একটি ইন্টারেক্টিভ গেম ভিত্তিক স্পেস লার্নিং সিস্টেম, যার মাধ্যমে বাচ্চারা নক্ষত্রদের পরিবর্তন (রঙের পরিবর্তন, উজ্জ্বলতা, ভরের পরিবর্তন), এর পেছনে লুকিয়ে থাকা কারণগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে। গেমটি খেলার মাধ্যমে বাচ্চারা তাদের নিজস্ব নক্ষত্র তৈরি থেকে শুরু করে নক্ষত্রগুলোর প্যাটার্ন, রঙের পরিবর্তন, উজ্জ্বলতা, ভরের পরিবর্তন প্রেডিক্ট করতে পারবে। উদ্দেশ্য ছিল মুলত বাচ্চাদের কে তারার ঝিকিমিকি, রাতের আকাশের ধীরগতি পরিবর্তন এবং কেন ঘটেছিল তা বোঝার সুযোগ দেওয়া। তারা বলেছে-আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের অ্যাপটি মানুষকে ছোটবেলা থেকেই মহাকাশের আজানাকে জানাতে এবং অদেখা কে দেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার্থীদের এ সাফল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোঃ সবুর খান ও উপাচার্য প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান টিম দলের সদস্যদের সাফল্যে এবং দেশের জন্য দুর্লভ এ সম্মান বয়ে আনার জন্য অভিনন্দন জানান।

ক্যাপশনঃ নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২২ প্রতিযোগিতায় মোস্ট ইন্সপিরেশনাল প্রোজেক্ট হিসেবে এবছরের চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের দল টিম ডায়মন্ডস এর সদস্য বৃন্দ

দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে আইডিয়া প্রকল্প ও মাইক্রোসফটের এলওআই স্বাক্ষর

ডিপ টেকনোলজি স্টার্টআপদের সহায়তায় এবং দেশীয় উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্প এর সাথে লেটার অব ইন্টেন্ট (এলওআই) স্বাক্ষর করেছে মাইক্রোসফট। বৃহস্পতিবার ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে আইডিয়া প্রকল্প কার্যালয়ে উক্ত এলওআই এ আইডিয়া প্রকল্পের পক্ষে আইডিয়ার প্রকল্প পরিচালক যুগ্মসচিব মো. আলতাফ হোসেন এবং মাইক্রোসফট এর পক্ষে মাইক্রোসফটের বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইউসুপ ফারুক স্বাক্ষর করেন। এসময় আইডিয়া প্রকল্পের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক সিদ্ধার্থ গোস্বামীসহ দুই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

'মাইক্রোসফট ফর স্টার্টআপ ফাউন্ডারস হাব' প্রোগ্রামের সুবিধা নেয়ার সুযোগ প্রদান করে স্থানীয় স্টার্টআপগুলোকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মাইক্রোসফট। 'ভিজ্যুয়াল স্টুডিও', 'গিটহাব', এম৩৬৫, 'পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম' ও 'ডায়নামিক ৩৬৫'-সহ মাইক্রোসফটের বিভিন্ন টুলস এবং প্ল্যাটফর্মের সকল সুবিধা প্রদান করবে এ প্ল্যাটফর্ম। স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য অর্জনে এবং তাদের আইডিয়া বাস্তবায়নেও সক্ষম করে তুলতে ভূমিকা রাখবে এ প্ল্যাটফর্ম।

যোগ্য স্টার্টআপগুলো ওয়ান টু ওয়ান টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি সেশন এবং ২৪/৭ প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দিক-নির্দেশনাগত সুবিধা পাবেন। যা তাদের সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। এবং মাইক্রোসফট মেন্টর নেটওয়ার্ক থেকে তারা বিশেষায়িত মেন্টরশিপ-এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও, টেইলর্ড লার্নিং পাথস, কন্টেন্ট এবং ইভেন্টের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা তাদের স্টার্টআপ যাত্রার পরবর্তী ধাপে উন্নীত হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন।

অনুষ্ঠানে আইডিয়ার প্রকল্প পরিচালক যুগ্মসচিব মো. আলতাফ হোসেন বলেন, "বর্তমানে, বাংলাদেশে প্রায় ২৫শ' স্টার্টআপ এবং ইম্প্যাক্ট এন্টাইরপ্রাইজ রয়েছে। প্রতি বছর এই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে ২শ'রও বেশি স্টার্টআপ। এক্ষেত্রে, এ অংশীদারিত্ব বাংলাদেশি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। আমাদের দেশের স্টার্টআপগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং টুল দিয়ে সহায়তা করে দেশীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করছে মাইক্রোসফট। মাইক্রোসফটের মতো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অংশীদারের সমর্থন পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।"

দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমর মাধ্যমে ১৫ লাখেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা দেশের জিডিপি'তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্টার্টআপগুলোর বিভিন্ন সল্যুশনের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে সাড়ে ৭ লাখেরও বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। এতে করে, দেশব্যাপী উদ্যোক্তারা ব্যাবসা করার ক্ষেত্রে নানান সুবিধা উপভোগ করতে পারছেন। মাইক্রোসফটের বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইউসুপ ফারুক বলেন, "বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের 'সেন্ট্রাল হাব' আইডিয়া'র সাথে কাজ করতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী

স্মার্ট এর সাথে এমটিবিএল এর ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত

দেশের শীর্ষস্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি: এর সাথে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট চুক্তি করেছে বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (এমটিবিএল)। ১০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে গুলশানে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি: এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এবং এমটিবিএল এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি অনুযায়ী, স্মার্ট টেকনোলজিস এর ক্যাশ ম্যানেজমেন্টে এমটিবিএল এরওএমটিবি ই ব্যাংক ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস্থ ব্যবহৃত হবে। ফলে, স্মার্ট এর ক্যাশ লেনদেনগুলো আগের অনেক বেশি অটোমেটেড হবে।

চুক্তি সম্পর্কে মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে এমটিবিএল এর মাধ্যমে লেনদেন করে আসছি। এখন পর্যন্ত ব্যাংকটির সেবায় আমরা খুবই সন্তুষ্ট। আমরা আশা করবো, ওএমটিবি ই ব্যাংক্ব সেবা আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরো বেশি দ্রুততর করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি এখন থেকে আমাদের কাস্টমার এবং চ্যানেল পার্টনারগনের সাথে আমাদের আর্থিক লেনদেন আগের অনেক বেগবান হবে। ফলে উভয় পক্ষের অনেক মূল্যবান সময় সাশ্রয় হবে।চ

অনুষ্ঠানে স্মার্ট টেকনোলজিস এর পক্ষ থেকে আরো উপস্থিত ছিলেন চীফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার মো. ফরহাদ হোসেন এবং অর্থ বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার মো. জাকির হোসেন। এদিকে, এমটিবিএল এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিবিও মো. খালিদ মাহমুদ খান, ডিভিশনাল হেড অব ডব্লিউবিডি১ মোহাম্মদ মামুন ফারুক, হেড অব ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রানজেকশন ব্যাংকিং আশিক ইকবাল খান সহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন